পর্ণপুট

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীকালিদাস রায়

দ্বিতীয় সংস্করণ

পাঁচ সিকা

প্রকাশক—শ্রীরাধেশ রায়
১সি, লেক রোড,
কালীঘাট, কলিকাতা।

দ্বিতীয় সংস্করণ ১০০০

প্রিণ্টার—শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী,
কালিকা প্রেস।
২১, নন্দকুমার চৌধুরী লেন, কলিকাতা।

উৎসর্গ

পরম ভক্তিভাজন

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহোদয়

শ্রীচরণেষু

ন্থকারের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত রচনা

হইতে সংকলিত

আহরণী

(উপহারযোগ্য) দুইখণ্ড একত্রে মূল্য—২৲

শ্রীরাধেশ রায় সম্পাদিত ও প্রকাশিত

কথাসাহিত্যের পুস্তকাবলী

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

জমাখরচ

মূল্য দেড় টাকা

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী প্রণীত উপন্যাস

মূল্য দেড় টাকা

স্বপ্নশেষ

মূল্য দেড় টাকা

১৫, কলেজ স্কোয়ারে প্রাপ্তব্য।

নিবেদন

পর্ণপুট ২য় খণ্ডের প্রথম সংস্করণে যে সকল কবিতা ছিল, তাহার দশ আনা ভাগ বর্জ্জন করিয়া নূতন নূতন কবিতায় তাহার স্থল পূরণ করা হইল। কয়েক বৎসর আগে যে রচনাগুলিকে গ্রন্থে প্রকাশযোগ্য মনে করিয়াছিলাম—আজ তাহাদের দশ আনা আমার নিজেরই অসার বলিয়া মনে হইল। এমনি করিয়া জীবদ্দশাতেই আপনার সমস্ত রচনাকেই অসার জানিয়া অনেককেই বিদায় লইতে হয়—আমাকেও লইতে হইবে—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অন্ধ বাৎসল্যের মোহে প্রতিকূল পাঠকের উপর আমরা বৃথা রাগ করি।—বৃথা অভিমান—বৃথা আত্মাদরের মোহ। এই সব কথা বলাও বৃথা, কারণ আবার নূতন কতকগুলি অসার রচনাকে প্রকাশযোগ্য মনে করিয়া সেই ভুলই ত করিলাম। ভরসার কথা, ভুল শুধু আমরাই করি না—গ্রন্থক্রেতারাও ভুল করে। গ্রন্থক্রেতাদের ভ্রান্তিতে মতি ও রতি বর্ত্তমান থাকুক—অন্তবিধ সান্ত্বনা পাইলে সার অসারের প্রশ্নই মনে জাগিবে না।

এই সংস্করণের নির্ব্বাচনে আমার বন্ধু মরীচিকার কবি শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত আমাকে সহায়তা করিয়াছেন।

গ্রন্থের প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনাটি আমার অন্যতর বন্ধু সুলেখক শ্রীমান্ বিশ্বপতি চৌধুরীর।

কড়ুই—বর্দ্ধমান

শ্রীকালিদাস রায়

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

	গ্রন্থের নাম	মূল্য—বাঁধাই	আবাঁধা
১।	**পর্ণপুট** ১ম খণ্ড (৪র্থ সং)	১৷৹	১৲
২।	**ব্রজবেণু** (২য় সং) ...	১৲	
৩।	**বল্লরী** (৩য় সং) ...	॥৶৹	॥৹
৪।	**ঋতুমঙ্গল** (২য় সং) পাটনা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষার পাঠ্য	১৲	৸৹
৫।	**বঙ্গসাহিত্যের ক্রমবিকাশ** (ঐ ঐ)		৷৹
৬।	**রসকদম্ব** (হাসির গান) ...	॥৶৹	॥৹
৭।	**লাজাঞ্জলি** ...		॥৶৹
৮।	**ক্ষুদকুঁড়া** ...	॥৹	
৯।	**আহরণী** (নির্ব্বাচিত রচনা-সংগ্রহ)	২৲(দুইখণ্ড একত্রে)	
১০।	**চিত্রে গীতগোবিন্দ** (উপহার্য্য গ্রন্থ)	৩৲	
১১।	**ছেলেদের মহাভারত** (সচিত্র)	১৲	
১২।	**চিত্তচিতা** ...		৷৶৹
১৩।	**গীতা** (পদ্যানুবাদ যন্ত্রস্থ) ...		
১৪।	**চিত্রে শকুন্তলা** (যন্ত্রস্থ) ...		

১৫, কলেজ স্কোয়ার, চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জী কোং এ প্রাপ্তব্য।

পর্ণপুট

(দ্বিতীয় খণ্ড)

মুদিত আলোর কমল-কলিকাটিরে
রেখেছে সন্ধ্যা আঁধার পর্ণপুটে,
উত্তরিবে যবে নবপ্রভাতের তীরে
তরুণ কমল আপনি উঠিবে ফুটে।

—রবীন্দ্রনাথ

কাঞ্চনথালি নাহি আমাদের
অন্ন নাহিক জুটে,
যা কিছু মোদের এনেছি সাজায়ে
নবীন পর্ণপুটে।

—রবীন্দ্রনাথ

পর্ণপুট

বিত্ত ও চিত্ত

(গান)

বিত্ত হ'তে চিত্ত বড় এই ভারতের মন্ত্রবাণী।
নিত্য ধ্রুব সত্য যেথা, বিত্ত সেথা যুক্তপাণি॥
যক্ষপতি মাণিক মতি   ঢাল্লে পায়ে, বিমুখ সতী,
বক্ষে তুলেন নন্দী যদি যোগায় জবামাল্য আনি'।

শ্মশানবাসী পাগ্‌লা ভোলার চরণতলে সে কোন্ ভূমা,
যাহার লাগি তপস্বিনী রাজাধিরাজকন্যা উমা?
অমৃতলাভ হয় না ক যায়   চায় না সে বর, নারী হেথায়,
রাজদুলালী স্কন্ধে বহে তাপসপতির কুঠারখানি।
নিত্য ধ্রুব সত্য যেথা বিত্ত তথা যুক্তপাণি॥

অনার্য্য হীন কাঙাল মিতায় রাজাধিরাজ বক্ষে ধরে।
কিরাতবীরের দক্ষিণাটি মহাভারত শীর্ষে বরে।
তপোবনের বহির্দ্দেশে   রাখিয়া রথ, দীনের বেশে
মুনির ধেনুর করে সেবা মহারাজ ও মহারাণী॥

পতির ধূলিধূসর মৌলি আগে।
দেব কণা রাজন্যেরা ভিক্ষা মাগে।
ছত্রচামর হেলায় ঠেলে এই দেশেরই রাজার ছেলে
বেড়ায় ঘুরি শৈলবনে শাশ্বত ধন সত্য মানি'।

মাণিক রতন ঢেলার মতন, চিরন্তনের চরণতলে ;
কপিশ জটায় তপশ্ছটায় তুষ্টিতেজের তপন জ্বলে।
ত্যাগী যোগীর চরণ ধূলায় সম্রাটেরা ললাট বুলায়,
গুরুর খড়ম পূজ্য পরম সিংহাসনের যোগ্য জানি'।
নিত্য ধ্রুব সত্য যেথা বিত্ত সেথা যুক্তপাণি॥

রুদ্রবরণ

ক্ষুদ্র মোরা তবুও তাঁর রুদ্ররূপে কভু না ডরি,
বজ্রতেজ সহ্য ক'রে সাহসে গৃহ-কক্ষে বরি।
মুণ্ডমালা কণ্ঠে যার তুণ্ডে জ্বালা, খড়্গ হাতে,
মণ্ডপে সে চণ্ডিকারে অর্চ্চি অমাবস্যারাতে।
পিশাচ প্রেত নৃত্য করে, প্রমথ যথা অট্ট হাসে,
শবের হৃদি-আসনে সেথা ডাকিতে পারি সর্ব্বনাশে
ক্রীড়ার তরে অম্বিকারি সিংহটাকে টানিয়া নেই,
মকরমুখে গণ্ড রেখে—গঙ্গাপদে অর্ঘ্য দেই।

রুদ্রবরণ

পিনাকে জ্যা-রোপণ কবি ত্রিশূলে দে
নিদ্রা লভি নাগরাজের হাজার ফণা-ছাঁয়া
সহিতে পারি দহন-দাহ যজ্ঞ-ভূমে উগ্রতপে,
তীব্র শুচি-তপন তলে বসিতে পারি লক্ষজপে।
ক্ষুদ্র মোরা তবুও তার রুদ্র তেজে কভু কি ডরি?
বজ্রশিখা বক্ষে সহি আপন গৃহ-কক্ষে বরি।

ডরিব কেন শমনে যদি দমিতে পারি জীবনপণে?
ক্ষতির ভীতি না থাকে যদি, রিক্ত যদি মরণে রণে?
কাড়িতে পারি তারার করকলিত বর আশিস্ যদি
পড়িতে পারি ঝাঁপায়ে যদি হেরিয়া রণ-রুধির-নদী;
নাচিতে পারি ঈশান সাথে পিছল পথে বিষাণ নিয়ে,
পরিয়া মহাশঙ্খমালা করোটি ভরি' গরল পিয়ে,
যুঝিয়া যদি জিনিতে পারি অভয়-পাশুপতটি তার,
খুঁজিয়া যদি আনিতে পারি পাতাল হ'তে মণির হার,
শায়কে আঁখি বিলেখি', তাহা সঁপিতে পারি অর্ঘ্যরূপে,
পশিতে পারি কুণ্ডমাঝে, রোপিতে পারি মুণ্ড যূপে;
ডরিব কেন? সকলি ডারি নিজের কিছু না যদি গণি,
পড়িতে পারি চক্রতলে, ধরিতে পারি নক্র ফণী!
ক্ষুদ্র মোরা তবুও তারি রুদ্রতারে কভু না ডরি,
বজ্রশিখা বক্ষে ধরে'—হাসিয়া গৃহ-কক্ষে বরি।

ভীষ্মদেব

হে রাজেন্দ্র! দাশরাজগৃহে নিজ যৌবরাজ্য-পরিহারচ্ছলে
দুটি ভারতেরি তুমি শাসনপোষণভার নিলে করতলে।
সেই হ'তে রাত্রিদিন রাজধর্ম্ম ক্লান্তিহীন করিলে পালন,
ভ্রাতা ভ্রাতৃপুত্রপৌত্রে করি রাজছত্রছায়ে রক্ষণলালন।
ধর নাই রাজ্যদণ্ড, মাণিক্যমুকুটমাল্য বাহ্যচিহ্নচয়,
তবু রাজচক্রবর্ত্তী, অনপত্য পিতামহ রাজশ্রীনিলয়!

তারপর হে গাঙ্গেয় বণ্টন করিলে যবে ঐশ্বর্য্যবৈভব,
দুই পার্শ্বে দুই দলে দাঁড়াইল পৌত্রগণ,—পাণ্ডব কৌরব।
নেহারিয়া দুই দিকে যোগ্যাযোগ্য গুণাগুণ করি বিচারণ
দুটী রাজ্য দুই দলে, মহাভাগ, করি ভাগ করিলে অর্পণ।

ঐহিক ভারত রাজ্য ঋদ্ধিবৃদ্ধি বাহুবল দিলে কুরুগণে,
বিসর্জ্জি দৈহিক প্রাণ যুঝিলে যাদের লাগি রথ-আরোহণে।
মহাভারতের রাজ্য পাণ্ডবে করিলে দান বিরাট বিশাল,
রাজনীতি শান্তিপর্ব্বে, চিররাজ্য যুড়ি যার সর্ব্ব দেশকাল।
সে রাজত্ব লুপ্ত আজি যে রাজত্ব দিয়েছিলে রথে ধনুঃশরে,
শাশ্বত রাজিছে বিশ্বে দিলে যাহা ব্রহ্মালোকে শরশয্যাপরে

একলব্য

হে অনার্য্য, একদিন গুরুকুলে পাওনিক স্থান,
যুগে যুগে তাই তুমি আর্য্যদম্ভে কর লজ্জা দান।
নিঃস্ব বনবাসী তুমি মহাসত্য-ধনের ভাণ্ডারী,
যাহারা সর্ব্বস্বগ্রাসী তাহারাই এ বিশ্বে ভিখারী॥

চাহনিক রাজছত্র, দিগ্বিজয়, রত্নের ভাণ্ডার,
সত্যের প্রতিষ্ঠা করি সমাপিত সাধনা তোমার।
দেখায়েছ কভু নহে একনিষ্ঠ সাধনা বিফল
শোণিতে বুদ্বুদসম জনমে না তপস্যার বল।
কাম্য কিছু নাহি তব যোগ্যতারই করেছ প্রমাণ,
মহাভারতের পীঠে দর্ভাসনে লভিয়াছ স্থান।
শক্তি সে যে ব্রহ্মময়ী, ত্যাগ সে যে পরমার্থময়
আর্য্যের নাহিক লজ্জা তার কাছে লভি পরাজয়।
সত্য চির হোক্ প্রিয়, মিথ্যা হোক্ চির তিরস্কৃত,
মহাভারতের কথা তাই গেয়ে হইল অমৃত।

বিশ্বব্যাপী জ্ঞানব্রহ্ম, অংশ তার প্রজ্ঞাবীজময়,
কানন কান্তার গিরি যথা রোক্ হবে অভ্যুদয়
সৃষ্টির বিধানসূত্রে। কে রোধিবে তাহার উন্মেষ?
অক্ষয়, জীবনধর্ম্ম, কি করিবে অসূয়া বিদ্বেষ?

কে পারে রোধিতে বিশ্বে পঙ্কমাঝে পঙ্কজবিকাশ,
খনির তিমির-গর্ভে অঙ্গারকে মণির নিবাস?

পর্ণপুট

যে বিশ্বে ব্যোমমার্গে পুষ্পকের রথে
কে তারে বাঁধিবে দ্বিজত্বের বাঁধা রাজপথে ?
জাহ্নবী চলিবে ছুটি অবিচারে গিরি বনে মাঠে,
কে তারে রোধিতে পারে বারাণসী-প্রয়াগের ঘাটে ?
মানব-সমুদ্র মাঝে কে করিবে শাশ্বত বিভাগ
বাঁধ বাঁধি ? বিরাটের অঙ্গে অঙ্গে কে কাটিবে দাগ ?
যে শক্তি নিহিত মূলে কেমনে তা করিবে উচ্ছেদ
শাখার ছেদনে বলো ? অখণ্ড সে মূলে কই ভেদ ?
যেখানে জীবাত্মা রাজে সেইখানে শিবত্ব বিরাজে,
শিবত্ব আবদ্ধ নহে আভিজাত্য-পাষাণের মাঝে ॥

দীক্ষার দক্ষিণাছলে করিয়াছ সর্ব্বস্বপ্রদান,
এর কাছে অশ্বমেধ বিশ্বজিৎ হয়ে যায় ম্লান।
লক্ষগুণ প্রতিশোধ, হে বীরেন্দ্র, দিয়াছ ঘৃণার,
অক্লেশে বর্জ্জিয়া তর চিরার্জ্জিত জীবনের সার।
আর্য্য সে করুক গর্ব্ব দন্তে কাটি অঙ্গুলিটি তব,
অনার্য্য নিষাদ, তবু তোমারেই আর্য্য মোরা ক'বো
জাগো তুমি হে নিষাদ ভারতের গুরুকুলমাঝে
পশুমাংসপুষ্ট দেহে রক্তসিক্ত কৃষ্ণাজিন সাজে।
জ্বলন্ত সত্যের মূর্ত্তি আগে আগে চল ত্যাগবীর,
নত হোক্ পদে যত রক্তগর্ব্বী ভ্রান্তজনশির।

গৃহলক্ষ্মী

ভূষণহীনা মলিনদীনা এস আমার প্রিয়া,
সজ্জা নাহি, লজ্জা কিসের ? কাতর কেন হিয়া ?
গন্ধতেলে চুলের বাহার, টেক্কাখোঁপা চাইনা আমার,
অম্‌নি বেশে সাম্‌নে এসে দাঁড়াও রমণীয়া,
আল্‌তা আঁকা, সাবান মাখা নেইবা হলো প্রিয়া !

গয়না পরা সয়না আমার, আস্‌তে হলে খুলি'।
চাইনা আমি তৈরিকরা ময়নাপড়া বুলি,
সত্যকথা সরল'কথা শুন্‌তে প্রাণের ব্যাকুলতা।
মুছতে তোমায় হবেও নাক হাতের পায়ের ধূলি,
গয়না যদি থাকেই গায়ে আসতে হ'বে খুলি'।

সাজ করা আজ সইবনা সই শোভন দেহময়,
বেগমসজ্জা মীরাবাইএর সহ্য নাহি হয়।
রঙ মাখালে সেফালিকার শ্রীগরিমা বাড়বে কি আর ?
শ্যামের ভোগে আমিষ হেরে অঙ্গ শিহরয়।
কোন দুখে বা গোপন কর আপন পরিচয় ?

রান্না ঘরের হলুদ মাখা ময়লা তেলে জলে,
আটপহুরে কাপড় পরে' অম্‌নি এসো চলে।
নখ গেছে ক্ষয় বাটনা বেঁটে, কুট্‌না কুটে আঙুল কেটে,
চূন খয়েরে দাগ পড়েছে তোমার করতলে।
জাহ্নবীত হবেই মলিন আষাঢ় মাসের ঢলে।

নগুলীতে দেবমণ্ডপমাঝে,
ন রুক্ষ হলো মার্জ্জনারই কাজে।
প্রিয়ে তোমার বদননলিন বহ্নিতাপে স্বিন্ন মলিন,
যজ্ঞ হ'তে উঠ্‌লে যেন যাজ্ঞসেনীর সাজে।
গৌরবে সই এস, কেন সঙ্কুচিত লাজে ?

'সতীর' অলক লৌহ হয়ে বেড়িল ঐ হাতে,
চঞ্চলা মা ত্রিলোকরমা পড়লো বাঁধা যাতে।
আঁধার চিরে অরুণলেখা তোমার শিরে সীঁথির রেখা,
অরুন্ধতীর রাঙা পায়ের অরুণ দ্যুতি তা'তে,
জ্বালায় নিতি সন্ধ্যারতি কুটীর আঙিনাতে।

ছদ্মবেশে ঘুরছো বলে চিনবনাক আমি ?
পরশ দিয়ে করলে সোণা আমার নায়ে নামি !
ভাগ্যবতীর পরম রতন আয়ুষ্মতীর প্রাণের যতন,
শুভ্র শাঁখার স্বচ্ছতাতে চিনছি দিবাযামী,
জানিনা কোন্ পুণ্যফলে তোমার আমি স্বামী।

ধূপত আছে নাইবা হলো রূপার ধূপাধার ?
হর্ম্ম্যবিহীন বারাণসীর মহিমা অপার।
পল্লীবনের চীনকরবী মধুময়ী আর সুরভি—
হেমকমলে কি হবে, নাই গন্ধমধু যার ?
কুণ্ঠা কিসের কণ্ঠে যদি নাইবা থাকে হার ?

বসন্তসেনা

কুলটা-ভবনে লভেছ জনম সাধ করে' ত্যাগ করনি কুল,
সমাজধর্ম্ম পদে দলে' তুমি দয়িতে তেয়াগি করনি ভুল।
সতীর স্বর্গ ত্যজি কলঙ্ক-পঙ্কে নামনি হে স্বৈরিণি!
পঙ্কেরি মাঝে জন্ম তোমার, পুণ্যসুরভি পঙ্কজিনী।
কামকলাকেলিকুতূহলমাঝে জনমি কামনা-অন্ধ নও,
তুমিত কামের কিঙ্করী নহ, তুমি বুঝি তার ভগিনী হও?
অন্নের লাগি ওগো কিন্নরি! অবরেণ্যেরে বর'নি গেহে,
সম্পদ তব নহেত কাম্য, স্বর্ণের খনি তোমার দেহে।
যক্ষের ধন লুণ্ঠি এনেছে তোমার কণ্ঠ, তোমার বীণা,
মণিউষ্ণীষ পাদপীঠ তব রাজরাজন্যে কর যে ঘৃণা।

কিসের অভাবে, বিষেব বেদনা? এলোকেশে কেন গৌরবিনি
শিলাকুট্টিমে লুটে লুটে চোখে ঝরাইছ শোক-মন্দাকিনী?
রত্নের ধূলি চোখে দিয়ে তোমা করিল বিধাতা প্রবঞ্চনা,
নারী-জীবনের পরম কাম্য—পাওনি প্রিয়ের প্রেমের কণা।
কল্পলতিকা ছড়ায়ে মুকুতা সারারাতি লুটো ধরণীতলে,
নির্ব্বাক নবযৌবন তব তনু-মণিদীপে বৃথাই জ্বলে।
বহনের দুখ সহন-কঠিন ত্যাগের সুখ যে সুখের সার,
কতদিন ব'বে ওগো পূজারিণী দাসী-জীবনের অর্ঘ্যভার?

দানে দীন হয়ে দুলালে যেজন মাটির খেলানা দিয়াছে তুলি'
শেষসম্বল উত্তরীয়টী সঁপেছে তোমায় আপনা ভুলি,'

পর্ণপুট

।বিত্ত তোমার দুহাতে বিলাতে পারিবে যেবা,
।হ দেবী, সেই দেবতার চরণযুগল করিতে সেবা।

সঙ্গীত তব বেদনাকরুণ রচেছে উদাস মোহন মায়া,
রভসতৃষার মরীচিকা মাঝে ঘনায়ে তুলেছে গহন ছায়া।
উন্মনা তব সোনার বীণায় তালমানলয়ে হয়েছে ভুল,
বিচার করিতে করেনি সাহস, সাধুবাদ দেছে মূর্খকুল ;
চরণ নূপুরে কি ব্যথা বিমরে বুঝেনি, করেছে চরণসেবা।
নৃত্যে তোমার নিয়মভঙ্গ নিয়ত, লক্ষ্য করেছে কেবা ?
ঘৃণা ক'রে তুমি হাসিয়াছ মৃদু আপনারে আরো করেছ ঘৃণা ;
নিজবৃত্তিরে শত শাপ দিয়ে, কতবার ছুঁড়ে ফেলেছ বীণা।

সোনার হরিণী, লভিয়াছ তবু অন্তরে মৃগমদাঢ্যতা।
সন্ধ্যামণির শাখা দিয়ে ঢাকা তুমি মুকুলিতা তুলসীলতা।
বধূর গরিমা অশোকশোণিমা—তোমার সীঁথিতে ফুটিতে চাহে,
জননীমহিমা স্তন্য উৎসে উৎসারি' উঠি ছুটিতে চাহে।
ফণীনিভবেণীবলয়িত তব তনু-তারুণ্যে নিষ্ঠা জাগে,
ব্যথার পীড়নে চন্দন হ'য়ে দেবের অর্ঘ্যে প্রকাশ মাগে।
গোময়ের মাঝে রুচিরা দূর্ব্বা, তব ঠাঁই শুচি গন্ধডালা।
তুমি পূতসিত কৌষেয়ভাতি, নহ শুধু কোষ-কীটের লালা।
নমি বরারোহে বরবর্ণিনি, সতীরো বন্দ্যা, কলঙ্কিনী,
অসতীর রাণী, সতী-শিরোমণি, পঙ্কের মাঝে পঙ্কজিনী।

পল্লীবালার ব্যথা

আমার এমন কি হলো বোন, খাঁ-খাঁ করে প্রাণটা খালি,
ঘরের কাজে মন লাগে না বাড়ীর লোকে দিচ্ছে গালি।
আমার জ্বালা সে কি জানে ? দুপুররাতে বাঁশীর গানে
ঘুম কেড়ে লয়, রাত্রি জেগে চোখের কোণে পড়ল কালি,
রাতে তারো ঘুম কিরে নাই বাঁশী কেন বাজায় খালি ?

সকালবেলা হাঁক ছেড়ে সে চলে যখন গোরুর পালে,
গোবরঝুড়ি কাঁখে ধরি তখন আমি রই গোহালে।
গাই ছাড়িতে বাছুর ছাড়ি দুধ পিয়ে লয় তাড়াতাড়ি,
মার কাছে খাই ঝাঁটার বাড়ি পিষীর কাছে ঠোক্‌না গালে।
হাত পা আমার রয় গোয়ালে প্রাণটা চলে গোরুর পালে।

আমি যখন দাদার লেগে ভাত নিয়ে যাই বিলের মাঠে
বাউলিয়া সুর গেয়ে গেয়ে ভূঁয়ের আলে ঘাস সে কাটে,
সে যদি চায় নয়ন তুলে, তবে আমার মনের ভুলে,
বাবলাবেড়ায় আঁচ্‌লা বাধে, পিছ্‌লে পড়ি পিছল বাটে ;
অই আ'লে মোর মনটা লোটে শরীর চলে বিলের মাঠে।

একদিনে সে দশটি বিঘা ফেল্‌তে পারে একাই রুয়ে,
বুধীর মত দুধোল গাই-ও এক লহমায় ফেলে দুয়ে।

পর্ণপুট

'ধরে' ফিরায় সে যে গায়ের জোরে।
স গাছে উঠে পায়ের জোরে লাফায় ভূঁয়ে।
দেখি তাহার সাঁতার কাটা অবাক হ'য়ে কল্‌সী থুয়ে।

কবির দলের দোহাবীতে গায় সে মেতে পরাণ খুলে।
বাউল-নাচে ঘুঙুর পায়ে, নাচে সে যে হাতটি তুলে।
গাজন-দিনে সন্নিসি সাজ বাবরীচুলের ঢেউখেলা ভাঁজ,
মন্‌সাতলায় মালামো তার, কার না দেখে পরাণ ভুলে?
আমার ত কেউ নয় ক তবু দেমাকে বুক উঠে ফুলে'।

কানে গোঁজা সন্ধ্যামণি, নতুন তালের ছাতি কাঁধে,
রাঙা ডুরে গামছা দিয়ে, যদি আবার কোমর বাঁধে,
বিন্দাবনের কালার পারা করে আমায় আপন-হারা;
তারি পায়ে পড়তে লুটে, শুধু আমার পরাণ কাঁদে,
বাঁশী পাঁচন ধরে যখন কালার মতন মোহন ছাঁদে।

আমার এমন কি হলো বোন, হুহু করে মনটা খালি,
ইচ্ছে করে কাঁদি কেবল, সবাই আমায় দিচ্ছে গালি।
কুটনা-কোটায় আঙুল কাটে হাট যেতে হায় যাই যে মাঠে,
মনের ভুলে হাত পা পোড়াই, নুনের সরা-ও দুধেই ঢালি।
আমার যে বোন আসছে কাঁদন, হুহু করে প্রাণটা খালি।

পতিতা

তোরা যা-লো সবে বাহিয়া তরণী, গাহিয়া গান,
আমি রই এই ঘাটে,
দেখি হেথা সতী-বধূর সুখের মধুর প্রাণ
পল্লীর নদী-বাটে।
এই গাঁয়ে আসি পরি' পরিণয়-সিঁদূরটিপ,
শুভ সন্ধ্যায় জ্বেলেছিনু দেবদেউলে দীপ।
আঙিনা ভরিয়া শিশু-দেবরের সে কলতান,
স্মরিতে হৃদয় ফাটে।
তোরা যা-লো সই বাইয়া তরণী, গাইয়া গান,
আমি রই এই ঘাটে।

বারো মাসে তেরো ব্রত পার্ব্বণ মহোৎসবে
রচেছি পূজার থালা,
মঙ্গল-কাজে এয়োদের মাঝে হুলুর রবে
ধরেছি বরণ ডালা।
ঐ পথে নিতি বহিতাম কত কলসী জল,
সিক্ত রহিত মোরি করে গৃহ-তুলসীতল।
দিবাশ্রমজল নিশার সোহাগে হইত মধু—
অলকে দুলাত মোতি,
লোক-মুখে-মুখে রাক্ষসী, হলো লক্ষ্মী-বধূ,—
সাক্ষাৎ ভগবতী!

[illegible]া, আড়াল পড়িল অড়র বনে
যার শ্যাম তনুলতা,
নব কৈশোরে পাতান সই সে, তাহার সনে
হইত মনের কথা।
স্নান করি ফিরি সুধা দিবে মরি সবার পাতে,
ঝক্‌মক্‌ লোহা শাঁখা চুড়ি আহা, উহার হাতে,
তক-তক করে পতি-বৈভবে ভবনতল,
সতী-গৌরবে ফিরে,
চুমিবে খোকারে, মুছিবে লোকের চোখের জল
লভিবে আশিস শিরে॥

বাগ্‌দীর মেয়ে ডাক দিয়ে ফিরে ছাগল হাঁসে
জালি কাঁধে হাসি-মুখে,
মণি বাঁধে ওযে কাদামাখা ছেঁড়া শাড়ীর ফাঁসে,
ও'ও আছে কত সুখে।
শিশু-কলরোলে গৃহভরা পশুপক্ষীদলে
লক্ষ্মী-জননী ঘুরিতেছে যেন করুণা ছলে,
পতি পায়ে শেষে মাথা রেখে আহা মুদেগো চোখ
যদি এ সধবা সতী—
ওর পদধূলি শিরে নিবে তুলি দেশের লোক;
মরি রে ভাগ্যবতী!

পতিতা

বালিকার ব্রতে রচি দেবতার পূজার ডালি
ঢালিনু পিশাচ পায়।
লভিলাম প্রেমজীবনের হেমপ্রদীপ জ্বালি
ধোঁয়া আর কালিমায়!
ঝরণা তেয়াগি পিইনু মাঠের পঙ্ক-বারি,
উল্কার পিছে ধাইলাম ধ্রুবতারকা ছাড়ি।
গেল শুভধ্রুব এক পলকের মোহন ভুলে,—
ইহকাল—পরকাল!
প্রেতিনীর দলে নিয়ে এল বৈতরণী-কূলে
পিশাচের মায়াজাল।

মুক্তা ফলিতে পারিত এ তনু-শুক্তি ভরি
স্বাতীর পুণ্য জলে,
হইতে পারিত মম লাবণ্য-শ্রীমঞ্জরী
পরিণত মধু-ফলে।
মহারাণী হ'য়ে মম সংসার-সিংহাসনে
শাসিতে তুষিতে পারিতাম নিতি আপনজনে।
উঠিতে পারিত মম যৌবন-সিন্ধুনীরে
বৎসলতার সুধা,
হরিতে পারিত মাতৃজীবন, স্তন্য-ক্ষীরে
পিতৃ-লোকের ক্ষুধা।

[illegible]ন হয়নাক,—হরি,—এ সঙ্কট
অশুভ বুদ্ধি হেন,
হেয়জন-পেয় সুরা-বিনিময়ে দুগ্ধ-ঘট
বেচেনাক কেউ যেন !
দাও শ্বাশুড়ীর লাঞ্ছনা শত, মলিন বেশ,
ননদীর গালি, আধপেটা ভাত, রুক্ষ কেশ,
উদয়-অস্ত দাও—হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম,—
ক্ষতি নাই, ক্ষোভ নাই ।
ফিরে নিতে রাজী সংসারপথ—সুদুর্গম
ফিরে যদি আজি পাই ।

সবি শেষ হোথা ঐ জলে চিতা নদীর তীরে
শেষ সব আয়োজন ।
হোথা প্রিয়জনে দহিয়া ভাসায়ে নয়ন-নীরে
ফিরিতেছে কত জন ।
কে আর কাঁদিবে প্রাণহারা হ'লে এ পাপ-দেহ
মেথর ছাড়া কি শ্মশান-বন্ধু মিলিবে কেহ ?
'হরি বোল' বলি হায়রে কেহ কি এ তনুখানি
চিতা 'পরে দিবে তুলি ?
এ দেহ লইয়া শেষ উৎসব করিবে জানি
কুকুর শিয়ালগুলি ।

তোরা যা লো ফিরে বাইয়া তরণী, গাইয়
নগরের রূপহাটে।
দিনে দশবার বেয়ে মর দেহতরণীখান
নরকের পার-ঘাটে।
হারাতে আমায় কেন এলি হায় সোনার গাঁয়,
নবযৌবন যাপিনু যেথায় সোহাগছায় ?
জীবনের জ্বালা আজিকে জুড়াতে মরিতে চাই
ডুবে এই নদী-নীরে।
রসাতলে আছি নদীতল দিয়ে নরকে যাই,—
তোরা যালো সই ফিরে।

অজয়

জয় জয় জয় অজেয় অজয় গৈরিকধারী সাধক তুমি,
ভাগীরথীনীরে সিনানে নেমেছ তেয়াগি ভূধরতাপসভূমি।
তুমি রসগুরু, যজ্ঞকুণ্ড নিভায়ে ভাসায়ে রসের স্রোতে,
বিলায়ে দুপাশে সহজ-তত্ত্ব আসিয়াছ রস-সাধন-পথে।
প্রেম পরশনে সরস করিয়া রসহীন রূঢ় রাঢ়ের মাটী,
পণ্য আননি, পুণ্য এনেছ, আননিক ঝুঁটা, এনেছ খাঁটী
বজ্রকঠিন বাহ্যাবরণে কুসুম-কোমল হৃদয় ধর'
কঠোর যোগীর হৃদিকন্দরে ঝরাও রসের নিঝর থর।

পর্ণপুট

ঠাও কান্ত কোমল পদের মালা,
জ. জয় জয়দেব, জয়তু বৃন্দাবনের কালা।

রামী রজকীর বসন তিতায়ে বিশালাক্ষীর আরতি সারি'
নানুরের ভিটে করি চির মিঠে এলে তুমি জ্ঞানদাসের বাড়ী।
"কানুর পীরিতি মরণ অধিক," এ যে বড় অভিমানের বাণী
উজানীর ঘাটে এ ব্যথা কেমনে ভাসাইয়া দিলে হে অভিমানী ?
ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গলাবণি অবনীতে যাঁর বহিয়া যায়
তাঁর গুণগানে লোচনের সনে কীর্ত্তনধূলি মাখিলে গায়।
উদ্ধারণের উদ্ধারবাণী তোমারি কণ্ঠে শুনেছি প্রিয়।
শীর্ষেতে তুমি লয়েছ বাঁধিয়া কেশব-গুরুর উত্তরীয়।

কতনা ভক্ত কতনা সাধক কতনা কবিরে মন্ত্র দিলে।
কতনা গৃহীরে বৈরাগী করি হে রসিক তুমি সঙ্গে নিলে।
কত কুমুদের নয়ন মেলালে গোরাচাঁদ জ্যোতিশলাকা দিয়ে,
অমৃতবার্ত্তা ঘোষিল বঙ্গে, তব ভৃঙ্গার সলিল পিয়ে।
তব মৃদঙ্গ বাজে দ্রিম দ্রিম ছুটে আসে সবে যে যেথা আছে,
তাথই-তাথই হরি-কীর্ত্তনে দুই তীরে সারা বঙ্গ নাচে।
তব উদ্দাম রসের বন্যা ঘরকন্নারে ভাঙিয়া চলে,
"ঘর করি বা'র বা'র করি ঘর" বেণুর মন্ত্র শ্রবণে বলে।
ধন্য অজয়, ধন্য এ দাস তোমার দীক্ষা-মন্ত্র লভি'
দেশভরা শত পরাজয় মাঝে তব জয় গায় তোমার কবি।

রূপ-মুক্তা

বনের মাঝে লুকিয়ে গেল আমার মায়ার স্বপ্নরমা,
কল্পলোকের উর্ব্বশী সে প্রেম-সুষমার তিলোত্তমা।
অধর কি তার বিম্বফলে, চরণ কি তার থলকমলে,
মিলালো কি চুলগুলি তার নারিকেলের কুঞ্জবনে ?
তাহার ভূষার শিঞ্জ কি অই—ভৃঙ্গকুলের গুঞ্জরণে ?

অঙ্গ তাহার লতিয়ে গিয়ে জড়ালো কোন বৃক্ষ'পরি ?
বাক্য বুঝি পাখীর গানে মুখর, বন-বক্ষ ভরি'।
পর্ণ-শিশু দুলি দুলি দেখায় কি তার আঙুলগুলি ?
তারুণ্য তার ছড়াল কি নিখিল তরু-বল্লী-প্রাণে ?
কন্দলে তার দুকূল দুলে, নূপুর বাজে ঝিল্লীতানে।

মনের মাঝে লুকিয়ে গেল আমার মায়ার অপ্সরী সে।
নয়ন ভরে' পাই না তারে, ফিরে না আর রূপ ধরি' সে।
চুলগুলি তার গভীর কালো নিরাশায় কি তাই মিলালো ?
আল্‌তা সিঁদুর,—উঠ্‌লো ফুটে শোণিতঝরা যন্ত্রণাতে,
হরব তাহার পরশ তাহার জাগ্‌ছে বৃথা-সান্ত্বনাতে।

লাবণ্য তার,—মোহ হ'য়ে ফেল্‌লে মোরে অন্ধ করি,
নিশ্বাসই তার উঠছে বুঝি মর্ম্মবেণুর রন্ধ্র ভরি ?
স্বপন হয়ে—নীলাম্বরী আছে আমার জীবন ভরি'
অঙ্গ তাহার, ভঙ্গী তাহার, সঙ্গ তাহার লক্ষপাকে
হয়ে স্মৃতির ব্যথার লতা জড়াল এই বক্ষটাকে।

বহুরূপী

বিশ্বপতি,—বিশ্ব ভরি' তোমায় ঢুঁড়ে মরি
ডাকি সদাই 'কোথায় তুমি দাও হে দেখা মোরে,'
সত্যি যদি এস হঠাৎ মূর্ত্তিখানি ধরি'
ভাব্‌তে মনে শঙ্কা লাগে, বব্‌বো কেমন করে'।
কোন্ রূপে যে আস্‌বে তাহার কিছুই নাহি জানা,
বহুরূপী,—তোমার রূপের ঠিকঠিকানা নাই ;—
হারাবো কি ক্ষেপা যেমন পরশ পাথর খানা
হারিয়ে ফেলে বাকী জীবন খুঁজ্‌লো ফিরে তা'ই ?

কাঙাল হয়ে এসে—যদি ছেঁড়া কাঁথার ঝুলি
কাজের সময় দুপুর বেলায় পাত' আমার দ্বারে,
কেমন হবে—ভিক্ষাবিহীন মুষ্টি রোষে তুলি
যদিই তোমায় দিই তাড়িয়ে পথের পর পারে ?
কুষ্ঠী হয়ে এসে যদি আলিঙ্গিতে চাও,
শুয়ে পড় আমার খাটের নরম গদিটিতে,
কেমন হবে যদিই বলি 'আরে রে দূর যাও,'
ভৃত্যে কহি হাঁসপাতালের পথটি দেখাইতে ?

ভৃত্য হ'য়ে এসে—যদি নিত্য করো ক্ষতি,
করি পীড়ন তাড়ন তোমায় ত্রুটীর অজুহাতে ;
শত্রু হয়ে করলে পরখ আমার মতি গতি—
একটী ঘায়ের শোধ যদি দেই শতেক প্রতিঘাতে !

তাই বলি নাথ, দেখতে তোমা চাইব না ক.
যদি আমি তোমায় দেখার যোগ্য নাহি হই।
ধর্‌তে যেদিন পার্‌বো বুকে সর্ব্বভূতে, প্রভু
ডাক্‌ব সে দিন জোরগলাতে "কোথায় তুমি, কই?"

সঙ্গীতসুন্দরী

কণ্ঠের অচ্ছোদহ্রদে সোপানে সোপানে,
কনক-কঙ্কণ ক্বনি' কে অই কিন্নরী,
উঠে তীরে ঢালি জল কলকল তানে
নামে ফিবে ভরিবারে সোণার গাগরী।
একি খেলা সারাবেলা মিছে উঠা নামা,
বুদ্ধিজীবী দেখে বলে 'এ নারী পাগল।'
বিষয়ী, ভৃত্যেরে কহে 'থামা ওরে থামা'
ভাবেন সমাজপতি,—'কুলটার ছল'।
ভেকেরে জড়ায়ে ফণী—ফণা তুলে চায়,
তার শিরে ছায়া রচি নাচিছে ময়ূর,—
মরাল,—মৃণাল ত্যজি দিগ্বিদিকে ধায়,
তটে তটে বাজে জলতরঙ্গ মধুর।—
লাক্ষারাগে ফুটে লক্ষ প্রেমের নলিন,
আনন্দ-মূর্চ্ছনে লুটে কবি-মনোমীন।

মঙ্গল-চণ্ডী

"ওগো গৃহস্থ,—মাতা মঙ্গল-চণ্ডী এসেছে দ্বারে,
পূজা দাও ওগো—চিব শুভ হবে তোমাদের সংসারে।"
সিন্দুর-মাখা—পুত্তলিকায় ঝুলাইয়া ঐ বাঁকে
কাঁসী বাজাইয়া, দেখ দেখ, আহা দ্বারে-দ্বারে কেবা হাঁকে
দুই মুঠা চাল দুইটী সুপারি দাও দাও ডেকে ওরে
ওর ডাকে প্রাণ চমকিয়া উঠে থম্‌কি কেমন করে'?
কাঁসীর আওয়াজে কার গলা যেন সকরুণস্বরে বাজে,
বুঝি সিন্দুব মাখিয়া দোলায় ছলনাময়ী মা রাজে।

বঞ্চক বলি দূর করি ওরে করিও না বঞ্চিত,
হীন যাজ্ঞারে ধর্ম্মের নামে করেছে সে উন্নীত।
কর'না বিচার দেবতার নামে দুই মুঠা তুলে দিতে
ঠিকঠিকানায় পৌঁছিবে, যাবে জননীর বেদীটিতে।
একলা আসিলে পাছে তুমি তারে পথে দাও দূর করি'
আসিয়াছে তাই ভিক্ষা মাগিতে মায়ের আঁচল ধরি'।

দীন দুলালের কর ধরি দেবী অতিথি তোমার দ্বারে,
কাঙালে তাড়ায়ে মোহভরে তুমি তাড়ায়ে দিওনা তাঁরে।
ওগো চণ্ডীর ভাণ্ডারী ছেলে!—তব ভাণ্ডার ঘরে
অনেক ছেলের গ্রাসাচ্ছাদন গচ্ছিত থরে—থরে।
যারি ধন তুমি তারে কর দান,—দোলাপানে কেন চাও?
ছেলের জঠরে জননী বসিয়া হাঁকিতেছে 'ভিখ দাও।'

মুখরা

কেন কোন' কথা গায়ে স'য়ে যাব ? কেন কোন অপরাধে ?
'মুখরা মুখরা' বল্‌ছ ত সবে,—মুখরা হয়েছি সাধে ?
সাধে কি লোকের কথা শুনে মোর সারা দেহ যায় জ্বলে'
সবাই তোমরা মুখরাই হ'তে,—মোর মত দশা হ'লে।
মা-হারা হ'লাম বয়স যখন,—মাত্র বছর দেড়,—
না যেতে ছ'মাস গেল বাপ মরে' এম্‌নি গ্রহের ফের।
কোলহারা হ'য়ে, রোগে ভুগে ভুগে, রোদে পুড়ে, শীতে জ'মে,
গড়ায়ে গড়ায়ে কেঁদে কেঁদে শেষে ডাগর হ'লাম ক্রমে।

বড় ত হলাম। বড় হয়ে ওঠা লাগিল না কারো ভালো,
বেয়ারামে-ভোগা দেহখানা রোগা তায় রং ছিল কাল'।
যত বড় হই,—দাদারো ততই মুখখানা হয় ভার
দূরে যাক্ কোনো যত্ন দেখানো কথাও ক'ন না আর।
বউদি আমার উঠ্‌তে বস্‌তে কেবল পাড়ত গালি,
ছিলনাক খাওয়া,— ছিল দুই বেলা পিণ্ডি গেলাই খালি।
রুখু কটা চুলে,—ময়লা টেনায় হ'য়ে উঠলাম ধাড়ী,
দাদার গলায় আট্‌কে গেলাম আমি এ লক্ষীছাড়ী।

অল্প টাকায় তেজবরে এক বুড়ো বর খোঁজ ক'রে
একদিন দাদা বিদেয় দিলেন,—ঠিক যেন ঘাড় ধ'রে।
বিধবা ননদী ছিল একজন, শ্বাশুড়ী ছিল না মোর,
উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি,—বাপরে,—তার কি মুখের তোড় !

. . . ারে মুখরা বলছ—তারে দেখনিক বলে'।
পান হতে চুণ খসে পড়লেই উঠত সে রাগে জ্বলে'।
স্বামী থাকতেন বিদেশে কাজেই কেউ মোরে পুছিত না,
ময়লা ফেরাণী, রুখু চুল,—তাই সেখানেও ঘুচিল না।

বুড়ো ছিল বটে, লোক ছিল ভাল, ক'দিনে যা পরিচয়,
মনে হতো যেন অভাগীরে ভালবাসত সে অতিশয়।
তা হ'লে কি হয়? কপাল কেমন? রোগ নিয়ে বাড়ী এল,
না যেতে বছর ছারকপালীর সীঁথির সিঁদুর গেল।
সকলি সইয়া দেওরের ঘরে ছিনু মাস নয় দশ,
সেথা হাড়ভাঙা খাটুনী খেটেও হলোনা একটু যশ,
ননদী জায়েরা একদিন-ও মোরে কথা কহিল না হেসে,
কাঁদিতে কাঁদিতে দাদারি বাড়ীতে ফিরিয়া এলাম শেষে।

এক বেলা ছটো খাই হেথা, তাই বসে' বসে' খাই কি?
আমি এলে পরে বৌঠাকরুণ ছাড়িয়ে দেছেন ঝি।
গম যব পিশি, ঢেঁকী পাড় দিই, সারাদিন ধরে' রাঁধি,
দিনে অবসর পাইনাক বলে' রাতে বসে' বসে' কাঁদি।
তবু বৌদির টিস-টিস করা ক্রমেই বাড়িতে রয়,
বাপেরি বাড়ীতে খেটেখুটে খাই বেশী কথা কিছু নয়,
এত খাটি তবু শুধু হতাদর—এই বড় মোর দুখ,
সইতে না পেরে ক্রমে ক্রমে বেড়ে তাই ছুটে গেল মুখ

মাথা গুঁজে গুঁজে মুখ বুজে বুজে বল' আর কত সই ;
বরাবর আমি—তোমরাত জান—এমন মুখরা নই।
বাপ ভাই বোন মায়ের আদর সোয়ামীর ভালবাসা,
মা-বলিয়া-ডাক জুটিল না হায়—এ জীবনে নেই আশা।
ভুলেও মিষ্টি কথাটি যাহারে কেউ কয় নাই ডাকি,
সে পোড়ামুখীর পোড়ামুখে শুধু অমৃত ঝরিবে না কি ?
তোমরা কি বলো এততেও আমি সুধামুখী হ'য়ে রবো ?
মড়ার বাড়াত আর গাল নাই, কেন কার' কথা স'বো ?

প্রিয়ার লিপি

আজি বসন্তপ্রাতে এ অভাগা প্রিয়ার লিপিটি পাইল না,
শ্রীকর-কমলমধুর গন্ধে এ মনোভৃঙ্গ ধাইল না।
আসিল রসিদ, চাঁদার পত্র, দেনার তাগিদ দুতিন ছত্র,
ঊর্দ্ধতনের ভ্রূকুটি আইল প্রিয়ার হাসিটি আইল না।
চেঁচাইল চিল হাঁকিল পেচক ডাকিল বায়স কাঁদিল চাতক
আজি বসন্তে গৃহোপকণ্ঠে কোকিল-কণ্ঠ গাইল না।
ফুটিল পলাশ ফুটিল সিমুল, ফুটিল ধুতুরা রাঙা জবাফুল,
মাধবী ঊষায় পত্রের ফাঁকে কনক চাঁপাটি চাইল না।

প্রিয়ার চিঠি

হাতের লেখা নেহাৎ কাঁচা ছত্র হরফ নয়ক সোজা,
কতক কতক যাচ্ছে পড়া কতকগুলো যায়না বোঝা।
বানান-ভুলে,—নানান ভুলে—ব্যাকরণের-শ্রাদ্ধ করা,
এলোমেলো আবলতাবল অনেক বাজে কথায় ভরা।
কোন্ খানে বা লিখতে গিয়ে লেখেনিক লজ্জাভরে,
লিখে আবার কেটেও দেছে,—সেটাই বেশী চক্ষে পড়ে।
তবু এ মোর মনের মতন, হিয়ার রতন, প্রিয়ার চিঠি,
তাহার কালো তরুণ আঁখির এ যে হাজার করুণ দিঠি।

চতুরতার আমিষ নাহি প্রিয়ার আতপ অন্নকূটে
মোমের কুসুম নয়ত, এ যে বনের কুসুম পত্রপুটে।
ভাষার ক্ষতিপূরণ এতে ভালবাসাব গভীরতায়,
প্রতি আঁখর মুখর হয়ে বল্‌ছে মোরে কত কথাই।
এ শুধু তার নয়ক চিঠি—আঙ্কিত তার হৃদয় জানি,
আলোছায়ায় কালো সাদায় এ তার হিয়ার ছবিখানি।
সেই আঙুলের পরশ লভি সেই অলকের গন্ধবায়ে
প্রিয়ার আমার অনেকখানি জড়িয়ে আছে চিঠির গায়ে।

কোথায় পাব সাজান ফুল ! এ যে আমার শিউলিতলা।
এলোমেলো আল্‌পনা এ,—নাইক এতে শিল্পকলা।
হার ছিঁড়ে এ মুক্তাগুলো ছড়ান যে পথের’ পরে,
হারাবে না একটিও এর পথিক-প্রাণনাথের করে।

বৌ-কথা-কও

ছিন্নমেঘের ভানুর কিরণ,—ইন্দ্রধনু বক্ষে আঁকে,
হিয়ার অমল নীলিমা তার দেখছি রেখার ফাঁকে ফাঁকে
এ যে আমার প্রিয়ার লিপি তাহার হিয়ার রক্তে লেখা,
মসীর নিকষ-উপল 'পরে প্রেমের উজল কনকরেখা।

বৌ-কথা-কও

রে নিদয়ে, রে পাষাণি, আজো তোর গলিল না হিয়া,
কহিলি না কথা হায় চাহিলি না আজিও ফিরিয়া ?
কত যুগ কল্প গেল, কি দুর্জ্জয় অভিমান তোর,
কত রবি এল গেল কত নিশি হয়ে গেল ভোর,
দয়িত যাচিল দয়া পদতলে,—হয়ে কৃতাঞ্জলি
'অনিদান অভিমান মুঞ্চ প্রিয়ে' মুঞ্চ প্রিয়ে' বলি'।
কাতর কাকূতি করি নিরাশায় ত্যজিয়া পরাণ,
পক্ষিজন্ম লভি আজো ভাঙাতেছে তব অভিমান।

ওলো বধূ কথা কও ক্ষুদ্র কণ্ঠ গেল যে বিদরি—
যাহা খুসী দণ্ড দাও, অয়ি চণ্ডি পাষাণী সুন্দরি।
কথা কও কথা কও এ সংসার যাবে রসাতলে,
দেখাদেখি গৃহে গৃহে যদি হেন অভিমান জ্বলে।

জলরাণী

মকরপতির ককুদে বসিয়া দুলে
সলিলের মহারাণী।
হ্রদনদনদী-গদ্‌গদ্‌ নাদে তাব
মুখরিত রাজধানী।
দশন হইতে হাসিলে মুকুতা ক্ষরে,
অধর হইতে প্রবালের ধারা ঝরে,
কথাটী কহিলে চলে সম্ভ্রমে ডরে
স্রোতে পোতে কানাকানি।
তারার দীপালী নাচায়ে আরতি করে
দিগন্তে ইন্দ্রাণী।

নক্র করিছে বক্র করিয়া গ্রীবা
আদেশের অবধান।
দিক্‌করিকরে রচিত তোরণে কিবা
বৃংহণ—জয়-গান
শিরে তরণীর বিতানপ্রতান ওড়ে ;
শীকর-নিকর-জনিত জড়িমা ঘোরে,
চঞ্চলানিল,—অঞ্চল তার ভরে'
কল কল তুলে তান।
মৃণালতন্তু-দুকূলের নাই তার
কূলে কূলে অবসান।

জলরাণী

শফরী-নয়নে কাজল এঁকেছে দীঘি
পরাণের কালিমায়।
বরুণছত্র বারুণী ধরিয়া রয়
সঘন গগন গায়।
সারসবৃন্দ ব্যজন করিতে ছুটে,
ইন্দীবরের চামর,—চঞ্চুপুটে।
চরণসকাশে মরাল-দূতেরা জুটে,
বার্ত্তা বহিয়া ধায়;
মীনগুলি রচে বেড়িয়া বেড়িয়া কটি
মঞ্জুল মেখলায়।

বারিকুঞ্জর কুম্ভ ভরিয়া আনে
তীর্থের জলে নিতি,
তিমিরাজ করে সলিলোচ্ছ্বাসদানে
অভিষেক যথারীতি।
তপনবিম্ব-ললাটিকা শোভে ভালে,
অঙ্গরাগের সুষমা ইন্দু ঢালে
বলাকা-মালিকা গলে দুলে, শৈবালে
কল্পিত তার সীঁথি,
সন্ধ্যা-প্রভাতে সিন্ধু-শকুনগণ
গাহে বন্দনা গীতি।

পর্ণপুট

অর্পে সাদরে ভূধর-লক্ষ্মী তার
গৈরিক উপায়ন।
ক্ষেত্রকানন পত্রপুষ্প-ভার
করে পায় নিবেদন।
জননীর চুমা, ব্যজনীর বায়ু, ছায়া,
লভেছে দিঠিছে সরল তরল কায়া,
বুলায়ে তপ্ত আঁখে অঞ্জন মায়া
ঘুমে করে নিমগন।
স্নিগ্ধ চরণ-অরুণ-বরণে ফুটে
মুগ্ধ সরোজগণ।

গম্ভীরনাদ কম্বু একটি করে—
ঘোষিছে বিজয়বাণী ;
কড়ি-দিয়ে-রচা মঞ্জুষা মণিভরা—
ধরেছে অন্য পাণি।
ক্লিষ্ট ললাট তাপজ্বালা রাখে পায়
তরুছায়াময় মরু, তাব করুণায়,
ত্যজি বিদ্রোহ হুতাশন ক্ষমা চায়
চির পরাজয় মানি
বরাভয় লয়ে,—রাজে মঙ্গলময়ী
গৌরবে বরুণানী।

পুরুৎ ঠাকুর

শুনে শাঁখের সাড়া, দলে দলে
পাড়ার ছেলে জুট্‌ল কোলাহলে,
দুহাত পেতে, ফেল্লে সবাই ঘিরে
মোদের সবল পুরুৎ ঠাকুরটিরে।
গুড় পাটালি যা ছিল তাঁর সাথে
বিলিয়ে সবি দিলেন হাতে হাতে।
বা'র দরজায় জুটল কতকগুলা,
দিলেন তাদের কাঁকুড় কলামুলা
পথে যেতে জুটল আরো ছেলে
হাতে তাদের আতপ দিলেন ঢেলে।
শেষে খালি ন্যাকড়াখানি ঝাড়ি
পুরুৎ ঠাকুর ফিরে গেলেন বাড়ী।

শুধু হাতে ফিরতে তাঁরে দেখে
গৃহিণী তাঁর এলেন রেগে ঝেঁকে,
রাঙা শাঁখায় উজল বাহুখানি
তুলে তিনি গর্জ্জে ক'লেন "জানি,
ড্যাকরা বামুন বুদ্ধি তোমার ভোঁতা
ন্যাকড়া খালি, চাল কলা সব কোথা?
দেখি যদি কাল্‌কে খালি হাত
এ বাড়ীতে বন্ধ তোমার ভাত।"

পর্ণপুট

পুরুৎ ঠাকুর মুখটি করি নীচু
দাঁড়িয়ে র'লেন রান্নাঘরের পিছু।

পরের দিনে স্নানটি সারি যবে
ঠাকুরসেবা করতে যেতে হবে
পুরুত ভাবেন "কালকে কতক ছেলে
গুড় পাটালী একবারে না পেলে।
ভাই ত মিঠাই আনলে হাঁড়ী ভরে
কিছু তাহার আছেই ভাঁড়ার ঘরে।"
গিন্নী যখন রান্নাঘরে,—চুলো
ধরাচ্ছিলেন নেড়ে নেড়ে কুলো,
ভাঁড়ার ঘরে হাতড়িয়ে সব হাঁড়ি
মণ্ডা মিঠাই নিলেন তাড়াতাড়ি।
সকল ছেলেই আতপ চালের সাথে
মণ্ডা পেল সেদিন হাতে হাতে।

গিন্নী যখন আসনখানি পেতে
দিতে গেলেন দেওরকে জল খেতে,
পেলেননাক কিছুই হাঁড়ী খুঁজে—
ব্যাপারটা কি নিলেন সবি বুঝে,
বল্লেন রেগে সামনে পেয়ে চোরে,
"এত মিঠাই ফুরালো কি ক'রে?"
চুল্‌কে মাথা পুরুৎ কহেন—"এ—এ
আমি—আমি, ফেলেছি সব খেয়ে!"

মণিকার

লালপেড়ে তাঁর আঁচল রাখি গলে
স্বামীর পায়ে গিন্নী আঁখি জলে
বলেন "ঠাকুর, আর কিছু না চাই
জন্ম জন্ম যেন তোমায় পাই।"

মণিকার

ক্ষুদ্র হাতুড়িটি হাতে শুধু রাত্রিদিন
দীপ জ্বালি' অন্ধকোণে ওগো মণিকাব!
অক্লান্ত, একান্তচিত্ত, মুগ্ধ, শ্রান্তিহীন
সন্তর্পণে কি গড়িছ? হেমচন্দ্রহাব?
ওগো শিল্পি! কল্পনার প্রীতি অনুরাগ,
আকৃতি, মাধুবী-সুধা বিন্দু বিন্দু করি'
ঢালিতেছ। ক্ষুদে' ক্ষুদে, প্রতি ক্ষুদ্রভাগ,
অন্তরের গূঢ় অর্ঘ্যে দিছ ভরি' ভরি'।
একি শুধু তুচ্ছ তব দগ্ধোদর লাগি?
একি শুধু শুষ্ক শীর্ণ মুদ্রামুষ্টিতরে?
লভনি কি তৃপ্তি-সুখ ওগো অনুরাগি,
রসের নির্ঝরে—মর্ম্মকুহরে কুহরে?
রসিকের রসঘন কল্প-হর্ষ-ধারা,—
সাধনায় করেনি কি তোমা আত্মহারা?

পুনর্জ্জন্ম

(প্রদীপের)

আবার মোদের আঁধার আগারে প্রদীপ জ্বলেছে আজ,
আজিকে প্রেয়সি, ঘুচেছে কুণ্ঠা প্রণয়লীলার লাজ।
ঘরের প্রদীপ নয়ন মেলিলে মুদিয়া রহিতে আঁখি,
সঙ্কোচে,—মুখ-পঙ্কজ তব অঞ্চল দিয়ে ঢাকি।
পরিহাস-পটু চটুল নিলাজে নিভালাম মুখবায়,
কুসুম-শয়ন-রজনী হইতে নিভিয়া রহিল হায়।
নির্ব্বাণ পেলে জন্ম হয় না, এ-কথা কে-আর শোনে ?
আবার বর্ত্তী লভেছে জনম জ্বলিছে এ গৃহকোণে।

মোদের দোঁহার হৃদয়-পাবকে কনক-প্রদীপ জ্বলে,
তোমার অঙ্কবেদীপরে তায় তব স্নেহরস গলে।
সোনার প্রদীপ জ্বলেছে বলিয়া মাটীর প্রদীপো তাই
সারারাতি জ্বলে, দহে পলে-পলে, আজ বিশ্রাম নাই।
বাছনির লাগি আজিকে তাহার বাড়িয়াছে সমাদর,
কখন জাগিবে উঠিবে সে কেঁদে কখন পাইবে ডর।
সচেতন ঘুম, জাগ' দশবার, রাতে বাড়িয়াছে কাজ,
বহুদিন পরে আবার এ ঘরে প্রদীপ জ্বলেছে আজ।

পুত্রহারা

আবার আমায় এই বয়সে ধর্‌তে হলো হাল,
আবার আমায় আপন হাতে ছাইতে হলো চাল,
আবার ছুনী সেঁচতে হলো মাখ্‌তে হলো পাঁক,
আবার ছানী কাট্‌তে হলো বইতে হলো বাঁক।
লাঙলজোয়াল চেলিয়ে আমি ধরেছিলাম চুলো,
বিক্রী করে ফেলেছিলাম কাস্তেকোদালগুলো,
নতুন করে' সে সব যখন গড়িয়ে নিয়ে আসি
আপন দশা ভেবে, এত দুখেও পেল হাসি।

বিক্রী ক'রে ফেলেছিলাম ভাল বলদ জোড়া
তার ঠাঁয়েতে নিয়ে এলাম দুটো বুড়ো খোঁড়া।
লোহার ছুনী বিক্রী করে' বাঁধিয়েছিলাম পীঁড়ে
আজকে ফুটো কাঠের ছুনী যোগাড় করি ফিরে।
আঁকা পুঁতে মই দিয়ে ঐ বানিয়েছিলাম তাক,
সারকুড়টা বুজিয়ে ফেলে লাগিয়েছিলাম শাক,
ভেবেছিলাম সুখ আয়েসে কাটবে বুড়োকাল ;
আবার আমায় এই বয়সে ধর্‌তে হলো হাল।

পাঁচকড়িকে ঠকর মকর শিখিয়েছিলাম বলে'
কয়লাখাদে কাজকর্ম্ম করত আসানসোলে।
বল্লে পাঁচু,—"কিছু কিছু পাচ্ছি এখন, বাবা,
নিজের হাতে চাষ করে আর কষ্ট কেন পাবা ?

তা ছাড়া চাষ করলে, গ্রামে খাতির থাকে কই ?”
প্রথম প্রথম সে সব কথায় আদৌ রাজী নই,—
শেষে অনেক ধবায় আমি দিলাম জমি ভাগে।
আবার লাঙল ঠেলতে হবে ভাবিইনিক আগে।

পায়ের উপর পা চাপিয়ে তামাক খেতাম বসে’
বসে’ বসে’ ধব্‌ল শেষে নানান রকম দোষে।
সকাল’ খাই সকাল’ না’ই দিনে ঘুমুই পড়ি’,
একটুখানি বাদলা-ওষে কেসে কেসে মরি।
সয়নাক রোদ, সয়নাক জাড়, সয়না মেহন্নৎ,
বসে থেকে ধরল বাতে চলতে নারি পথ।
মাটী হলো এই পাটুনীর কাঠামো-টা ক্রমে,
আবার কোদাল পাড়তে হবে ভাবিইনিক ভ্রমে।

অনেক আগে পালিয়ে গেছে পুণ্যবতী সে ত,
এ অভাগাও আজকে ওদের কাছেই চলে যেত।
পাঁচুর ছুটো কচিকাঁচা বাছার পানে চেয়ে
আবার সিনী সেঁচতে হলো চোখের জলে নেয়ে।
আজ গতরে নেইক তাগোদ ঠেলতে নারি হাল,
মাটী যেন পাথরকাঁড়ি বসতে না চায় ফাল।
হাঁফিয়ে পড়ি একটুখানি টানতে গিয়ে ছুনী,
ধানের সাথে আজকে চোখের জলের বীচন বুনি।

নজর ঘোলা, পাঁজর ভাঙা, মাজাতে জোর নাই,
কেমন করে’ বেঁচে আছি ভাবি কেবল তাই।

বৌমা বলেন "চালিয়ে নেব কোনো রকম করে'
ধান ভেনে কি দাসীপনা নিয়ে পরের দোরে,
তুমি বাবা,—এই বয়সে মাঠ যেওনা আর।"
তাই কি তারে করতে দেব থাক্‌তে ক'খান হাড় ?
উঠি পড়ি কেঁদে কেঁদে কাদায় জমি রুই
আবার গুছি পুঁততে হলো চষতে হলো ভূঁই।

তিন রূপ

অশ্রু-হারা সালঙ্কারা বালা, এলে যবে প্রথম এ গেহে—
কুণ্ঠিত গুণ্ঠিত মুখখানি হরিদ্রার অঙ্গরাগ দেহে ;
ক্ষেত্র যেন শিশিব-সুস্নাত স্বর্ণশস্যে পীতপুষ্পে ভবা
মৌন মঞ্জু মূর্ত্তি মরি তব মনে পড়ে মম মনোহরা।

তারপর দেখিতে দেখিতে বসন্তেব বনভূমিসম
কুসুমিত পল্লবিত হয়ে উল্লসিলে এ যৌবন মম।
দাড়িম্ব-বিম্বের রস পিয়ে শুককণ্ঠ গাহিল সুস্বনে
তব কেশ-গন্ধে মত্ত হয়ে মনোভৃঙ্গ মূর্চ্ছিল চরণে।

নিদাঘের উদ্যানের মত ঋদ্ধ শান্ত স্নিগ্ধ অচপল,
ফলভারে নম্র আজি তুমি, আজি তব নারীত্ব সফল।
সুশীতল তব প্রেমছায়ে ঝিরি ঝিরি অঞ্চল-পবনে
লভিতেছি নেত্রদুটী মুদি পূর্ণতৃপ্তি সংসার-জীবনে।

অযোগ্য

আমারে তোমার যোগ্য করিতে অশেষ আয়াস লভি,
মানুষের হাতে যাহা কিছু আছে প্রয়াস করেছি সবি
জনমেরো আগে যে নিদেশ হলো জীবনের সহচর
নখরে ক্ষুদিয়া লিখিল যা' বিধি ললাট ফলক' পর,
অঙ্গের সনে অঙ্গীভূত যা' অটল বিধান যত
তাহাত বিতথ করিতে পাবে না যত্নসাধনা শত।
অপরাধী আমি, ভাবিয়া দেখিনি, করিয়াছি অবিচার
একটী জীবনে আঁধার করিতে ছিলনাক অধিকার।

যত তুমি মোর নিকটে এসেছ হৃদয় সঁপেছ, বালা
চিনেছি জেনেছি তত তোমা, তাই জ্বলে অনুতাপজ্বালা।
কৃপা করে' মোর কুটীরে এসেছ যত আছ হাসিমুখে
তত সখি হায় মরি লজ্জায়, ব্যথা বাজে তত বুকে।
তোমার সকলি সঁপিয়া প্রেয়সি বড় লাজ দিলে মোরে
সকল শরীর ঝিম-ঝিম করে বাঁধ' যদি বাহুডোরে।
আপন হীনতা স্মরি সঙ্কোচে কুণ্ঠায় সারা হই,
তাই বলে' আমি সবে' সরে' যাই, অবহেলা নয় সই।
অবলা সরলা জাননাক ছলা বাড়ায়ে দিয়াছ পাণি,
তুমি সখি তার কিছুই জাননা নিজে তুমি কতখানি।

অযোগ্য

বাহু উপাধানে নিশীথ-শয়নে ঘুমে পড়' যবে লুটে।
জানিনাক কোন্ সুখের স্বপনে মুখে তব হাসি ফুটে।
জাগিয়া শিয়রে, তব কেশে শিরে যখন বুলাই কর,
তপ্ত শ্বাসের গুপ্ত শাসনে কেঁপে উঠে অন্তর।
আঁখি ছলছল হৃদি টলমল তোমা পানে যত চাই,
আহা তব প্রেমঅচ্ছোদনীরে কোন' বিপ্লব নাই।
মৃগশাবকের শিরে যেন এগো—কিরাতের আঁখিজল,
কালো ভ্রমরের তপ্ত শ্বাসে শুকাবে কি ফুলদল?

আঁধার কুটীরে লুকাই মাণিক, দপ দপ তারা জ্বলে,
দৈবের দান তবু ভয় প্রাণে তস্কর কেহ বলে
গুণকীর্ত্তনে প্রবোধ-বচনে ভুলাবে কেমনে হাসি?
যাহা মোর নাই কেমনে ভাবিব আছে তাও রাশি রাশি?
ভুলাইবে জ্বালা কেমনে আদরে বুলাইয়া দেহে পাণি?
অনুলেপনের শকতি কি সতি ঘুচাবে মর্ম্মগ্লানি?
এত ভাল বাস'—এত ভাল তুমি, তাই ভাবি অবিচার,
হ'লেনাক কেন, হে মোর কান্তা দেবের কণ্ঠহার?
অতি করুণায় দিওনাক লাজ, প্রিয়ে বামারূপ ধর',
ভামিনী হইয়া অয়ি দক্ষিণা কুণ্ঠা হরণ কর।

মান ও প্রাণ

গাঁয়ের মাঝে মন্‌সা তলায় আজ
লোকের ভিড়ে বসেছে ঐ মেলা,
পাল্লা দিয়ে কুস্তি মালামোয়
মল্লগণের তথায় আজি খেলা।
পূবপাড়া আর উতরপাড়ার দল
আস্ফালনে কর্‌ছে কোলাহল,
আশ্‌পাশে পাঁচ সাতটা গাঁয়ের যত
ভদ্র ইতর জুটল বিকেল বেলা,
গাঁয়ের ভিতর মন্‌সা তলায় আজ
কাতার দিয়ে বেতর লোকের মেলা

তাল ঠুকে সব দাঁড়ায় পালোয়ান
কাপড় তাদের মালকোচ্চামারা,
চাপড় মারে হাতের পেশীর 'পরে
হাঁফর সমান হাঁফায় বেদম তারা।
হারছে যে সে মলিনকাতরমুখে
কাষ্ঠহাসি কষ্টে হেসে দুখে,
আস্তে আস্তে মিশছে তাদের ভিড়ে
নিষ্ফলতায় আস্ফালিছে যারা,
কাতার দিয়ে গাঁয়ের যত লোকে
দাঁড়ায় সবে কাঠের পুতুলপারা।

মান ও প্রাণ

হল্লা করে' লোক জমেছে যত
মল্লেরা সব পড়ে তাদের গায়,
কেউবা হাঁকে "বা-বা, বলি হাবি"
কেউবা বলে "আহারে হায় হায়।"
পূর্ব্বপাড়ার নেইক আশা কোনো,
লড়তে ভাল পারলে না একজনো,
উত্তরপাড়া বুক ফুলিয়ে ডাকে
'জোয়ান মরদ কে-আর আছিস্, আয়'।
বিজয়ীদল,—গর্ব্বভরে ঘুরে
পূর্ব্বপাড়া কাঙাল চোখে চায়।

একটা ভাঙা পাঁচীর পরে বসে',
ছিল নিতাই পূর্ব্বপাড়াব লোক,
কর্‌ছিল তার বুকটা দুরু দুরু
ভঙ্গি নানান ধবছিল তার চোখ।
পূর্ব্বপাড়ার প্রত্যেকেরি সনে,
প্রাণটা তাহার যুঝ্‌তেছিল রণে,
বল্‌ছিল আর থেকে থেকে ডেকে
"বেশ চলেছে, ছেড় না ভাই রোক্,
আহা, আহা, বাগিয়ে ধরো দাদা
থাম্‌লে কেন? সাম্‌লে লও এ ঝোঁক্

পর্ণপুট

তিনটি বছর এম্নি দিনে ঠিক
একা নিতাই সবার সনে যুঝে।
হারিয়ে দিল উত্তুর পাড়ার দলে ;
সকল মর্দ্দ কেব্দানী তার বুঝে।
ফিব্‌ল, তাবা মুখটি করে' চূর্ণ,
মনে মনে গেয়ে তাহার গুণ,
মুষ্‌ড়ে গিয়ে সইল অপমান
রইল কোণে লুকায়ে মুখ গুঁজে।
নিতাই চাঁদের খুঁটের পালোয়ান,
মিলতনাক গ্রামটী গোটা খুঁজে

আজকে রোগে বড়ই কাহীল কাবু
ঠেল্‌লে পড়ে নিতাই পালোয়ান।
মাহুর ছেড়ে এদ্দূর এলো তবু
নেহাৎ যে তার বড্ড প্রাণের টান।
চোকে তাহার নাম্‌ল শোকের ধারা
সাম্‌নে তাহার জিত্‌ল উত্তুরপাড়া।
থাকৃতে বেঁচে, মন্‌সা তলায় আজ
পূর্ব্বপাড়ার খর্ব্ব হলো মান।
ঝাঁঝ্‌রা তাহার পাঁজ্‌রাতে হাত চেপে
বল্লে "আজ কি করলে ভগবান।"

মান ও প্রাণ

লাফ দিয়ে সে সবার মাঝে কয়
"ভাবছ কি তাই, নিতাই বেঁচে নাই ?
মড়াহাতী শ'লাখ টাকা দাম
আস্‌বি কেরে ? লড়তে আমি চাই।"
বিজয়ী সব মল্লেরা কয়, "দাদা,
তোমাকে যে চেনেনা সে গাধা।
মোড়ল তুমি পাগল হ'লে নাকি ?
পায়ের ধূলো তোমার যেন পাই,
মা মনসা রক্ষাকালী তোমা
সকাল সকাল ভালো করুন, ভাই।"

দু'তিন জনে আন্‌লে তারে টেনে
দেহ তাহার করছে টল'মল।
ভাইরা তারে ধরে' নে' যায় বাড়ী
দুঃখে ক্ষোভে চক্ষে তাহার জল।
থেকে থেকে হাত ছাড়িয়ে কয়,—
"মান হ'তে আর প্রাণটা বড় নয়,
প্রাণ নিয়ে কি ধুয়ে ধুয়ে খাবো ?
করলি কি হায় ধরলি কেন বল্‌ ?
এমনেই কি রইব বেঁচে আমি ?
হারল যে রে পূর্ব্বপাড়ার দল।"

প্রেমের গান

দুঃখ ব্যথা অশ্রু হেথা থাক্‌বে চিরকাল
বন্যামড়ক দৈন্য অপমান
বিধাতার এ মর্জ্জি খেয়াল এই দুনিয়ার হাল,
তবু্‌ কবি গাইবে সুখের গান।
জরামরণ ত্বরা হরণ করছে সকল সুখ,
রক্তে রাঙা সিক্ত হাজার যূপ,
তারুণ্য সে তাই বলে' হায় মলিন ক'রে মুখ
ধর্‌বেনাক কারুণ্যেরি রূপ।
তরুণবুকে রসের বিলাস লোপ পাবেনা তায়
সুযোগ পেলেই ছুটবে শাসন ভেদি',
দেউল দীপের মত যে প্রেম অমল গরিমায়
উজ্জ্বলিবে শোণিত-বলির বেদী।
রসভঙ্গ করবে কেবা ছন্দে বিধাতার
সৃষ্টিরে কে কর্‌বে অনাদর ?
কে দেবে হায় ছুঁড়ে ফেলে বিধির নিধিহার,
পায়নি বলে' বিশ্ব চরাচর ?
আপন আপন ধর্ম্ম সবাই পাল্‌বে দুনিয়ায়
জীবে জীবে শিবের রচা ভেদ,
ভোগী ভোগে মগ্ন রবে কাঁদবে রোগী হায়,
যোগী ক্লেশের ভাব্‌বে প্রতিষেধ।

প্রেমের গান

উৎসব আনন্দ ভবে রদ হবে কি আজ
হয়নি বলে' ব্যথার অবসান ?
খেল্‌বে শিশু মায়ের কোলে পরবে চারুসাজ,
কবি তবু গাইবে প্রেমের গান।

পাশাপাশি জীবন মরণ রইবে চিরকাল
দুখের পাশেই হাস্‌বে ক্ষণিকসুখ,
সজল হয়েই উজল হবে শরৎরাণীর ভাল
রৌদ্রে মেঘে ভর্‌বে তাহার বুক।
দাবানলে জ্বলবে কানন, গাইবে তবু পাখী
ছাড়্‌বে নাক মত্তসুরের ছাঁদ,
শাঙন আকাশ ভরবে মেঘে তার উপবে থাকি
সমান হাসিই হাস্‌বে মোহন চাঁদ :
চারিদিকেই ঝরাফুলের শুকনো দলের রাশ
কোরক তবু ফুটছে কাননময়,
পাণ্ডুপাতার তলে তলে ছায়ায় করি বাস
ঝিক্‌মিকিয়ে হাস্‌ছে কিসলয়।
হাসছে নেচে দারুণ দাহের মধ্যে অনর্গল
মরীচিকা মরুভূমির 'পর,
বাঘভালুকের সুঁদরবনে ময়ূব মৃগের দল
রসোল্লাসে করেছে সুন্দর।
ফাগুন চৈতে মড়ক লাগে তবু মলয় বয়
ব'য়ে আনে ফুলের বুকেব দান,

তবু গায়ন গাহে নবীন ঋতুরাজের জয়,
গৌরীতোড়ী-বাহার-কাফির তান !
শিল্পী রঙের পিচকারীতে খেল্‌বে তবু দোল,
মাথায় তাহার ভাঙাকুঁড়ের ঝুল,
আঁকবে তবু অপ্সরীদের হাসিগালের টোল
আঁকবে তবু ইরাণবাগের গুল।
মৃদঙ্গে ঐ পশুত্বকে উঠে যেমন ধ্বনি
শৃঙ্গে যেমন জয়ঘোষণা বাজে,
কঙ্কালেরো বীণায় কবির উঠবে রণরণি—
দেশভরা এই ক্লেশ ব্যথারো মাঝে।

আনন্দগান গাচ্ছে কবি সাপের ফণায় বসি—
নিষ্ঠুরতার দিচ্ছ অপবাদ,
বুকের লোহেই লেখে কবি—নয়তা রঙীন মসী
কবি জানে সকল ব্যথার স্বাদ।
ব্যথাব গীতি গেয়েছে সে অশ্রুতে ভরপূর
তাতে শুধুই ব্যথাই গেছে বেড়ে
ধরেছে তাই প্রেমোল্লাসে সিন্ধু কাফীর সুর
বাগেশ্রী, মেঘ, করুণ বেহাগ ছেড়ে।
দেশভরা এই জরার জ্বালায় স্বর্গীয় সান্ত্বনা
ঢালুক কবি গেয়ে প্রেমের তান।
ক্ষণেক তরেও ভুলুক দুখী নিয়তি-লাঞ্ছনা,
কবির কাছে চাই প্রমোদের গান।

যৌবন-বিদায়

জানি তুমি যাবে, ধরিয়া তোমারে যায়না বাখা,
এত তাড়াতাড়ি তবু যাবে ছাড়ি ভাবিনি ভুলে।
অসীমের পানে উড়িতে গগনে মেলেছ পাখা,
অশ্রু বৃথাই করে থই থই এ আঁখি কূলে।
সুরু করেছিনু জীবন-যাত্রা যাদের সাথে
এখনো তারা যে নিতি নব সাজে আমোদে মাতে,
সহসা ও হাত রাখিলে বন্ধু আমারি হাতে,
বিদায়ের কথা মোরেই প্রথম বলিলে খুলে ?
দেরী হয়ে গেল আয়োজনে মোর জীবন প্রাতে
বহু বাকী তাই, তবু আঁখি ভাই পড়িল ঢুলে।

ঝ'রে যায় ফুল, মৌমাছিগুলি সময় বুঝে,
একে একে মধুচক্র ছাড়িয়া উড়িয়া যায়।
পাখীর কূজনে তেমন মাধুরী পাইনা খুঁজে,
জ্যোছনা মলয়ে এ দেহ এখন পুড়িয়া যায়।
আনন-কাননে কুন্দের পাঁতি পড়িছে ঝ'রে,
তুষারে তুষারে গেল যে আমার এ শির ভ'রে
নয়ন-তারায় উজল দীপ্তি আসিছে ম'রে
আত্মা আমার দেহের নিকটে হিসাব চায়,
দেনার তাগিদে ব্যাধিরা আসিয়া দাঁড়ায় দোরে,
প্রিয়ার অধরে সে মাধুরী আর মিলেনা হায়।

পর্ণপুট

যাবে চ'লে চোর কত কথা মোর হয়নি বলা
কত কাজ আমি করিয়াছি সুরু, হয়নি সারা,
গেল যে সময় তন্ত্রী বাঁধিতে সাধিতে গলা,
কত গান গাওয়া হলো না, অগীত রহিল তারা।
কত আশা মোর মুকুলে জেগেছে ফুটেনি ফুলে,
কত কল্পনা এখনো মানস-নয়নে দুলে,
পিয়াসা এখনো জাগিছে আমার কণ্ঠমূলে,
তুমি নিয়ে যাবে ভৃঙ্গার ভরা সুধার ধারা
হরি নিলে জ্যোতিঃ, পৌরুষ, মতি কর্ম্মফলা,
জীবনের গুরুভার শিরে এবে রবো কি খাড়া ?

কাঙালের ঘরে লভি আতিথ্য পেয়েছ হেলা
রাখিতে পারিনি তোমারে এ গৃহে সগৌরবে,
মধুমাসে তব জমাতে পারিনি মোহন মেলা
মাতিতে পারিনি প্রাণ খুলে তব মহোৎসবে।
কমলা-ভারতী-সতী-শচী-রতি-পূজায় তব।
যোগাতে পারিনি ষোড়শোপচার নিত্য নব
কতই চেয়েছ, পাওনি, সেকথা কতই কব ?
তোমারে ধন্য তুষ্ট করিতে পেরেছি কবে ?
না হ'তে সময় তাই কি অতিথি ভাঙিয়া খেলা,
নিদয় হৃদয়ে এ দেহ হইতে বিদায় লবে ?

যৌবন-বিদায়

দিয়াছিলে যাহা সবিত আজিকে লইলে লুটে
দাও নাই যাহা নিলে যে সঙ্গে সে ধনগুলি।
ফুল ঝ'রে যায়, ফল র'য়ে যায় বৃন্তপুটে।
কি ফল রাখিলে, বিফল ফুলের পরাগধূলি ?
ফাগে বাঙা কেশ, ভাঙা গলা শুধু রেখেছ বাকী,
আশাহীন বুক, হাসিহীন মুখ, অরুণ আঁখি,
খাঁচাটি রাখিয়া সাথে নিয়ে গেলে প্রেমের পাখী,
রঙ নিয়ে গেলে রেখে গেলে শুধু শুষ্ক তুলী।
রেখে যাহা গেলে তা' নিয়ে বন্ধু কি ক'রে থাকি ?
পঙ্গু লেখনী, হৃদ্‌ঘন মসী, স্মৃতির ঝুলি।

তুমি যাবে জানি মরণেরে মোর ডাকিয়া দিতে,
তোমার বিদায়ে গাই তাই আজ তাহারি জয়।
তুমি এলে সব দিয়ে থুয়ে শেষে হরিয়া নিতে,
নিঃস্বের আজি বিশ্বে নাহিক দস্যু-ভয়।
তুমি চ'লে গেলে জীবনের সার মাধুরী হরে'
সে আসে আসুক তার ভয়ে আর রবো না ম'রে।
তোমার মতন একলা ফেলিয়া যাবে না সরে'
সাথে নিয়ে যাবে, জরা-যন্ত্রণা করিয়া ক্ষয়,
তুমি দিলে জরা, নবীন জীবন সে দিবে মোরে,
তোমার মতন মরণ এমন নিঠুর নয়।

উভয়-ভারতী

শাপভ্রষ্টা সরস্বতি, এলে বুঝি ভারতীর রূপে
মণ্ডনমিশ্রের গৃহে, দীনবেশে পুস্তকের স্তূপে
করিলে অজ্ঞাত বাস, শঙ্করের প্রচণ্ড জিগীষা
প্রকট করিল নব সাধনায় তোমার মনীষা।
তারপর ব্রহ্মপুত্র সহ হলো মিলন পদ্মার,
শঙ্করের কণ্ঠে তুমি মহাশক্তি করিলে সঞ্চার।
বহু সাধনায় তাঁর রণার্জ্জিতা শিষ্যা অনুব্রতা
তপোলব্ধ বিদ্যাসম। পুণ্য তব ইতিহাসকথা।

আজি স্মরি সেইদিন—ভারতের সে গৌরবদিন,
যেদিন শঙ্কর করি দিগ্বিজয়-পতাকা উড্ডীন,
অতিথি তোমার দ্বারে, তর্করণে পতিরে তোমার
করিল আহ্বান, তাহে তোমা ন্যায়বিচারের ভার
দিল তর্কমল্লগণ। গুণিজনে গুণই পূজাস্থান
নহে বংশ, বয়োলিঙ্গ, এ বাণীর করিতে প্রমাণ।
যাদের মানস-মাতা নারীরূপা দেবী সরস্বতী
কেমনে নারীত্বে তব সঙ্কুচিত হবে তারা সতি?
শঙ্কর যাহার পাশে বিচারার্থী তাঁর মহিমার
ভাষায় আভাস দিব—সে শক্তিত নাহি মা আমার।

প্রাণাধিক পণ রাখি তর্ক রণ!—জিনিলে শঙ্কর
মণ্ডন মুণ্ডিয়া শির হবে তাঁর শিষ্য অনুচর

উভয়-ভারতী

শঙ্কর নির্জ্জিত হ'লে দণ্ড ভাঙি করিবে বরণ
মণ্ডনের শিষ্যরূপে নত শিরে গৃহীর জীবন।
চিরতরে স্বামী সহ বন্ধচ্ছেদ প্রত্যাসন্ন জানি',
শিষ্যপরিষদ মাঝে দুর্ব্বিষহ পরাজয় গ্লানি,
পাণ্ডিত্যের অভিমানে শেলাঘাত মৃত্যুসম তবু
সত্য যে সবার বড় ভুলিলে না,—ভুল' নাই কভু।
মণ্ডনের পরাজয় দৃঢ়কণ্ঠে করিয়া ঘোষণা
রাখিলে সত্যের মান, ধন্য তুমি ধন্য বীরাঙ্গনা।

জানিনা, জাগিল কিনা, পতিব্রতা, তব মনে মনে
কোন দ্বন্দ্ব, কোন দ্বিধা, জীবনের মহাসন্ধিক্ষণে
প্রেম সত্য পরস্পরে মাতিল কি সংশয-সমরে
বাহিরের বিতণ্ডার সাথে সাথে তোমার অন্তরে ?
রক্তাক্ত সত্যের কণ্ঠে জয়মাল্য করিলে অর্পণ ?
অশ্রু দিয়ে করিলে কি বিজয়ীর বিজয়তর্পণ ?
জানিনা সে সব কথা, জানি শুধু জিনি সব বাধা
সত্যব্রতা পতিব্রতা রাখিয়াছ সত্যেরি মর্য্যাদা।

সত্য চিরজয়ী হোক—প্রেম সেও তবু তুচ্ছ নয়
অন্তর্গূঢ়ব্যথা কি মা জ্বালে নাই এই পরাজয় ?
অভিমানদৃপ্ত কণ্ঠে কহিলে মা "ধন্য হে শঙ্কর,
আজি এ বিজয়ে তব বিস্ময়বিমুগ্ধ চরাচর,
কিন্তু এত অর্দ্ধোদয় অর্দ্ধ তব রহিয়াছে বাকী,
মোরে জিনে পূর্ণ কর,—আমি তোমা তর্করণে ডাকি।"

চলিল বিতণ্ডারণ দিনত্রয় এবে অবিবাম
শার্দ্দূলের সঙ্গে তুমি সিংহীসম করিলে সংগ্রাম।
বেদসাংখ্য তন্ত্র গীতা সংহিতার সমস্যা অশেষ
মন্থন করিলে দোঁহে। সর্ব্বশক্তি নিঃশেষে নিবেশ
করি মা বর্ষিলে শত প্রশ্নবাণ খর তীক্ষ্ণতম,
বিফল, শঙ্কর-দেহে অর্জ্জুনের শরবর্ষসম।
সমস্যাজটিল জাল চারিপাশে করিলে বয়ন
শাণিতধী প্রতিদ্বন্দ্বী একে একে করিল ছেদন।
সমগ্র সভাটি হলো একশ্রুতি একটি নয়ন,
নিরুদ্ধ নিশ্বাসে তথা কাঁপে তার উৎকণ্ঠ জীবন।
সংশয়ের হিন্দোলায় জয়লক্ষ্মী দুলি বার বাব
শঙ্করের শিরে শেষে পাণিপদ্ম রাখিলেন তাঁর।

দিগ্বিজয়ী সহ তব দয়িতের তর্ক-রণফল
জানি না করিল কিনা নারীচিত্ত চঞ্চল বিহ্বল,
জয়দৃপ্ত পৌরুষের সহ রণে নারীত্ব তোমার
হলো কিনা অসম্বৃত, অসতর্ক,—সন্ধান তাহার
কেবা রাখে? শুধু জানি আজিকার তব পরাভব
শঙ্করের জয় হ'তে ঢের বেশী বাড়াল গৌরব।

সন্তানে মর্য্যাদা দিতে গূঢ় কোন' ইষ্ট সাধিবারে
সাধ ক'রে পরাজিতা বাগ্দেবী কি তোমার মাঝারে?
অথবা প্রেমেরি তরে অনুসরি স্বামীর নিয়তি
পরাজয়চ্ছলে শেষে স্বামিব্রত বরিলে কি সতি?

সে কথা কে জানে ? দোঁহে অনুগামী হলে বিজয়ীর,
অদ্বৈতের পিছে পিছে দ্বৈতবাদ চলে নতশির।
বেদদ্বেষী নিরীশ্বর বৌদ্ধদর্প করিতে দলন,
নবরূপে বিশ্বে যেন ঋক্-যজু-সামের মিলন।
তিনের মনীষা নবশঙ্করের ত্রিশূলে সংহত,
'বলা অতি-বলা' নবকৌশিকের হ'ল অধিগত।
মণ্ডনের গৃহধর্ম্ম-জীবনের হইল মরণ,
লভিতে নবীন জন্ম সহমৃত্যু করিলে বরণ।

কেতকি, কত কিং তানে মাতে তব গুণগানে নব কবিরা,
তবুও গুণের থই মিলেছে কি বল, অয়ি রসগভীরা ?
তুমি ফুলদল ছাড়া কুলহারা, দলহারা বৈরাগিনী,
বাহিরে শ্যামায়মানা অন্তরে গৌরাভা সৌরভিনী।
মুখে চোখে কহে কথা যত ফুল দ্রুম-লতা ফুটায় বনে,
তব মুখে নাহি বাণী মরমের সব খানি রাখ গোপনে।
প্রাণের বেদনা তব কেমনে লুকাবে সতি পুষিয়া রাখি ?
পূর্ণ যা' কূলে কূলে চূর্ণ যা' রেণুজালে লুকায় তা কি ?

সোম যবে মেঘে হারা ঝরে অবিরল ধারা, আমি একেলা
গৃহকোণে বসি' বসি' অম্বর অবনীর দেখি সে খেলা।

পর্ণপুট

নিজেরে পৃথক্ করি বিশ্বপ্রকৃতি হ'তে রইলো স'রে,
মোরে শুধু তার সাথে—তব সৌরভ বাঁধে মিলন-ডোরে
শ্বসে যবে তব বনে বিগলিত বিচলিত বায়ু সুরভি,
মনে হয় খেয়াঘাটে দূর হতে শোনা যায় সুর-পূরবী।

তব রেণু মাখি গায় কী কথা বলিয়া যায় ধূসর অলি,
তোমার পরশ পেয়ে চিত মোর হয় তায় কৌতূহলী।
কণ্টক-ঘেরা বনে গুণ্ঠিত হয়ে রও, রসিক তবু
খুঁজে খুঁজে কাছে যায়, ক্ষত পদ, ছিঁড়ে পাখা ফিরে না কভু
রসঘন কবিতাব দুরারোহ ভাবসার দুরূহ ভাষা,
তাই বলি রসলোভী ছাড়ে কি মধুব রস স্বাদন আশা ?

কি দিব উপমা তব তুমি কি নীরদাবৃত শশীর কলা ?
বিদারিতে বিরহীর হৃদিখানি, কোষে ঢাকা অসির ফলা ?
তুমি কি গো শবরীর কবরী যাহাতে দোলে বনমালিকা ?
পুষ্পিত তুমি কি গো কস্তূরী-কুরঙ্গীর নাভিকলিকা ?
রসে তোমা নাহি চিনি, যশে তোমা চিনি অয়ি যশস্বিনি,
চোখে তোমা না-ই দেখি চিনি তব নূপুরের রিনিকিঝিনি।
নিশাচরী চেড়ীদলে বেষ্টিতা তুমি কিগো পুষ্পসীতা ?
নাগলোকে বন্দিনী তুমি কিগো মদালসা শুচিস্মিতা ?
অথবা কি গৌরবে মহিমার সৌরভে বনের রাণী,
অন্তঃপুরে বসি কর তুমি দিবানিশি নুরজাহানী ?
রহিয়া কাঁটার বনে কর সাপেদের সনে ঘরকরনা,
নিভৃতে সাধনা কর, দেবতা তোমার কিগো হর-ললনা ?

লুকোচুরি

বৃথা আমায় শুধাও প্রিয়ে, ঋতুরাজে বিদায় দিয়ে
কোথায় গেল বনের কোকিল পাখী ?
কইছ কথা কাহার ভাষায় ? তোমাব কণ্ঠ-পিঞ্জরে তায়
পূরে রেখে দিচ্ছ আমায় ফাঁকি।

বৃথাই আমায় শুধাও বালা কোথায় গেল মেঘের মালা
বর্ষাশেষে মোহন শরৎ প্রাতে।
পিঠ্ ভরা সই ও-কী দেখি ? আঁচল বেড়ে লুকায় সে কি ?
একরাশি যে শুকাচ্ছিলে ছাতে।

বৃথাই আমায় শুধাও বধূ, কোথায় গেল কমল-মধু,
শরৎ শেষে কোথায় অরুণ আলো ?
দৃষ্টিতে সই ওকী ঝরে ? জমাট ওকী বিম্বাধরে ?
চুরি করে' 'আল্‌ল সাজা' ভালো ?

বৃথাই আমায় শুধাও রাণি, শীতকে কয়ে' বিদায়বাণী
কোথায় গেল কুন্দ দ্রোণের রাশি ?
হয়ত এবার ফেল্‌তে ফেরে খুঁজ্‌তে হতো তাহাদেরে।
ভাগ্যে তুমি ফেল্‌লে হঠাৎ হাসি'।

পাঁচ আঙুল

পাঁচটি আঙুল নয়ক সমান এই প্রবাদেব আছিলাতে
পর ভেবে কি ফাঁক হয়ে হায় রইবে তারা তোমার হাতে ?
দেখ্‌লে অমিল দেখ্‌লে নাক সমান তারা কতটা যে,
একদিকের গরমিলের পাশে দশদিকে যে সাম্য রাজে।
একবোঁটাতে ফুটে আছে পাঁচটি ফুলের মতন তারা,
অরুণ করে রাখ্‌ল তাদের এক দেহেরি রক্তধারা।
একটুখানি গঠন-ভেদে ছোট বড় সরু-মোটায়
হাজার মিলের মাঝে কে হায় এমন করে' অমিল ঘটায়।
একসাথে কাজ করতে তারা জন্মেছে দুই হাতের আগে
'কুঠে'ই শুধু ফাঁক করে' রয় বাকী সবার কাজেই লাগে।

ভগবানের বিধান এযে নিয়ম জীবন-দেবতারই
কর্‌ল তারাই অৰ্দ্ধনরে নৃ-সভ্যতার অধিকারী।
মরবে তারা, গর্ব্বে খাড়া রয় যদি আজ পৃথক হ'য়ে
কি হবে হায় দেহের তবে অলস অধম তাদের লয়ে ?
বল দেবেনা হরবে শুধু পরগাছা সব গলগ্রহ
তাদের নিয়ে—হায় জীবনের মিল্‌বেনাক দাসত্বও।
চল্‌বে নাক ঠুঁটো হাতে শাসন পালন ভাঙা গড়া,
হলের মুঠো, হালের খুঁটো, কুঠার নিশান কলম ধরা।
ঘা খেয়ে ঘা ফিরিয়ে দেওয়া চলবে না, ঘা খেতেই হবে,
বাঁধন খোলা চল্‌বেনাক কেবল বাঁধাই পড়তে হবে।

সিন্ধু-বিদায়

বিদায়, সিন্ধু—আসি,

প্রবাস-বন্ধু, লীলাছন্দের নীলানন্দের রাশি।
ফুবাল জীবনে নয়নোৎসব লহরী পুঞ্জ গোণা
সন্ধ্যাপ্রভাতে তোমার নান্দী বন্দনা গান শোনা।
'তোমার কেশর ছুঁয়ে ভযে ভয়ে ফুরাইল ছেলে-খেলা,
ফুরালো বালুকা-মন্দির গড়া আনমনে সারা বেলা।
হেরিব না হায় তোমার ফণায় নিশীথে মণির দ্যুতি,
মহানীলিমায় ইন্দ্রিয়াতীত লভিব না অনুভূতি।
হেরিব না আর পুলিন-মাতার স্নেহের অঙ্ক'পরে,
ঊর্ম্মিমালার ফেনিল-মূর্চ্ছা শ্রান্তি হরণ তরে।
লভিব না আর প্রীতির শঙ্খ শুক্তির উপহার,
ফুরালো অবাধ প্রাণের প্রসার মুক্তির অধিকার।

ছেড়ে যেতে তাই পিছু পানে চাই আর একবার হেরি,
আগাতে পারিনা, পদে পদে বাধা দেয় বালুকার বেড়ী।
ফিরে ফিরে আসি আর একবার শেষ দেখে যাবো বলে'
এই ছুতা ধরে' আসা যাওয়া করে' সারাদিন গেল চলে'।
বালুতল হ'তে গুল্‌ফ ধরিয়া প্রীতির ফল্গু টানে
বিলম্বিত হয় যাত্রা আমার চাহিতে তোমার পানে।

ক'দিনের তরে শিশু-প্রাণটিরে আবার ফিরায়ে দিলে,
ত্রিশ বছরের গুরুভার বোঝা, বন্ধু, নামায়ে নিলে।

পর্ণপুট

দৃষ্টি ছুটিল দিগ্‌দিগন্তে লহরে লহরে নাচি
তব তরঙ্গ নিয়ে গেল মোরে শ্রী-লোকের কাছাকাছি।
লভেছি চকিতে ভূমার আভাস—অশেষের সন্ধান,
ইন্দ্রনীলের কুম্ভে করেছি অমৃতানন্দ পান।
রণাবসন্ন সন্তান মার অঙ্কে আসিনু ফিরে
আত্মা আমাব ফিরে এলো তার যেন সে আদিম নীড়ে'
সৃষ্টির সেই নব প্রভাতের,—শত জনমের আগে—
প্রাকৃত জীবন মাধুরীর স্মৃতি ভিড় ঠেলে ঠেলে জাগে।
ক্ষার-সমুদ্র নহ তুমি মোর ক্ষীর-সমুদ্র তুমি,
রমাপদপূত শুভ্র কমলে ভরা তব তীরভূমি।

লীলা ফেলি পুন ফিরিতে হইবে শিলা ঠেলিবার কাজে,
স্বেদপঙ্কিল সেই অজগর-বিবব নগর মাঝে।
আত্মার যেন পুনর্জন্ম পুন ভ্রূণপুটতলে
কুলীরক যেন দংষ্ট্রায় ধরি কবলে টানিছে বলে।
ফিরে যেতে হবে দৃষ্টি যথায় যখন যেদিকে ধায়,
প্রাচীরে ব্যাহত হইয়া জানায় ব্যাঘাতের বেদনায়।
ফিরে যেতে হবে সৃষ্টি যথায় মানুষেরই চারিদিকে,
ঢেকেছে পাথবে লোহালক্কড়ে স্রষ্টার সৃষ্টিকে।
ফিরে যেতে হবে জীবন যথায় বাতাসের ভিক্ষুক,
উন্নস হয়ে টেনে নিতে হয় আকাশের বায়ুটুক।

ফিরে যেতে হবে পিষ্ট হইতে শাসন যাঁতার চাপে,
ফিরে যেতে হবে টানিবারে ঘানি নাহি জানি কোন শাপে

সিন্ধু-বিদায়

ঠাঁই নাই মোর হে বিরাট, তব সুবিশাল পরিষদে,
তোমারে ছাড়িয়া, সিন্ধু, ফিরিয়া যেতে হবে গোষ্পদে।
এমন স্বর্গ অনুপভুক্ত এ ধরায় র'বে পড়ি
বাঁচিতে হইবে অন্ধকূপের ভেকের জীবন ধরি'।
অমৃতের লোভ দেখায়ে বন্ধু কেন চঞ্চল করো,
জঠরের দায়ে মোব দাস্তের 'স্যন্দনিকাই' * বড়।
তবু যেতে হবে মিছে এ আকূতি বৃথা এই হাহাকার,
নয়নের জলে ভিজিয়া বোঝাব বাড়িতেছে শুধু ভার।
যাই তবে যাই মিছে শুধু এই বাতুলের মত বকা,
যাই তবে যাই জীবন-জুড়ানো ভুবন-ভুলানো সখা,
যাই তবে যাই হৃদিতর্পণ ক্ষুধাতৃষাতাপহারী,
কাব্যের গুরু, মুক্তিসহায় ভক্তির ভাণ্ডারী।
তবে যাই ভূমা ! অল্পের লোভে, মিছে আর মায়াডোর,
ব্যথার সিন্ধু বক্ষে বহিযা, পাথার বন্ধু মোর !
লোণা জল তার আজি অনিবার ঝরণার মত ঝরে,
প্রেমতৃষাথর সৈকতে তব আত্মবিলোপ করে।
সংগ্রাম ডাকে, বিদায়, বিদায়—তরল বৃন্দাবন,
বিগলিত প্রেম কল্পস্বপন, আনন্দ রসায়ন !

* এক বিন্দু লালা বা নিষ্ঠীবন। বাল্মীকির রামায়ণে সীতা রাবণকে বলিয়াছিলেন—'সিন্ধু ও স্যন্দনিকায় যে প্রভেদ রামের সহিত তোর সেই প্রভেদ।'

নর-নারায়ণ

এক সায়রে দুই জননী দুইটি কমল অধিকারি'
পাশাপাশি ছিলেন আহা কি শোভা সে বলিহারি।
লোহার দেশে যন্ত্রবলে সোণার কমল উঠ্‌ল ফুটে,
তার লোভে শ্রী জীবন ত্যেজে জড়ের দেশে গেলেন ছুটে।

দুইজনে যে বিবাদ ছিল মিটে গেছে অনেক দিনই,
কমলা মা লোহার দেশে থাকৃতে নারেন একাকিনী।
রূপার কমল ফুটিয়ে তাই ডেকে নিলেন ভগিনীরে,
পড়ে গেল হায় হাহাকার মানস-সরোবরের তীরে।
ভারতীও গেলেন চলে, না শুনে হায় নিষেধ-মানা,
বৃথাই মোদের লুটিয়ে কাঁদা, বৃথাই মোদের ললাট-হানা।

গন্ধ-মধু-পরাগভরা জীবন-কমল শূন্য র'বে?
ওগো পিতা, মা-হারারা যাচে তোমার শরণ তবে।
তোমার সাধের সৃজন এমন জীবন-কমল শুকাবে কি?
জননীরা গেলেন চলে, তুমিও হায় লুকাবে কি?
সলিল-শয়ন হ'তে পিতা নর-নারায়ণের রূপে, *
জাগো আবার, তোমার বরণ গুঞ্জরিছে লাখ মধুপে:
মা-হারারা তোমায় পেয়ে মাতুক আবার মহোৎসবে,
থাকৃতে তুমি মোদের জীবনকমল কি আর শূন্য র'বে?

---

* শূদ্রশক্তির উদ্বোধন

কালোরূপ

ভোমরা তোরে কুরূপ বলে ?   হলেই বা তুই কালো,
তোর রূপে যে সুন্দরেরই শ্রীমন্দির ঐ আলো।
সুন্দরের বন্দনার তরে
কুঞ্জ বনে কে গুঞ্জরে ?
তোর সুষমার যোগ্য আদর কুসুম-বধূই জানে।
রসোৎসবের তুই দেবতা,
সেকি শুধু কথার কথা ?
সুষমা তোর মূর্ত্ত নহে মূর্চ্ছিত হয় তানে।
হলিই বা তুই কালো—
অনিন্দ্য তুই, সুন্দরে তুই বাসিস্ যে রে ভালো।

ও কালো মেঘ, লোচন-রুচির, যদিও তুই কালো।
বুক চিরে—তুই ফুটাস চির সুন্দরেরই আলো।
ইন্দ্রধনুর স্বপন দেখিস,
চন্দ্ররেণু গায়ে মাখিস,
অধীর শিখী নাচে রে তোর মেদুর পরশনে ;
সুন্দরেরই বার্ত্তা কহিস,
যক্ষপুরে পশ্‌রা বহিস,
অধরে তোর সুধার ধারা বর্ষণে—আর স্বনে।
হ'লেই বা তুই কালো ?
সুন্দরেরা স্যন্দনে তোর—পতাকা উড়ালো।

পর্ণপুট

ওরে গভীর দীঘল দীঘি, হলিই বা তুই কালো,
তোর কূপে যে উঠল ব্যেপে সবার রূপের আলো
রূপের মোহে মরাল ছুটে,
রূপ ছড়ায়ে কমল ফুটে,
সোম তপনের প্রেম স্বপনে উজল তনুখানি।
রূপসীরা স্নানের ছলে
নোয়ায় মাথা চরণতলে,
তোর মুকুরে মুখ দেখেরে রূপ নগরের রাণী।
হ'লেই বা তুই কালো
বনশ্রী তোর আলিঙ্গনে বরাঙ্গ জুড়ালো।

ওরে আঁখি কাজল বরণ, যদিও তুই কালো,
তোর বিহনে গভীর আঁধার, বহ্নি রবির আলো।
সুন্দরের এ সৃষ্টি শোভন
তুই করেছিস দৃষ্টিলোভন,
চাঁদ তারকা মাগে জীবন তোর তারকার কাছে.
তুই অনিমিখ, রূপের পানে
মুদে থাকিস্ রূপ ধেয়ানে।
রসাঞ্জনে ভূষিয়া দীপ তোর পরসাদ যাচে।
হ'লেই বা তুই কালো
শিল্পীরা সব কটাক্ষে তোর কল্পনা ছুটালো

সতীর প্রতি

দৃষ্টি তোমার স্নিগ্ধ মধুর দুগ্ধধারার সম,
পরশ তোমার হরিচন্দন-অভিষ্যন্দোপম।
আনন তোমার কাননকুঞ্জ মধুবায়ে কুসুমিত,
নয়ন-নীহারে স্নাত পবিত্র গুঞ্জনঝঙ্কৃত।
তব নিশ্বাস মন্দ-পবনে অগুরু-গন্ধ-সার,
চামরের মত চলচিক্কন চারু চিকুরের ভার।
অঙ্গ তোমার হেমভৃঙ্গার গঙ্গার বারি ভরা,
অঙ্গুলি তব চম্পককলি, অঞ্জলিপুটে ধরা।
উক্তি তোমার পূজার মন্ত্রে তন্ত্রীর মূর্ছনা,
কণ্ঠের হার লুণ্ঠিত বুকে—সুন্দর আলিপনা।
মণ্ডন তব গন্ধের ডালা মধু-মৃগমদ-খনি,
কঙ্কণ-ক্বণ-ঝঙ্কারে ওঠে ঘণ্টিকারণরণি।
হাস্যে মেধ্য মোহন হৃদ্য নৈবেদ্যের রুচি।
দন্তের পাঁতি ইন্দুকান্তি কুন্দকুসুম শুচি।
শোভে সীমন্তে সিন্দূরলেখা পিঙ্গল হোমানল,
অম্লান-চির-আরতি-আলোক—আঁখিযুগ জ্বলজ্বল
নহ গো ভোগ্য তুমি যে অর্ঘ্য, স্বর্গীয় বিনোদন,
দেবতার পায় নিত্য পূজায় ভক্তের আয়োজন

রসতীর্থে

(গীতশিল্পীর কুটীরে)

গুণীব কুটীর মুনির কুটীর যেন
দ্যুলোক রাজে দীনের বেশে যথা।
মৌনী যথায় ভক্ত অতিথিরা,
ছন্দ ছাড়া নেইক মুখের কথা,
বাণীর আঁচল পবশ গায়ে লাগে,
শ্বেত কমলের গন্ধ বায়ে জাগে,
আসন মাটীর ধূলি তথায় লভে
মৃগাজিনের রোমশ কোমলতা।
গুণীর কুটীর মুনির কুটীর যেন
মূর্চ্ছনাতে অর্চ্চনা হয় তথা।

গুণীর কুটীর বনের কুটীর যেন
স্বভাবমাতার স্নেহশ্যামল কোলে,
বিহগ যথায় বেহাগ হয়ে গায়
ভৃঙ্গ সারং বাজায় মধুর বোলে।
কুসুম ফুটে বীণার তারে তারে,
গড়ায় মধু ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে,
গহন ছায়া মোহন মায়া চোখে
ছায়ানটের সুর ঘনায়ে তোলে।
গুণীর কুটীর বনের কুটীর খানি
নীড়ের দোলায় নীড়ের মতন দোলে

গুণীর কুটীর দীনের কুটীর, তবু
ঘুচবে হেথায় ঝালাপালার জ্বালা।
শ্রুতির এটা তীর্থ মধুপুরী
হেথায় তাহাব কুম্ভ-মেলার পালা।
খেতাব হ'তে কেতাব হেথায় বড়,
হেম হতে প্রেম প্রাণেব প্রিয়তর,
পায়ের ধূলার নেইক অভাব হেথা
ভক্তগণের ধূলোটের আটচালা।
গুণীর কুটীর, হেথায় ধূলি-ধূসর
ধনিগণের শিরোমণির মালা।

গুণীর কুটীর বাণীর দেউল এটি
যাও এখানে তন্ুর ক্ষুধা ভুলে,
আতিথ্য লও মৃদঙ্গ-তান-পুটে,
গমক লাগাক চমক শ্রুতির মূলে
মালকোষের ঐ 'মাল্‌পোয়া' ভোগ সহ
বামপ্রসাদীর প্রসাদ-কণা লহ,
বুঁদ হ'য়ে রস্‌-ভৃঙ্গারে পান করো
ভৃঙ্গ যথা পান করে কুঁদ-ফুলে।
আত্মা তোমার আপ্যায়িত হোক্
হেথায় 'সুরের সুরধুনীর' কূলে।

জীবন-যজ্ঞ

কোন্ বনে কোন্ শমী-সমিধের গূঢ় মর্ম্মতলে
প্রসুপ্ত ছিলাম আমি কতযুগ, সহসা সবলে
আমারে মন্থিলে তুমি, অগ্নি-মন্থ মন্ত্র-উচ্চারণে
টানিয়া আনিলে বিশ্বে, বিশ্বহোত্রি! অরণি-ঘর্ষণে।
তারপর হতে লক্ষ জীবদেহ-যজ্ঞ-বেদিকায়
জ্বলিতেছি লেলিহান্ জিহ্বা মেলি আহুতি-তৃষায়—
কভু বা পিঙ্গল, কভু নীল দ্যুতি, কভু বা অরুণ,
ধূমপুঞ্জে কভু করি তব নেত্রে কষায় করুণ।
অনন্ত অতৃপ্তিময় এ অনলে হবির্বলিদানে
সাধিবারে কোন্ ইষ্ট চাহ তুমি, তৃপ্তির সন্ধানে?

সান্ধ্য-হোম করি শেষ ভৃঙ্গারের শান্তিজল সেঁচে
ভস্মগুপ্ত করে রাখ, মৃত্যুতলে রই তবু বেঁচে
স্ফুলিঙ্গের রূপে, প্রাতে পুনর্ব্বার সমন্ত্র ফুৎকারে
জাগাও কুণ্ডের গর্ভে, জ্বলি শুষ্ক রসনা বিস্তারে।
দিনে দিনে, বর্ষে বর্ষে, যুগে যুগে একই অনুষ্ঠান,—
মনে হয় এ তোমার অগ্নি লয়ে লীলা অনিদান,
নহে ব্রত, নহে যজ্ঞ তুষিবারে আহুতি-লোলুপে,
তব লীলা-তৃষ্ণা আমি জ্বালিয়াছি অনলের রূপে।
জানি না লীলার তৃষ্ণা কবে তব পাবে অবসান,
দিন দিন জন্মে জন্মে জ্বলিব না—লভিব নির্ব্বাণ।

দুঃখ-দীক্ষা

কুট্মলে নিবদ্ধ ব্যথা গুল্মলতা বনবিটপীর
ফলের জনম দেয় গন্ধরসে কুসুমে ফুটায়,
শিলাপঞ্জরের ব্যথা অন্তর্গূঢ়, সহিষ্ণু গিরির,
কল কল গীতিময় প্রীতিময় নির্ঝরে ছুটায়।
বারিদের বজ্রব্যথা মুহুর্মুহুঃ তাড়িত-তাড়না
বসুন্ধরা-সঞ্জীবন ধারাসারে ঢালে শান্তিজল,
জীবজরায়ুর ব্যথা শঙ্কাতুর প্রসববেদনা
আনন্দ-নন্দনে অঙ্ক শশিসম করে সমুজ্জ্বল।

তোমার অসীম ব্যথা বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বশিল্পিরাজ,
জ্বলিছে অনন্ত জ্বালা বহ্নিকুণ্ড তোমার অন্তরে,
অনাদি অনন্তকাল ব্যাপি' তাই তব সৃষ্টিকাজ
চলিতেছে নব নব অহরহঃ এই বিশ্বপরে।
হে কারুণ্যবিগলিত দীনবন্ধু, নিত্য নব ব্যথা,
বক্ষে তব হইতেছে নিত্য নব সৃষ্টিতে প্রকট ;
অপূর্ণে করিতে পূর্ণ অভিব্যক্ত তব ব্যাকুলতা,
যুগে যুগে মুছে মুছে আঁকিতেছ বিশ্বদৃশ্যপট।

অতন্দ্রিত শিল্পিরাজ, ওগো স্রষ্টা, বিশ্বের নিদান,
শিক্ষা দাও শিষ্যে তব পুত্রে তব পিতৃব্যবসায়,
তব বিশ্বশিল্পাগারে এক প্রান্তে দাও মোরে স্থান
দীক্ষা দাও সৃষ্টিকাম-বেদনার শোণিত-টীকায়।

পর্ণপুট

দাও ব্যথা অফুরন্ত রুদ্র পিতা নিত্য নব নব
আনন্দস্বরূপ দিব আমি তায় শিল্পমহিমায় ;
ব্যথার পাষাণে গড়ি শ্রীমন্দির, পুরোহিত হবো,
সৃজিতে সৃজিতে স্রষ্টা এক দিন লভিব তোমায়।

কালিদাস

অমরার কবিসভা উজ্জ্বল করেছ আজি কবিকুল-শশী,
ইঙ্গিতে কিন্নরী নাচে সঙ্গীতে তোমার শিষ্যা মেনকা উর্ব্বশী।
কুমার বাজাতে বীণা শিখিছে তোমার কাছে ফেলি শরাসন,
তন্বী শ্যামা মধ্যক্ষামা যক্ষরামা করে তোমা আজি নিমন্ত্রণ।

কন্যা ভগিনীরই মত কবিছে তোমার সেবা সীতা, ইন্দুমতী,
ঔশীনবী, শকুন্তলা। দেবতা-শুদ্ধান্তে তব অবারিত গতি।
অকালবসন্তে যার দুঃখে কেঁদেছিলে, নিতি যোগায় আজি সে
অর্ঘ্য চির বসন্তের, যক্ষসখা যূথীহার পরায় উষ্ণীষে।

পুরূরবা ছত্র ধরে দুষ্মন্ত ব্যজন করে। ছুঁড়ে পুষ্প শর
তোমারি নিদেশে স্মর, দূতরূপে বার্ত্তা বহে আবর্ত্ত পুষ্কর।
ধরিয়া অঙ্গুলি তব নেচে ঘুরে চিরশিশু সে সর্ব্বদমন।
পূজিছ বাল্মীকি সাথে শ্রীমন্দার পারিজাতে বাণীর চরণ।
বহিয়া বিরহব্যথা কহিতে যাদের কথা মর্ত্ত্যের প্রবাসে,
রসানন্দে মাতোয়ারা আজি সবে রয় তারা ঘেরি চারিপাশে।

পঞ্চশর

ওগো অনঙ্গ তোমার পঞ্চ কুসুম-শরের হউক জয়,
তারা—করেছে প্রিয়ার দেহে নবরূপসৃষ্টি।
অলিগুঞ্জিত **চূতমঞ্জরী** কণ্ঠে বিঁধিয়া ব্যর্থ নয়
সেযে—প্রিয়ার বাণীতে মধু-ধারা করে বৃষ্টি।

প্রিয়ার নয়ন লভি অপাঙ্গে তোমার ধনুর **নীলোৎপল**
হলো—আরো মদায়ত মানসহরণ-দক্ষ,
অধরে বিঁধিল **চন্দ্রমল্লী** হাস্যে ঝরিছে অনর্গল,
বুঝি—ভাঙিয়া দন্তে একশর হলো লক্ষ।

অরবিন্দটী বিঁধিয়া বদনে দুইভাগে হলো ভগ্ন
দেখ—ভাগাভাগি ফুটি রহিয়াছে দুটী গণ্ডে,
অশোকশায়ক চরণে বিঁধিয়া চির অনুরাগে লগ্ন
তথা—লাক্ষা হয়েছে ভেঙে গিয়ে শতখণ্ডে।

ওগো অনঙ্গ তোমার পঞ্চ কুসুম শরের হউক জয়
হোক্—ভরপূর পুন তোমার ও তূণভাণ্ড,
মৃগের মতন নয়ন বলিয়া মৃগভ্রমে তুমি হে রসময়
তারে—মৃগয়া করিতে হের কি করেছ কাণ্ড।

নিবেদন

বাঁচাও আমায় জন-মর্দ্দন, এ জন-সমাজ হ'তে,
ভাসিতে দিও না এই লোকায়ত লোকযাত্রার স্রোতে
অরসিক বলি, অনাদৃত যেথা সংযমী মিতাচারী,
ভক্ত যেথায় ভণ্ড বলিয়া ব্যঙ্গের অধিকারী,
শাঠ্য যেথানে বুদ্ধিমত্তা, মূঢ়তা ত্যাগের নাম,
সরলতা যেথা তরলতা শুধু সাধুতার নাই দাম।
মহাপাপ বলি গণ্য যেখানে অনঘ দৈন্যধন,
চীর-পরিহিত সাধু পণ্ডিত,—ঘৃণিত বন্যজন।
যেথা চারুবেশ কুঞ্চিতকেশ কুলীনের মান পায়,
হেম-গর্দ্দভ, পুরুষ-সিংহে ভৃত্য রাখিতে চায়।
শিবের বদলে কুবের যথায় লভিল সিংহাসন,
যাহার পুত্র অগস্ত্য-শিরে ত্যজিল নিষ্ঠীবন।
উপবীত হ'তে স্বর্ণহারের মর্য্যাদা বেশী যথা,
গুরু-পুরোহিতে নাপিতের সাথে, গণ্য করার প্রথা।
চাটুর রসনা যেথায় ধনীর পাতের প্রসাদ চায়,
বচনে অর্ঘ্য লেহনে পাদ্য নিত্য যোগায় তায়।
শিল্পী যেথায় হেলায় গণ্য মুটে-মজুরের দলে,
জনগুরুগণে জনতা যেথায় 'হুজুগে মোড়ল' বলে।
বাঁচাও আমারে হে জন-দলন সে জনসমাজ হ'তে,
ডুবিতে দিও না ভোগপঙ্কিল জীবজনতার স্রোতে।

ষষ্ঠীতলা

গ্রামের শেষে অশথবটে জড়ায় দোঁহে দোঁহার গলা,
গাঁয়ের তীর্থ উহার তলে,—ওটা মোদের ষষ্ঠীতলা।
গাঁয়ের মায়ের দেবতা হেথায় সিঁদূরমাখা পাথরখানি,
উহায় ঘিরে কমলকলি রচে হাজার কোমল পাণি।
বচে শ্যামল গণ্ডী উহার মটর কলাই ছোলার চারা,
গন্ধে ভরায় ওর মাটীরে সচন্দনা সলিল-ধারা।

বল্‌বে ওদের দেবতা পাথর, ওটা পাথর-পূজার প্রথা,
পাথরকে যে গলিয়ে ফেলে মায়ের প্রাণের তপ্তব্যথা।
গভীর হিয়ার আকিঞ্চনে রেখেছে যে রাঙিয়ে ওকে,
মোদের চোখে পাষাণ বটে, ননীর খনি ওদের চোখে।
ত্রিনয়নীর অংশ যারা দেখে তারা যেরূপ খানি
দ্বিনয়নের দ্বিধার বোধে তার কি মোরা খবর জানি?
হাজার হাজার মায়ের দরদ প্রাণগলান বৎসলতা,
বন্ধ্যা মৃতবৎসা নারীর কারুণ্যময় প্রাণের ব্যথা,
গাছের তলে তিলে তিলে ঐ শিলাতে কী রূপ গড়ে,
স্বর্গে কাহার আসন টলায় বুঝবে কি তা অন্যে পরে?
কেন্দ্রীভূত যুগে যুগে যেথায় হাজাব মায়ের মায়া,
মহামায়া জগন্মাতা সেথায় ধরেন অগ্নি কায়া।

পর্ণপুট

পাষাণী মার স্নেহের ধারা যাহার প্রাণের ধমনীময়,
পাষাণীরূপ ধর্‌তে তাহার লোভ হবে তা' বিচিত্র নয়।
ছয়টি মুখের ধারার টানে গল্‌ল তাহার হৃদয় যবে,
ষষ্টিশত মায়ের ডাকে ষষ্ঠী তাহায় হতেই হবে।

নেইক দেউল নেই পূজারী নেই আরতি সকাল সাঁজে,
নিত্যভোগের নেই আয়োজন, ঘণ্টা সানাই ঢোল না বাজে
নেই লোকালয় আশে পাশে পাণ্ডারো নেই গুণ্ডাপনা,
যে মা আসে প্রাণের টানে লাগে কি তার উপাসনা ?
জাঁকজমকে ভড়ং ক'রে মা'র কে করে খোসামুদী ?
মার কাছে কার চাই সুপারীশ, কে রাখে তার দুয়ার রুধি ?
সবারই ভার যে মা বহে বইতে কি হয় তাহার বোঝা ?
সবায় নিতি খাওয়ায় যে মা মিছে তাহার খাবার খোঁজা।

ডালে ডালে পাখীর বাসা সর্পপেচক কোটরফাঁকে,
দুপুরবেলা ঘুমায় কুকুর রাতে শেয়াল প্রহর হাঁকে।
ঐ শিলারে বালিশ ক'রে বাছুরগুলি শোয় আরামে,
কাঠবিড়ালী সিঁদুর চাটে, গিরগিটিরা ওঠে নামে।
উইএর ঢিপির আশে পাশে ছাগল হোথায় বিয়ায় ছানা,
জগন্মাতার কোলের কাছে আস্‌তে কারো নেইক মানা।
নিখিল জীবের জন্য হোথা মায়ের সোহাগ আঁচল পাতা,
ষষ্ঠীতলায় বিরাজ করেন বিশ্বশিশুর ধাত্রীমাতা।

আগ্নেয়ী

অয়ি আগ্নেয়ি কি অনল তুমি প্রাণের স্নেহে।
জ্বালিয়া রেখেছ, জ্বালা-লাবণ্য উছলে দেহে।
হৃদয়ে যুগ্ম আগ্নেয়াচল রোমে রোমে তব জ্বলে দাবানল
লকলক শিখা অঙ্গুলিগুলি শোণিত লেহে।

বিনা সোহাগায় ঠোঁটের আঙারে সোনাও গলে
নিশ্বাসে তব জলের কমলো ঝলসি ঢলে।
নয়নে তোমার যে অনল ক্ষরে স্মর ছাড়া তায় সব পুড়ে মরে,
সেই শুধু জাগে ভস্ম হইতে দ্বিগুণ বলে।

জ্বালাময়ি, তুমি হাসিছ তাতেও ভরসা কই?
আশার অন্নে খরতাপ যেন ফুটায় খই।
ধূমপুঞ্জেরে কুণ্ডলী করি' বেঁধেছ ও শিরে ভুজগকবরী
নীলবাস দহি অনলের আভা ছুটিছে অই।

ও অনলে মোর পুড়ে যৌবন পুড়িছে রূপ,
ছন্দোলীলায় গন্ধে মিলায় হইয়া ধূপ।
জীবনযজ্ঞ কামনা-হবিতে জ্বলে জ্বালাময়ি তব বহ্নিতে,
শোণিত-সিক্ত ভোগলালসার যজ্ঞযূপ।

ও অনল জ্বলে মম স্নায়ুশিরা ধমনী জুড়ে,
এ মূঢ় অঙ্গ হ'য়ে পতঙ্গ ঘেরিয়া ঘুরে।
ও অনল শোষে সব সুখরস পুড়ে যায় মোর লোভ-লাভ-যশ
গ্রন্থ-তন্ত্র-অসি-কেতু-রথ সকলি পুড়ে।

পর্ণপুট

জানি ও অনল নিভিবে না মম তনু না দহি',
সে দিনেব আশে অগ্নিহোত্রি-জীবন বহি।
যে মিলন হেথা হলো না গহন   পূর্ণ করিবে তোমার দহন
ও তনু-চিতায় সহমরণের আশায় রহি।

স্বরূপে

উজ্জয়িনী-কবিধামে স্বরূপে একদা দেবি ছিলে মূর্ত্তিমতী,
তারপর যুগেযুগে নানারূপে দেখা দিলে কাব্য-সরস্বতী।
বাজালে অচ্ছোদকূলে তাপসী গায়ত্রীরূপে তব বীণাটিরে;
শ্রীকণ্ঠ পূজিল তোমা রঘুকুললক্ষ্মীরূপে তমসার তীরে।

লভিলে রুধির-বলি রণচণ্ডীরূপে বেণীসংহারের যূপে,
আরাধিল জয়দেব রসেশ্বরি, তোমা রাধা রাসেশ্বরীরূপে।
শ্যামা মার রূপে তোমা বন্দিল গঙ্গার তীরে শক্তি-ভক্ত কবি,
নবদ্বীপ শান্তিপুরে আনিলে রসের বন্যা হইয়া জাহ্নবী।

সাধু-ধনপতি-গৃহে মঙ্গলচণ্ডীর রূপে লভিলে আরতি,
বিদ্যাসুন্দরের কবি রতিরূপে পূজি তোমা তুষিল, ভারতি।
মধু-র কল্পনা-স্বর্গে ইন্দ্রাণী শচীর দেহে লভিলে সম্ভ্রম,
স্বদেশ-মাতৃকারূপে জাগিলে আনন্দমঠে, বন্দে মাতরম্।
শান্তিনিকেতনে পুন স্বরূপে ফিরেছ, এবে রাজরাজেশ্বরি,
দিগ্বিজয়ী ভক্ত তোমা আজিকে পূজিছে নিত্য গীতাঞ্জলি ভরি।

দ্রোণ-পুষ্প

(উৎপ্রেক্ষায় রচিত)

শ্রী-হারের দুল, নীহারের ভুল, ডহরের ফুল তুই
বাগবাগিচায় ঠাঁই নাই তোর, মাঘফাগুনের যুঁই !
বাণীর চরণে ফুটুক কুন্দ ভক্তের প্রাঙ্গণে,
রমার চরণে ফুটে থাক্ তুই ক্ষেতের একটি কোণে।
ক্ষেত্রমাতার নব জাতকের শুভ মঙ্গলাচারে,
খই হ'য়ে তুই ছড়ানো আছিস প্রান্তরে কান্তারে।
নববসন্ত প্রসূত বুঝি রে ব্যোমের সূতিকাঘরে,
দুধে' হাসি তার ক্ষুদে ফুল হ'য়ে ফুটিলি কি থরেথরে ?
অথবা শুনিয়া হৈমবতীর হিমময় বিদ্রূপ
মুচকি হাসিল শঙ্কর, তোরা পুষ্পিত তারি রূপ ?
হরের বৃষভ নিজ শৃঙ্গের বপ্রতুষার-ভার
গ্রীবা আস্ফালি দিয়াছে ছড়ায়ে তোরা বুঝি কণা তার ?
দ্রৌণ তোর নাম দ্রোণপুত্রের দুধের তৃষ্ণা বুঝি,
ক্ষুদের মণ্ডে উঠেছিস ফুটি কাঙাল গুরুর পুঁজি।
তপন-রথের অয়নযাত্রা-পথতল-খানি ভরা
তুই কি ফেনিল স্বেদের-বিন্দু অশ্ব-কেশর ঝরা ?
তৃপ্ত ভুবন শস্যসিন্ধু নিঃশেষে পান করি,
সৈকতে তার শঙ্খশুক্তি তোরা বুঝি ছড়াছড়ি ?
নিঃস্ব আজিকে প্রান্তর-ভূমি, তুই সম্বল তার,
কাঙাল-বধূর আয়তি-চিহ্ন যেমন শঙ্খসার।

শিশু

এই দুনিয়ার মালিক শিশুর দল,
তোদেরে নাচায়ে সংসার-ধারা চলে,
তোদেরি হাস্য, কলরব, কোলাহল
জীবন জাগায়ে রাখিয়াছে জলে থলে।
তোদেরি লাগিয়া পিতা মাঠে ঘাটে বাটে,
করি প্রাণপাত সন্ধ্যাপ্রভাত খাটে।
রাত দুপুরেও জননীর নাই ছুটি
ঘুম নাই তাঁর আঁখির পাতার তলে।
দীন-দুনিয়ার হৃদয়-রাজার দল,
তোদেরি হুকুমে সকল হাকিমই টলে।

তোদেরি লাগিয়া নৌকা-জাহাজ শত
দেশে দেশে ছুটে নদী-পারাবার ভ'রে,
রঙীন্ হইয়া তোদেরি বায়না যত
হাজার দোকানে বাজার তুলেছে গ'ড়ে
তোদের খেয়াল কে করিবে বল হেলা ?
যুবা বুড়া ফিরে শিশু হ'য়ে করে খেলা।
বোঝাই করিয়া ঠুন্‌কো পুতুল কত
একটী দণ্ড তুষ্ট করিতে তোরে,
চলেছে ছুটিয়া দেশে দেশে অবিরত
নৌকা জাহাজ সিন্ধু তটিনী ভ'রে।

শিশু

তোদেরি কণ্ঠে পরাতে রত্নহার
স্নেহময় পিতা সুদূর প্রবাসে ছুটে,
দূবে যায় তার সকল বেদনা ভাব
তোদেরি বদনে হাসিটুকু যদি ফুটে।
তোদেরে সাজাতে হেমময় আভরণে
সোনার খনির সন্ধান বনে বনে।
তাবি লাগি পুন পিতায় পিতায় রণে
চিতায় চিতায় হিংসার ধূম উঠে।
কচি মুখে মেওয়া-মাধুরী দেওয়ার লোভে
মরুদেশ হ'তে পিতা মেরুদেশে জুটে

বাগানে বাগানে এত যে সুফল ধরে
সফল তাহারা তোদেরি ত রসনায়।
গৃহে গৃহে ধেনু পালিত যে সমাদরে
তোদেরি ধাত্রী দেবী বলি পূজা পায়।
তোদেরি লাগিয়া বিড়াল-কুকুর, স্নেহে
নব-পরিবারে ঠাঁই পায় গেহে গেহে,
তোদেরি কৃপায় খাঁচায় খাঁচায় পাখী
ছাতু দুধ ছানা দাড়িমের দানা খায়।
দেবতারো আগে তোদেরে ভোজনে ডাকি,
দেবতা হৃষ্ট পরম তুষ্ট তায়।

পর্ণপুট

তোদেরি লাগিয়া রজনী জাগিয়া কবি
রচিছে শোলোক, ঘুমপাড়ানিয়া গান
শিল্পীরা কিবা আঁকিছে রঙীন ছবি,
যুঁই বনে হয় মৌচাকো নির্ম্মাণ।
তোদের কপালে টী' দেওয়ার লাগি সাঁঝে
মামা হয়ে চাঁদ জাগে যে গগন মাঝে।
তরুলতাগুলি আঁধারবুড়ীর সাজে
অভিনয় করে নিদ্রা করিতে দান।
ঝরোখার ফাঁকে উঁকি দেয় শিশুরবি
তোদের খেলায় করিবারে আহ্বান।

তোদেরি লাগিয়া ঘাটে পটে বটতলে
দেবতা জাগেন নানারূপে নানা সাজে,
দেউলে দেউলে দেউটীর মালা জ্বলে
সন্ধ্যা সকালে আরতিশঙ্খ বাজে।
তোদেরি লাগিয়া পার্ব্বণ উপবাস,
ঘরে ঘরে এত ব্রতপূজা বারোমাস,
তোদের স্বস্তি কল্যাণ অভিলাষ
সারাদেশ জুড়ে তীর্থ হইয়া রাজে।
মন-মুলুকের মালিক দুলালদল
নন্দদুলালো বিরাজে তোদের মাঝে।

শিশুশিল্পী

শিশু তুমি শিল্পী বড়, মোহন তোমার কারু,
যুগে যুগে জগৎ জুড়ে সৃষ্টি তোমার চারু।
হেসে কুঁদে নেচে কেঁদে নিত্য অভিনয়ে
চোখ ঘুরিয়ে হাতটি নেড়ে মুখ লুকিয়ে ভয়ে,
ধূলায় গড়াগড়ি দিয়ে আধ আধ কথায়,
কতক কল মুখরতায় কতক নীরবতায়,
গৃহে গৃহে এমনি তোমার সৃষ্টিলীলা চলে,
ঠাকুরমায়ের কোলে এবং মা'র আঁচলের তলে।

রুদ্র গোপাল গড়্‌ছ তুমি ভাঙ্‌ছ খামখাই,
আপন সৃজন-রত্নে তোমার দয়া দরদ নাই।
এক হাতে বিধ্বংস কর অন্য হাতে গড়',
ভাঙা গড়ার ছন্দোলীলায় আনন্দ বিতর'।
সৃষ্টি তোমার ধ্বংস-প্রবণ অল্প আয়ু তার,
তাই ব'লে তা' নয় প্রাণহীন নয়ক তা অসার।
সব হ'তে তা বরং মধুর সরস মনোহর,
সব হ'তে প্রাণবন্ত তাজা জ্বলন্ত প্রখর,
সব হ'তে সে দেয় যে বেশী আনন্দ অমল,
কুটীর হ'তে প্রাসাদ তোমার সৃষ্টিতে উজল।
সৃষ্টি তোমার বিম্বসম জেগেই লীয়মান,
ইন্দ্রায়ুধের মতন ক্ষণিক ভুলায় মনঃ প্রাণ।

পর্ণপুট

ফুলের মতন প্রতিদিবস ফোটে এবং ঝরে,
ফোটা ঝরার নাইক বিরাম হিসাব কে তার করে ?
ঘরে ঘরে হাজার হাজার নাট্য অভিনীত,
নিত্য গৃহালিন্দে শত চিত্র আলিখিত,
নিত্য নূতন কাব্য এবং নিত্য নূতন গান,
নশ্বরতার নিঃস্বতারেও বিজয় করে দান।
অমরতার অভাবেরে জিন্‌ল অজস্রতা,
অপূর্ব্বতায় ঘোষিত হয় অনন্ত বারতা ॥

লক্ষ্মী

এস মা লক্ষ্মী ফিরিয়া আবার কাঙাল লক্ষ্মীছাড়ার ঘরে,
রান্নাঘরের কান্না থামাও, এস মা শূন্য ভাঁড়ার ঘরে।
সন্তান তব ভিখ্ মেগে খায়, অন্নের দায়ে চা-বাগানে যায়,
কাঠ পাতা কুটো গোবর কুড়ায় মাঠে জঙ্গলে পেটের তরে ॥

কবে আনমনে কড়া কথা ক'য়ে দিয়েছি বিদায় চিনিনি তোমা,
ঝাঁপি কাঁথে সেই চলে গেছ আজো এ গৃহে ফিরিয়া এলে না গো মা।
পেচকেরে শুধু রেখে গেছ তব ঘটায় অশুভ নিতি নবনব,
তার আহ্বানে সারা দেশ কাক গৃধিনী শিয়াল কুকুরে ভরে ॥

লক্ষ্মী

চালে নেই খড়, চুলোয আগুন, দীঘি বা পুকুরে নাহিক জল,
মরায়ের তলা যেন ভাঙা বেদী, খামারে আসে না হাঁসের দল।
দিনে মরীচিকা রাতে আলেয়ায়, প্রান্তর আজি পান্থে ভুলায়,
বেনা, কুশ, কাশ, আকন্দ, ঘাস ক্ষেত্রমাতার স্তন্য হরে॥

গোভাগাড়ে চলে নিতি উৎসব শকুনির বড় ভাগ্যসুখ,
নিঃস্বের ঘরে শস্য না পেয়ে ঢেঁকির মুষল ভাঙিছে বুক।
দেহ, গেহ, জীব, দেব-প্রতিমার হইয়াছে শুধু কাঠামোটি সার।
বাজে নাক শাঁখ, জ্বলে নাক সাঁজ, উঠানে গোবর-ছড়া না পড়ে।

শূন্য বাগান, বসে নাক হাট, ঘুরেনাক ঘানি, চলে না মাকু,
কুমোরের চাক খায় নাক পাক, চলে না চরকা, ঘুরে না টাকু।
কামারশালের ফুস্‌ফুস্‌গুলি নিশ্বাস-বায়ে উঠেনাক ফুলি,'
জাহাজী পণ্যে বাজার ভরেছে, তোমার ছেলেরা না খেয়ে মরে॥

থেমে গেছে দোল গোষ্ঠযাত্রা, চড়কে গাজনে নাহিক ধুম,—
রাঙা শাড়ীখানি পরায়ে পূজায় মেয়েরে মা আর দেয় না চুম।
পৌষ-পার্ব্বণে নাহি পিঠে পুলি শিশুমুখে নাই হাসি, মিঠে বুলি,
জুটে নাক শাঁখা লালসূতা শুধু নারীর সধবা-চিহ্ন ধরে॥

বছর বছর আসে কোজাগর তেমনি উজল চাঁদের হাসি,
তোমার বিহনে অমাবস্যা মা এমন শারদ পৌর্ণমাসী।
আলিপনা-লেখা ধূলি হয়ে যায় ধূপধুনা শুধু ভস্ম বাড়ায়,
বাঙলা শ্মশানে ফিরে এস মাগো আবার অমৃত-কুম্ভ করে॥

পৃথক

দুই জায়ে আজ কর্‌ল কোঁদল নথ নাড়িয়ে জোরে,
দুই ভায়ে তাই পৃথক হলো তুচ্ছ ছুতো ধরে'।
দুই জায়ে তাই মনের সুখে, পাতায় আজি হাস্যমুখে
আপন আপন গৃহস্থালী মনের মতন করে'।
দুই বৌয়েরই ঘোমটা আজি গিয়াছে তাই সরে'।

দুই হেঁসেলে রান্না করে আজিকে দুই জায়ে
দুই চালেরই ধোঁয়া কিন্তু মিল্‌তেছে এক ঠাঁয়ে।
দুই নালীরই জলের ধারা এক ঠাঁয়েতেই হচ্ছে হারা।
দুই মোড়াতে মুখ ফিরিয়ে বসেছে দুই ভায়ে
হয় না মনে ধর্‌ল পেটে এদেরে এক মায়ে।

বেড়ালটা আজ কেঁদে কেঁদে এ-ঘর ও-ঘর করে,
একটী হেঁসেল ঘুরে চলে অন্য হেঁসেল ঘরে।
ভুলো, সাজার আমড়াতলায়, ভাব্‌ছে পড়্‌ল কাহার গলায়॥
সকাল বিকাল ভাগ করে ঠিক শিউলিছায়া পড়ে।
এরাই এখন দু'সংসারের তফাৎখানি ভরে।

তা' ছাড়া ওই পায়রা ইঁদুর টিক্‌টিকি চামচিকে
বজায় রাখে দুইটি ঘরের গোপন বাঁধুনিকে,
পাতকুয়া, গাই, ঢেঁকি, জাঁতা লয়ে তাদের ছুতো নাতা
রইল 'সাজার'—রাখতে তাজা গৃহবিবাদটিকে।
অনাহারে ময়না আজি চেঁচায় খাঁচার শিকে।

পৃথক

দু ভায়ে আজ খেতে বসে কেঁদেই হলো সারা,
দুই চারি গ্রাস নাম্‌ল গলায়, রইল বাকী বাড়া।
গৃহিণীরা বল্লে, "আহা, ভাইয়ের জন্য এতই মায়া,
ঘটা করে' কেন আবার পৃথক হাঁড়ী কাড়া,
জানিই মোদের নেইক গতি বাপের বাড়ী ছাড়া।"

সকাল হ'তেই কাঁদ্‌ছে খুকী প্রবোধ নাহি মানে,
ও ঘর হতে চেয়ে আছে পুঁটী এ ঘর পানে।
সাধ যায় তার ছুটে গিয়ে, ভুলায় তারে পুতুল দিয়ে,
মায়ের ভয়ে খুড়ীব ডরে হয় না সাহস প্রাণে।
অদৃশ্য এক পদ্মা নদী আন্‌লে কে মাঝখানে ?

মন্টি পচা ঘুন্টি হলো হঠাৎ সুবোধ, হায়,
কান্না ঠোঁটে চেপে রেখে কাতর চোখে চায়।
পট্‌লা আবার অবুঝ বড়, বায়না তাহার এমনতর,
খুড়ীর কোলে যাবে বলে, মা তাবে ধমকায়,
নাকের কাঁদন হলো তাহার ঢাকের কাঁদন তায়।

মন্টি শেলেট ফেরৎ দিল, ঘুন্টি কেদে রেগে
পাতকুয়োতে ফেলে দিল, জ্বর এল তার বেগে।
দুই মায়ে কে পৃথক করে' বাঁধলে এদের নিবিড় ডোরে ?
চাপাপড়া টানটা এদের উঠল হঠাৎ চেগে।
অনেকদিনের অনেক ব্যথাই উঠল আজি জেগে।

পর্ণপুট

দু-সংসারে বাঁধন ছিল হাজার সুখে দুখে,
ছিঁড়্‌তে গিয়ে আজকে সবি জেগেছে সম্মুখে।
কাটা পেঁপের দুটী ফালি   এ ওর দিকে চাচ্ছে খালি
অদৃশ্য নির্দ্দয় হাতে কে করাত চালায় বুকে,
বলিদানের দৃশ্য দেখ এই বাড়ীটি ঢুকে।

মিথ্যা-বরণ

নির্ম্মম ক্রূর সত্য চেয়ে মিথ্যা আমার ঢের ভালো,
আঁধারও চাই, চাইনে তবু ঝল্‌সায় চোখ যেই আলো।
রবির কিরণ তড়িৎ প্রখর দেখায় যদি রন্ধ্র বিবর,
চাইনে তবে, স্বপ্ন-মায়ার ক্ষণিক জোনাক্ তাই জ্বালো।

গড়েছি এই সাধের জীবন অলীকপুরের মাল দিয়ে,
না-জানার সব ফাঁক ভরেছি সোণার স্বপনজাল দিযে।
কর্কশেরে কান্ত করে' বেঁধেছি সব মায়ার ডোরে,
মাস্তুলের কঙ্কাল ঢেকেছি নায়ের রঙীন্ পাল দিয়ে॥

উর্ণনাভের মতই স্বতই রচেছি এই সংসারে,
আমার প্রাণের স্বপ্ন উষা দেছে অরুণ রং তারে।
শামুক শাঁখের দেহের মত এ ঘর যে মোর অঙ্গগত।
মৌলবীর আজান ডুবেছে কল্পবীণার ঝঙ্কারে।

মিথ্যা-বরণ

মিথ্যে সবি ? রয়েই গেল আনন্দ যে সত্যময় ;
তৃপ্ত তৃষার, তুষ্ট আশার, মিথ্যে হবার নেইক ভয়।
স্বস্তি আরাম শান্তি-সুধা, সত্ত মিটায় প্রাণের ক্ষুধা,
'থাক্‌বে না সুখ' সত্য হউক, 'সুখে আছি' মিথ্যা নয়।

আশে পাশে গভীর গুহা যায়নাক সাধ দেই উঁকি,
মিথ্যা হউক সত্য হউক য-দিন থাকি রই সুখী।
সত্য রচে শ্মশান শুধু, কিম্বা মরু উষর ধূ-ধূ।
শব-সাধনার সাধকত নই মায়ামোহেই রই ঝুঁকি।

জ্ঞানাঞ্জনের শলাকাটি নিয়ে, দোহাই, যাও সরো—
জ্ঞানটা তোমার সত্য কিনা আগে তাহাই ঠিক করো।
কাজেই যখন গোড়ায় গলদ, রচি' মায়ার রঙীন্ জলদ
ঘুরব দু'দিন শূন্যতাতে, যতই কেন ভুল ধরো।

সুখের স্বপন ভাঙবে জানি, হবেই শেষে সব ধুলো,
তাই বলে কি ঘুরবো পথে বাঁধব নাক চাল-চুলো ?
পাচ্ছি যাহা হাতে হাতে ভুঞ্জি যাহা আঁতে আঁতে,
সফল তা'ত উড়বে শুধু ভুক্তশেষের ছাইগুলো।

লীলাময়ের সৃষ্টিলীলার অভিনয়ের মঞ্চেতে,
জ্যান্ত পুতুল বিশ্বে মোরা মিথ্যা ঘোরে রই মেতে।
আমুল আত্ম বিস্মরণে সাফল্য তাই নট-জীবনে।
সত্যকে যে ভুলবে যত অভিনয়ে সেই জেতে।

মনচুরি

খুলিয়া বসেছিল ভুলিয়া এলোমেলো মঞ্জুসুষমার মঞ্জুষা,
উষা অকুণ্ঠিতা যেন অ-গুণ্ঠিতা বিথারি নন্দন'-বনভূষা।
দৃষ্টি এনেছে সে সৃষ্টি-মধুরিমা হরণ করি মনোমূর্তিটি,
আঁকিয়া নিছি বুকে আলোকছায়াপাতে অলোক-সুষমার স্ফূর্তিটি।

বীণাটি লয়ে করে পরমাদরভবে যক্ষ-রমণীর ভঙ্গিতে,
আত্মহারা ছিল কোকিল-কণ্ঠের দক্ষ বাগিণীর সঙ্গীতে।
দূরেও র'য়ে মোর যুগল শ্রুতি চোর হয়নি সম্ভোগে বঞ্চিত,
এনেছে হরি তারা কণ্ঠমধুধারা, স্মৃতিতে শ্রুতিসুখ সঞ্চিত।

পরশ উপাদেয় নয়নে অনুমেয়, ও দেহ ছুঁয়ে বায়ু সঞ্চরি'
আভাসখানি তার হরিয়া আনি দিল,—পুলকে তনু উঠে মঞ্জরি'।
অলক নিয়ে তার খেলিতে অনিবার সে চোবে দিল মূঢ় বিশ্বাসে।
সঙ্গ-মধুরিমা অঙ্গ-পরিমল লভিনু তাই মোর নিশ্বাসে।

এমনি করি সব হরিয়া বৈভব ফিরিতে গৃহপানে উল্লাসে,
দেখি যে মোর পানে ব্যঙ্গশর হানে দুপাশে লতিকার ফুল হাসে।
সহসা খুঁজে দেখি, ঠকেছি, হায় একি কখন গেছে মোর মনচুরি,
সে হারা মন লাগি চোরের সন্ধানে আজিকে সারা ত্রিভুবন ঘুরি।

মদালসা

অনিত্য যে নাম রূপ, অসত্য যে নামের বন্ধন
প্রকৃত সত্তার সনে, মদালসা, তোমার জীবন
প্রমাণ করেছে তাহা। বংশধারা, জন্মের সংস্কার
জীবনগঠনে নয় অনিবার্য্য উপাদান-সার,
সাধনা তা' হ'তে বড়—সাধনাই আত্মার সঙ্গিনী,
ব্রহ্মজ্ঞান লভি তাও দেখাইলে গন্ধর্ব্ব-নন্দিনি।

সেই ব্রহ্মজ্ঞান তরে, চতুষ্পাঠী মঠ তপোবনে
যাওনি কোথাও দেবি, রহি রাজ অন্তঃপুরকোণে
করিয়াছ প্রতিপন্ন, করে দান ব্রহ্মের সন্ধান
ব্রহ্মময় এই বিশ্বে সর্ব্বত্রই নিভৃত ধেয়ান।
নারীত্ব নহেক বাধা, ধনজন দেহশ্রী-যৌবন
কেহ নয় অন্তরায় পরাজ্ঞান করিতে অর্জ্জন,
একথা বুঝালে বিশ্বে সর্ব্বদ্বিধাদ্বন্দ্ব-সমাধানে
সর্ব্বঘটে ব্রহ্মলাভ সম্ভাবিত জীবাত্মার টানে।

আদর্শ-জননী তুমি মূর্ত্তিমতী গোপন সাধনা,
ভারতের মাতৃত্বের শরীরিণী আকৃতি বেদনা,
চেয়েছে চরম ইষ্ট স্নেহ তব, বুকের সন্তানে
'অল্পে' না ভুলায়ে রেখে পাঠায়েছে 'ভূমার' সন্ধানে ;
সন্ন্যাসের দীক্ষা দিয়া, শিক্ষা দিয়া অমৃত আগ্রহে
ব্রহ্মে চির মিলনের লোভে রহি ঐহিক বিরহে।

পর্ণপুট

একে একে বৎসগণে সাজাইয়া বৈরাগীর বেশে
জানিনা মাতৃত্ব তব রাজপুরে ছিল কত ক্লেশে ?
শুধু জানি মর্ত্তলোকে ব্রহ্মময়ী তুমি কল্পলতা,
'মোক্ষদার' রূপে তুমি জিনিয়াছ 'স্তন্যদার ব্যথা।'

পতিপ্রেম-যোগসূত্র রেখেছিলে ইহলোক সনে
পরত্রেরে বেঁধেছিলে দূর হ'তে বাৎসল্য-বন্ধনে।
অমৃতপিপাসা তব হ'লো মূর্ত্ত প্রাণের দুলালে,
দয়িতের প্রতীক্ষায় ছিলে শুধু পিশিত-কঙ্কালে।

মূর্চ্ছাপথে মহাযাত্রা যখন করিলে পতিব্রতা,
লজ্জায় কুণ্ঠিত হলো দৃপ্ত সহমরণের প্রথা,
পতির বিয়োগ-ব্যথা তাই তব সহজ মরণ,
আত্মহত্যা করি তুমি সহমৃত্যু করনি বরণ।

[* ব্রহ্মবাদিনী মদালসা গন্ধর্ব্ব-কন্যা ছিলেন—ঋতধ্বজ রাজার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিক্রান্ত, সুবাহু, শত্রুমর্দ্দন ও অলর্ক নামে তাঁহার চারি পুত্র ছিল। তাঁহার নিকট হইতে জ্ঞানোপদেশ লাভ করিয়া তিন পুত্র সংসারবিরাগী হইয়া সন্ন্যাস ব্রত অবলম্বন করেন। * * * দানবদিগের সহিত যুদ্ধে ঋতধ্বজ নিহত হইয়াছিলেন, এই নিদারুণ সংবাদ শুনিয়া মদালসা আর প্রাণ ধারণ করিতে পারিলেন না। সেই যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, আর উঠিলেন না। "ভারতীয় বিদুষী ॥"]

কৌষেয় ও কাষায়

নগরের প্রান্তে আসি শাক্যসিংহ অশ্বে তাঁর দিলেন বিদায়,
কিরাতে হেরিয়া তার মাগিলেন কটিধৃত বসন কাষায়।
বিস্মিত নিষাদপুত্র কৌষেয়-বাসের লোভে দিল ছিন্ন বাস,
চীর-পরিহারচ্ছলে অজ্ঞাতে সে তেয়াগিল চির মোহপাশ।
সাজিলেন তথাগত জীবরক্ত-কলঙ্কিত অশুচি বসনে,
জীবের বেদনারাশি যেন সবি নিজ দেহে ল'য়ে তার সনে,
চলিলেন বনপথে। কৌষেয় বসনে ব্যাধ চলে সাথে সাথে,
প্রভু ক'ন, "ফির বৎস! কোথা যাও মোর সহ এ গভীর রাতে?
ব্যাধ কহে "মহাশয়, কি বসন মোর দেহে পরাইলে তুমি?
সাধ যায় ধূলি' পরে লুটাই আনন্দভরে তব পদ চুমি'।
চোখে মোর আসে জল, সর্ব্ব অঙ্গ টলমল শিহরিয়া উঠে,
হাতের ধনুক অসি, মাটিতে পড়িছে খসি', রয়নাক মুঠে।
এ বসন পরশনে কাঁদে প্রাণ, জীবগণে ভাই মনে হয়,
ফিরে দাও জীর্ণ চীরে, এ বসন লহ ফিরে, লহ মহাশয়।"

তথাগত হেসে ক'ন,—"এস বুকে হে সজ্জন, দাও আলিঙ্গন।
মম সাধনার পথে এসে হে প্রথম বন্ধু অমৃত-নন্দন।
জীবন-বসনখানি জীব-রক্তবিন্দুদাগে লাঞ্ছিত মলিন,
অহিংসার সাধনায় করি এস মোরা তায় ধবল নবীন।
কৌষেয়েরে জীর্ণ করি জগতে ঘুচাই এস হিংসামোহদ্বেষ,
কাষায়ে পবিত্র করি রচি এস মানবের নির্ব্বাণের বেশ।"

গঙ্গার প্রতি

(মৃতবৎসার নিবেদন)

একে একে গর্ভে ধরে   বিষমব্যথায় প্রসব করে'
গঙ্গা মাগো তোরও-ক্রোড়ে একে একে দিলাম বিসর্জ্জন।
নিঠুর হয়ে আপন ছেলে   দিয়ে নদীর গর্ভে ফেলে
পরের ছেলেও ছিনিয়ে নেওয়া হলো বা তোর প্রথা চিরন্তন।

ভূলোক হতে স্বর্গ-পথে   তরঙ্গ তোর বিমান-রথে
তুরঙ্গমের মতই কেবল কতজনে যাচ্ছে বহে নিয়া।
পথের মত এদেহ হায়   কোথায় হতে কোথায় নে'যায়,
আসাযাওয়া কারা করেন জানিনা এ জীবন-পথটি দিয়া।

তাই যদি এ বক্ষে কেন   দিলি স্নেহের পীযূষ হেন ?
দেহের ব্যথা সইতে পারি স্নেহের ব্যথা কেমন ক'রে সই ?
একটি কথাও বল্লেনা কেউ   যেন তারা তোর জল-ঢেউ
শূন্য বালুবেলার মত আমি হেথায় একলা পড়ে রই।
নগরভরা কলোৎসবে   আমার গৃহই রয় নীরবে—
পায়রাগুলোর গুমরানিতে ভিতর বাহির ভর্‌ছে হাহাকারে।
কিসের লাগি সন্ধ্যা জ্বালা,   কাহার লাগি পর্ব্ব পালা ?
ভূতের বেগার খাটেন তিনি মিছে শুধুই ভূতেরি সংসারে।

মিছে ঠাঁয়ের দোষ ভাবিয়ে   মাসী পিশীর বাড়ী গিয়ে
প্রসব ক'রে কি ফল হলো, ঠাঁই বদলে কি গুণ বলো আছে ?
জন্মে যারা বন বাদারে   গাছতলে বা পুকুর ধারে
তারাও বাঁচে, এত ক'রেও আমার বাছা একটিও না বাঁচে।

গঙ্গার প্রতি

হয়নি চিকিৎসারো ত্রুটি   খেলাম কতই ওষুধ ঘুঁটি,
বদ্দি-ওঝা-পাণ্ডা-পুরুৎ দিল সবাই যার যা ছিল পুঁজি।
যাগ যজ্ঞ স্বস্ত্যয়নে   কি ফল ব্রত উদ্‌যাপনে ?
অভাগিনীর কান্নারোলে দেবতাগুলো বধির হলো বুঝি।

বাঁচল কিসে কাহার ছেলে   জেনে নানা নিয়ম পেলে
তোমার জলে অঙ্গ ঢেলে রক্ত দিলাম বক্ষ ক'রে ক্ষত,
এ গায়ে কি গয়না সাজে ?   মাদুলীতে ভব্‌ল তা যে
চৌদ্দ ক্রোশও রৌদ্রে হেঁটে দেবদেউলে ধন্না দিলাম কত।

সাধু ফকির গণক গুণী   হাড়ী ডোম ও যা' কয় শুনি,
আতুড় ঘরেই পরকে বেচি নাম রাখি তাই পাঁচকড়ি কি ক্ষুদু।
শুধাই মা বল কি তুক আছে   কিসে আমার একটি বাঁচে ?
হোক্‌না কালো খাঁদা খোঁড়া হোক্‌না মেয়ে—বাঁচুক আহা শুধু।

প্রথমবারে খেলাম যে সাধ   পরের বারে দিলাম তা বাদ,
নবম মাসে সইল নাক দশম মাসেই সইল তবু কই ?
বেটা ছেলে সয়না ব'লে   ভেবেছিলাম মেয়ে হ'লে,
বাঁচবে বুঝি প্রতিবারই উল্টা পেলে বৃথা আশায় রই।

একটি বাছার জন্য সাধি   শুধু কি আর আমরা কাঁদি ?
শ্বশুরকুলের পিতৃপুরুষ পিতৃলোকে ফেলছেন আঁখিনীর।
চা'ন তাঁরা হায় দীন নয়নে   আর্ত্ত আশায় মর্ত্ত্যপানে।
দু'দিন পরে তাঁদের ঘরে বাজবেনাক শঙ্খ আরতির।

আমার চেয়ে বাঁঝাও সুখী পোষে না সে এ ধুকধুকি,
দেয়নি বিদায় পেটে ধ'রে বছর বছর এমন সোণার চাঁদে
সইনু সকল জননীর দুখ পেলামনাক মা-হওয়া সুখ,
স্বপনে সব চাঁদপারা মুখ আমায় ঘেরি ওঁয়া ওঁয়া কাঁদে।

একে একে সাতটি ছেলে দিলি জলের গর্ভে ফেলে,
চিরদিনের মতন গেলি একটিকে ত রেখে পতির কাছে।
তেমনি একটি বাছায় বেথে যেতে বাজী বিশ্ব থেকে,
অভাগিনীর জীবন নিয়ে ঐটি যদি পতির কোলে বাঁচে।

উপেক্ষিতা

হিন্দুর গৃহ-প্রাঙ্গণে আমি অনামিকা ফুলবালা
একেকোণে রই দীনা কুণ্ঠিতা সহি ঘৃণা, বহি জ্বালা।
সবাই যখন ফুটেগো আমার তখন ফুটিতে নাই,
সাঁজে ভোরে আমি নাহি ফুটি, দিন দুপুরে ফুটিগো তাই।
হায়—আমি যে শবরীবালা
আমাতে হয়না দেবতার পূজা হয়না কবরী-মালা।

আমি দিন যাপি পত্রলেখার নীরব বেদনা নিয়া,
জীবনের এই খেয়া-নায়ে লুটে মীনগন্ধার হিয়া।
ভাব কি মর্ম্ম হৃদয়ধর্ম্ম তোমাদেরি শুধু আছে?
করি হৃদিহীন বুঝি বিধি দীন শবরীকে গড়িয়াছে?

উপেক্ষিতা

থাক্—সে কথা ব'লে কি ফল?
তাই বলি কেহ মুছিবে না হীন অশুচির আঁখিজল।

বৈকাল হ'তে সন্ধ্যা-মণিরা করে বারনারী সাজ,
বালিকারা করে তাদেরো আদর হেরি আর পাই লাজ।
চামেলি গোলাপ লভে মর্য্যাদা কোন্ দেশী তারা শুনি?
পরদেশী ঐ হাস্নু-হানারে শুচি কয় কোন্ মুনি?
যাক্—সে কথা বলো কে কয়?
পাতা-বাহারের গরবিনী মেয়ে মা-গোঁসাই তারা নয়।

আছে তাহাদের শ্রীমাধুরী আর শোভন গন্ধামোদ,
তাহাদের সনে তুলনা চলে না আছে এতটুকু বোধ।
তবু বলি, আমি কুরূপা হলেও আছে মোর ক্ষুধা তৃষা,
নারীর ধর্ম্ম সকলি, আমারো আসে বাসন্তী নিশা।
হায়—হৃদয় কেহ না খুঁজে
অধমার হৃদি নহে প্রেমহীন, বুঝেও কেহ না বুঝে।

মানি অধিকার নাহিক আমার জানি আমি হেয় হীনা,
প্রেমের তত্ত্ব বুঝি না—ভাবিয়া ক'রোনা অমন ঘৃণা।
বুঝি তোমাদের প্রেম আলাপন যদিও শ্রবণ রুধি,
বুঝিতেও পারি চুমাকাড়াকাড়ি যদিও নয়ন মুদি।
মোর—বলিবার কিছু নাই—
বলিতেছিলাম এ নহে আমার ফুটিবার ঠিক ঠাঁই।

ক্ষমাভিক্ষা

তব মন্দিরে অযুত ভক্ত বন্দিছে নিশি দিন,
আমি তার মাঝে অবোধ অধম অক্ষম দীনহীন,
তব পুরোহিত বলি পরিচয় দিয়া দেবি আপনায়,
বঞ্চনা করি কত জনে আমি অপরাধী, হায় হায়।

কৃপা করি দেছ কমলকাননে পশিবার অধিকার,
সাজী ভরি আমি তুলেছি তোমার শতদল কতবার,
বিভ্রমময় বিলাস-লীলায় করিয়াছি বিনিয়োগ,
কমলমাধুরী তোমায় না দিয়া আপনি করেছি ভোগ।

অমৃতকল্প তব প্রসাদের বণ্টনভাব পেয়ে—
গর্ব্বে মত্ত পাত্রাপাত্র দেখিনিক হায় চেয়ে।
তোমার মহিমা বুঝে কিনা বুঝে করিনিক বিচারণ,
শৃগাল কুকুরে তোমার প্রসাদ করিয়াছি বিতরণ।

মন্দিরে যারা ভিড় ক'রে আসে তাদেরে দিয়াছি বাধা,
তোমার পূজার বিনিময়ে আমি চাহিয়াছি মর্য্যাদা।
ব্যবসার লাগি তব মরালের পালখ করেছি জমা,
শ্রদ্ধাহীনেরে অক্ষম জনে করিতে পারিনি ক্ষমা।

বিত্তবানের দুয়ারে কতই বহেছি অর্ঘ ভেট,
বন্দনা কত করেছি ছন্দে করি মোর মাথা হেঁট,
তোমার পদারবিন্দ-মাধুরী-সিক্ত কণ্ঠে মম।
জননী ভারতি ভগবতি এই অপরাধগুলি ক্ষম'।

নবতীর্থ

পুরাণে শুনেছি দক্ষঋষির যজ্ঞভূমির 'পরে
ত্যজিলেন তনু শিবসুন্দরী অভিমানে অনাদরে ;
বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিত হ'য়ে সে তনু ভারত ভরি
বিরচিল একপঞ্চাশপীঠ একান্ন ঠায়ে পড়ি'।
মর্ম্মন্তুদ দারুণ বেদনা সঙ্গে যায়নি তাঁর,
বলেনি পুরাণ, কোথায় রহিল সে দুখ-বেদনাভার।
এতদিন পরে পেয়েছি আমরা সে ঠাঁয়ের সন্ধান,
পরমতীর্থ অশ্রুগঙ্গা-পুলিনে বিরাজমান।
ভূভার হরিতে এ কারা-তীর্থে বিশ্ব করিতে ত্রাণ,
জনম লভেন দেবকী-জঠরে যুগে যুগে ভগবান।
যুগে যুগে তথা সিদ্ধি লভেন শিশু প্রহ্লাদগণ,
জনকতনয়া-পুণ্যাশ্রুতে পূত যার প্রাঙ্গণ।

আজি এ তীর্থে মহাশুভযোগ মিলেছে কুম্ভমেলা,
দলে দলে দলে যাত্রীরা চলে যায়নাক ভিড় ঠেলা।
কল কলরব মহাউৎসব জয় জয়ধ্বনি উঠে,
ভক্তেরা জুটে এ ইহজীবন ধরি অঞ্জলিপুটে।
কত অনশন কত লাঞ্ছনা কত দুখ ক্লেশ হায়
ব্যথাময়ী মার মন্দির পানে তবু দলে দলে ধায়।
শোণিতে পূর্ণ ভোগের পাত্র শিকলে বাজনা বাজে,
সহন-হবিতে যজ্ঞ-দহন মানস-কুণ্ড মাঝে।

হেথা ইহসুখ পাষাণবেদীতে করিলে সকলি দান,
দূরে যায় শত জন্মজড়িত হীনতার অপমান,
শতবর্ষের দাস্যের পাপ দূরে যায় হেথা স্নানে,
মুক্তির চির স্বর্গের পথ সুরু হয় এইখানে।

শরতের ব্যথা

শরৎ প্রভাতে রাজে মাঠ ভরি উজ্জ্বল স্বপন,
শ্যামল তরঙ্গে নাচে শরতের তরুণ তপন।
শস্যগর্ভ সুচিক্কণ ঘনশ্যাম ধান্য তৃণদল
নিবিড় পীবরগুচ্ছে পুলকিত পবন-চঞ্চল,
মাঝ দিয়া আলিপথে মুখ-বাঁধা লয়ে গাভীপাল
চলিয়াছে দূর মাঠে গান গাছি আনন্দে রাখাল।
করে লুব্ধ দুই পাশে স্নিগ্ধ স্বাদু শালি তৃণ যত
মুখ বাঁধা তবু গাভী ভুঞ্জিবারে হইয়া উদ্যত
পাচনি-আঘাত পায়, হায় নিজ রক্ষকেরই হাতে।
ধান্যে তৃণে ভেদটুকু তাদেরে যে নারিল বুঝাতে
চোখ না বাঁধিয়া কেন তাহাদের বাঁধিল সে মুখ ?
শরতের সব শোভা ম্লান করে বুভুক্ষুর বুক।
আকাশে বাতাসে মাঠে বাজে হর্ষে রাখালের বেণু
তার মাঝে কাঁদে তাই জীবমাতা "শ্যাম কল্পধেনু॥"

শঙ্খ-চিল

হে জীব-মঙ্গলব্রতী শঙ্খচিল তুমি লোকপাল,
দূর করো লোকালয় হ'তে ক্লিন্ন গলিত জঞ্জাল।
নহ তুমি শিতিকণ্ঠ, সিতকণ্ঠ, তবু শিবসম
শবাসন-সমাসীন, হে সন্ন্যাসি, তব পদে নমঃ।

শুদ্ধসত্ত্ব কে তোমারে, ঘৃণাভরে কহিবে অশুচি ?
নিন্দিবে অমেধ্য বলি কেবা তব শুভঙ্করী রুচি ?
সর্ব্বপাপহর যিনি তাঁরি পদ আসিতেছ ছুঁয়ে,
দেহ পূত করিতেছ শুচি সূর্য্যকরজালে ধুয়ে।
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড যবে অগ্নিগর্ভ সহস্র কিরণে
ঝলসিয়া পীড়া দেয় চরাচরে নিখিল ভুবনে,
সানন্দ সাহসে তুমি উঠ' উচ্চে মেলি পক্ষ দুটী,
ভুঞ্জ তার রুদ্র রঙ্গ সহি তপ্ত সুতীব্র ভ্রূকুটী।

ধরণীর অর্ঘ্য তুমি নিয়ে যাও তাঁহার সকাশে,
প্রদক্ষিণ কর' তুমি বার বার বেদী চারিপাশে।
রুদ্রের নিকটে গেলে রুদ্র বুঝি রুদ্র নাহি রয়।
জানাও মাভৈঃ রবে তীক্ষ্ণকণ্ঠে কোন্ বরাভয় ?
কত নিম্নে রহি মোরা কত উর্দ্ধে তোমার সংসদ্,
তবুও করো না ঘৃণা আমাদের পুরজনপদ।
হিতব্রত পুরোহিত মার্ত্তণ্ডের অর্ঘ্য-নিবেদনে,
গ্রহশান্তি-স্বস্ত্যয়নে। নমি আমি তোমার চরণে।

নব-বিবাহ

যেমনটি ঠিক ছিলে তুমি বারো বছর আগে,
এখন তুমি তেমনটি নও, নূতন তোমায় লাগে।
নূতন রসে নূতন রূপে অপূর্ব্ব আজ প্রিয়ে,
তোমার সাথে নতুন ক'রে করতে হবে বিয়ে।

বিনা পরিচয়ের হঠাৎ প্রথম পরিণয়,
সেটা তেমন সিদ্ধ নহে সভ্য লোকে কয়।
বারো বছর পূর্ব্বরাগে জম্‌ল প্রণয় প্রিয়ে,
কাজেই তোমায় করতে হবে নূতন ক'রে বিয়ে।

অনেক বাধাই ছিল তখন, আশঙ্কা, সংশয়,
লজ্জা ছিল, কুণ্ঠা ছিল, ছিল অনিশ্চয়,
সে সব গেছে, আজকে সাহস নির্ভাবনা প্রিয়ে,
নিরুদ্বেগে আজকে তোমায় করব আবার বিয়ে।

তৃষ্ণা তখন প্রখর ছিল রূপের মোহ ঘিরে.
অসংসারের বিয়ে সেটা নিকুঞ্জ-কুটীরে।
গৃহজীবন ঠিক ব'লে তায় মান্‌বে কেন প্রিয়ে ?
সংসারে তাই নূতন ক'রে করতে হবে বিয়ে।

বরযাত্রী ডাকবনাক, বল্‌বে পাগল লোকে,
দৃষ্টিবদল হ'বে এবার মনের চারি চোখে।
তিনটি বাছা মাঝখানেতে থাক্‌বে শুধু প্রিয়ে
সাক্ষী হ'য়ে। নূতন ক'রে করব তোমায় বিয়ে

তোপচাঁচী দর্শনে

[ধানবাদ মহকুমার কয়লা খাদ অঞ্চলের দারুণ জলকষ্ট নিবারণের জন্য কলের জল সরবরাহের উদ্দেশ্যে পার্শ্বনাথপাহাড়ের নিকটে একটি হ্রদ খনন করা হইয়াছে। উহার নাম তোপচাঁচীর হ্রদ]।

পার্শ্বনাথের পার্শ্বে হেথা খুল্লে কে জলসত্র ?
শুক্‌নো শাখায় আজ তা জাগায় মঞ্জরী-ফল-পত্র।
জীর্ণ মরুর শিরায় শিরায় জীবন-ধারা ছুট্‌ল।
কালোমুখের শুক্‌ন ঠোঁটে শুভ্রহাসি ফুট্‌ল।
কবর হতে শিউরে ওঠে কঙ্কালী কার স্পর্শে ?
অঙ্গারকের অঙ্গে আজি শোণিত ছুটে হর্ষে।
গণ্ডে ফুটে অরুণিমা সোঁদাল-গাঁদার কুঞ্জে,
জীবন পেয়ে কয়লা-কুচি ভোম্‌রা হ'য়ে গুঞ্জে।
মর্ম্মগুহার আঙারদানে লুকায় প্রাণের বহ্নি,
তপ্ত শিলার অঙ্গ জুড়ায় প্রলেপে কোন্ তন্বী ?
ঘনীভূত অগ্নিজ্বালা স্পর্শে যে দেয় শৈত্য,
অশ্রুমোচন করে যত ভস্মলোচন দৈত্য।
শেওলাফুলের মাল্য দুলে কয়লা-কুলীর বক্ষে,
পাহাড়-হাড়ে দূর্ব্বা গজায় স্বপনমায়া চক্ষে।
বল্কভূষা শবরী পায় পট্টবাসের তৃপ্তি,
শ্মশান-প্রেতের হৃদঙ্গারে অট্টহাসের দীপ্তি।

ভরে নবীন নবীন জীবে গিরিমাতার অঙ্ক,
কুকুরী তার তৃষ্ণা জুড়ায় শূকরী পায় পঙ্ক।
উপনিবেশ রচে হেথায় বিদেশী সব পক্ষী,
শালের ডালে পলাশ বনে চাক রচে মৌমক্ষী।
দিগ্‌বালিকার শূন্য গলায় বকের মালা দুল্‌ল,
সলিল পেয়ে বাঘবাঘিনী শোণিত-তৃষাও ভুল্‌ল।
জলপিপি পানকৌড়ি আসে মিষ্ট জলের গন্ধে,
ধেনু হল পয়স্বিনী নবীন তৃণ কন্দে।
মাদলে সুর-বাদল ঝরে, অঙ্গে ঝরে ঘর্ম্ম,
সিক্তসরস কণ্ঠ আজি তৃপ্তি ভরে মর্ম্ম।
হুজুরেরা নিজের তরেই আরাম করেন বন্দী,
মজুরেরা যায় বেঁচে তায়, এম্‌নি খোদার ফন্দী।

কৈফেয়ৎ

যা কিছু জেনেছি, যা কিছু ভেবেছি, যা কিছু পেয়েছি, পাবো,
না করি বিচার সকলি তাহার ছন্দে গাঁথিয়া যাবো।
ছন্দে রচিত জীবনচরিত ছড়ান' পুঁথির পাতে,—
আমারি কি শুধু? কতটুকু মোর তফাৎ তোমার সাথে?
সবি তা' সরস কবিতা হইবে এমন নাহিক কথা,
কোন'টি তত্ত্ব, কোন'টি সত্য, কোন'টি ছন্দে ব্যথা।
কোন'টি মূঢ়তা, বালচপলতা, কোনটি শুধুই গীতি,
কোনটি ব্যঙ্গ, ইঙ্গিত কেউ, কোন'টি পুরাণো-স্মৃতি।

বৈকেষ্ম্বৎ

তরুণ-প্রৌঢ় নবীন প্রবীণ সবে আছে মোর মাঝে,
অজ্ঞ বিজ্ঞ কবি ও অকবি সবাই সেথানে রাজে।
কে কবে কখন গেয়ে উঠে তার কিছুই নাহিক ঠিক,
হাসে ফিক্ ফিক্ লুকায়ে, যখন লোকে করে ধিক ধিক।
ছন্দে গাঁথিয়া সব কথা বলি শোনাতে চাহিনা ডাকি,
যার যাহা রুচে শুনুক সে তাই অসীমে মিশুক বাকী।

আমার কল্পকাননে সতত বিরাজিছে ঋতুরাজ,
সকল গুল্মলতিকা পরেছে উৎসবোচিত সাজ।
কাঙালিনী মেয়ে ভিক্ষার দান জড়ায়ে পরেছে গায়,
পুঁই-মেটুরীর রঙীন রসে সে আল্তা এঁকেছে পায়।
মাঠের মজুর শুধু রঙ ক'রে গামছা ফেলেছে কাঁধে,
রাখাল শুধুই বাবরীতে চাঁপা গুঁজেছে নূতন ছাঁদে।
তাই বলে আমি ভাবিতে পারিনা তারা না আগুনে রয়,
সবার মিলনে উৎসব এটা ধনী-মজলিস্ নয়।

দোপাটীর বন লোপাট করিয়া সিমুলে নিমূল ক'রে
দ্রোণে দলি পায় অপরাজিতায় পরাজিত করি জোরে,
বেলা চম্পকে মল্লীতে শুধু বনভূমি র'বে সাজি,
এ বিধি বিধানে আর যেই হোক ঋতুরাজ নয় রাজী।
শুক্‌নো গাছের ডালে ডালে উঠে ঝিঙাফুলও করে আলো,
এমনো দেবতা আছে যে গরল-ধুতুরাই বাসে ভালো।

অনাগতের উদ্দেশে

অনাগত বন্ধু রসিক অজ্ঞাত মোর আজকে যারা,
ভবিষ্যতের স্বপ্নমাঝে সুপ্ত আছ সংজ্ঞাহারা,
তোমাদেরি জন্য, বঁধু
কণায় কণায় জমাই মধু,
তোমাদেরি জন্য আমি যাচ্ছি পুঁতে ফুলের চারা।

নীরবে সই নিন্দা গ্লানি লাঞ্ছনা লাজ আজকে সবি,
অনাদৃত অবজ্ঞাত আমি কাঙাল কুটীর-কবি।
তোমাদেরি আশায় তবু
ছাড়িনি এ তন্ত্রী কভু,
লক্ষযোজন দূরে থেকেও তোমাদেরি মৈত্রী লভি।

ধূলিবালির তলে ঢাকা পড়বে আমার পুঁজিপাতি,
দাবাবে তায় মাটীর তলে অনেক অনাদরের লাথি।
তবু জানি তোমরা এসে
চুঁড়বে সে সব অনেক ক্লেশে
খুঁড়বে মাটী আন্‌বে টেনে আলোয় পুন খুঁজি পাতি'।

কতজনের কত যে ধন বক্ষে ধ'রে আছেন ধরা,—
মানুষের সেই হারাধনেই এ ধরণী বসুন্ধরা।
খুঁজে তোলার লোক মেলে নাই
বিশ্ব আজি নিঃস্বরে তাই,
আগের সাথে পরের যোগে ছিন্ন হলো পরম্পরা।

অনাগতের উদ্দেশে

সে দিন গেছে, আজ জেগেছে প্রত্নধনে যত্ন প্রীতি,
তুচ্ছতম সাধনাকেও হারায় না আজ কালের স্মৃতি।
সকল সাঁচ্চা সকল মিছার
তোমরা সখা করবে বিচার,
আবর্জ্জনার ভস্মতলেও জহরকণা খুঁজবে নিতি।

বিশ্ব বিশাল, শাশ্বত কাল, ডরি না তাই বর্ত্তমানে,
সরস্বতীর মঠাঙ্গন এই বাড়বে কত কেই বা জানে?
বাণী একা নয়ক কারো,
বাড়ছে সেবক, বাড়বে আরো।
তাদের মাঝে তোমরা রবে, চেয়ে আছি সে দিন পানে

জীবন আমার দেয়নিক যা মরণ দেবে সগৌরবে,
মরণের নীল পক্ষছায়ে ঈর্ষ্যা-পীড়ন আর না র'বে।
ভক্ত-মনের মধুর যোগে
মধুর হয়েই লাগবে ভোগে,
বিলাসে যা চল্‌লনা আজ, চল্‌বে তাহা মহোৎসবে।

জানি আমি তোমরা আমার সব অপরাধ করবে ক্ষমা,
প্রীতির শশিকলায় আমার ঘুচে যাবে মসীর অমা।
হবে আমার উপহরণ,
নবীন সৃজন-উপকরণ,
অনাদৃত কৃপণ সম তাই পুঁজি মোর করছি জমা।

বিস্মরণী

হে ভোলানাথ, ভাঙের ঘোরে থাক ভুবন ভুলে,
কটির বাঘের-চামড়াখানা কেবলই যায় খুলে।
ভুবনভোলা ভাবটি তোমার অনেক তপের ফলে,
ভুল্‌তে শিখাও এই নিবেদন নিত্য নয়ন জলে।
যেমন ক'রে বাগ্মী ভুলে সভাগৃহের ভিড়,
যেমন ক'রে জীবন ভুলে সমর মাঝে বীর;
যেমন ক'রে লক্ষ্যভেদী ভুলে চতুর্দ্দিক,
লক্ষ্যে শুধু দৃষ্টি রাখি তীক্ষ্ণ অনিমিখ;
ঘুড়ির পানে চেয়ে বালক ভোলে যেমন মাটি,
মাছশিকারী যেমন ক'রে নেহারে ফাৎনাটি,
শঙ্কা ভুলে চিন্তামণির ভৃত্য যেমন করি'
মড়ায় চড়ে সাঁৎরে নদী সাপকে ভাবে দড়ি;
যেমন ক'রে ভুল্ল মীরা রাজমহিষীর মান,
ধ্যানী যেমন ক'রে ভুলে আপন দেহখান,
স্বপ্নে যেমন ভুলে মানুষ আপন বেদনায়,
স্তন্যমুখে শিশু যেমন কাঁদন ভুলে যায়,
তেম্‌নি ক'রে ভোলাও মোরে বিশ্বভুবনখানি,
এক নিমেষো ভুলতে পেলে ভাগ্য মনে মানি।
ভুবনভোলা বিস্তালাভের দাও হে খাতে খড়ি,
হে ভোলানাথ, ভুলেই যেন ভিক্ষাঝুলি ভরি।

শিশুর জাতি

অতুল সেদিন বল্লে মোরে,—"বাবা
ওদের বাড়ী খেতে কেন বারণ ?
জবাব দিলাম "খেলে যে জাত যায়
উহাই বাছা একমাত্র কারণ।"
খানিক ভেবে বল্লে অতুল, "ওরা
আমায় কিন্তু বড়ই ভালবাসে,
কোলে তুলে আদর করে কতই
গল্প শোনায় আমায় নিয়ে পাশে।
কত কি যে খেল্‌না কিনে দেয়
মাথায় গায়ে বুলায় তারা হাত।
আচ্ছা বাবা খেলেত জাত যায়
বাস্‌লে ভাল যায় না কেন জাত ?"
জবাব দিলাম "ওরে পাগল ছেলে,
ভালবাসায় হয়না জাতের কিছু,
খাওয়াদাওয়ায় ঘটে যতেক দোষ
উঁচু যারা হয় তাহারা নীচু।"
অতুল এটা বুঝ্‌লনাক ভালো,
বল্লে,—"বাবা, ভালোই বাসে যারা,
জাত যদি যায় তাদের বাড়ী খেলে
তবে আমি হয়েছি জাতহারা।

পর্ণপুট

দিদির বাড়ী মামার বাড়ী আমি
যাইত বাবা, কত বারই খাই,
তারা আমায় ভালোও বাসে খুব
তবে আমার একটুও জাত নাই।"
জবাব দিলাম—"ওরে পাগল ছেলে
তারাত আর নয়ত ছোট জাত,
জাত যাবে তোর যতই বাসুক ভালো
খাস্ যদি ছোট জাতের ভাত।"
বল্লে অতুল—"জাতে ছোট ওরা
আমিও ত নেহাৎ ছোট ছেলে
ছোট যে-জন কেনইবা তার জাত
যাবে বাবা ছোটর বাড়ী খেলে?"
এবার আমি হ'লাম নিরুত্তর
আর কি ইহার জবাব দেওয়া চলে?
ছেলের কথা চমক ভেঙে দিল
মনের দেশে তুমুল কোলাহলে।
শুধু অতুল বিশ্বে কি হায় ছোট?
এক ভগবান্ ভিন্ন কেবা বড়?
যতই কেন চিলেকোঠায় ওঠ
যতই কেন "বংশশিরে" চড়ো।
মিথ্যে বড়াই ছোটর সঙ্গে ছোটর ব্যবহারে,
অতুল বুঝে ঢের বেশী আর আমরা বুঝি না রে!

হাফেজের নৈরাশ্য

কি হবে স্মরিয়া চেগিলের সেই গোলাপকলির দিন ?
হৃদয়ের মধু উন্মাদনা যে হয়ে আসে ক্রমে ক্ষীণ।
কে শুনিবে ম্লান হতাশের গান চারিপাশে শুধু চাই,
নিভে আসে দীপ, নুয়ে পড়ে দেহ, কোথাও দরদী নাই।
প্রেয়সীর চোখে নাহি উষালোক, গোধূলিধূসর আজি,
উপলের মত ব্যথিছে কলিজা অশ্রুগুটিকারাজি।
শত্রুর দেশে যাত্রী হয়েছে,—মিত্র আছিল যারা,
নবযৌবন-প্রমোদসৌধ—হয়েছে লৌহ-কারা।
যে দীপালী শুধু বিলা'ত রশ্‌নি এবে তা' ঢালিছে কালি,
সখার শপথ বিপথে গিয়াছে বিথারিয়া চতুরালী।
ভন ভন করে শুধু মাছিগুলো মধু নাই মৌচাকে,
একটি কণাও খোশবু নাই এ আতরদানের ফাঁকে।
লক্ষ্যবিহীন দিনগুলি গেছে ব্যর্থ কাজের ঘোরে
জানিনা চামেলি-বন্যা আসিয়া কখন গিয়াছে সরে'।
ক্লিষ্ট জীবন চাপাল পৃষ্ঠে,—জঞ্জাল যত তার,
উষ্ট্রের সম করেছে কুব্জ—ভারের উপর ভার।
কি লাভ করিনু এত বসন্তে নাহি পাই কিছু খুঁজি,
কোরকের শুধু শুকান ওরক্‌ কাঁটাই করেছি পুঁজি।
ঘোড়ার লাগাম খসে' পড়ে যায়,—যৌবন এবে ক্ষীণ,
'রেকাবের' পরে টলিয়া কাটিবে শেষের কয়টা দিন।

মরণের অর্ঘ্য

মহাশঙ্খ-হার

শব-সাধনায় রহি দীর্ঘকাল শ্মশানের মাঝে
জাগাইলে জাতীয় জীবন।
মানবের মুক্তি লাগি তব মুখে মহাশঙ্খ বাজে
গঙ্গোত্রীতে আনিলে প্লাবন।
জীবজগতের ত্রাতা কণ্ঠে আজি সঁপিনু তোমার,
মহামানবের অস্থি-বিরচিত মহাশঙ্খ-হার।

রুদ্রাক্ষের হার

জড়-যজ্ঞযূপে তুমি দেছ ভোগলালসায় বলি
অজরের গাহিয়াছ জয়,
রুদ্র তব অক্ষি হতে ব্রহ্মতেজ উঠিয়াছে জ্বলি
'লোকায়তে' করিয়াছে ক্ষয়।
ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষি ধ্যানী কণ্ঠে আজি সঁপিনু তোমার
তপস্বী তরুর তপঃফলজাত রুদ্রাক্ষের হার।

গজমুক্তাহার

সার্ব্বভৌম নরপতি প্রজা পালি সুতনির্ব্বিশেষে—
বিশ্রামার্থ নিয়েছ বিদায়।
তোমার কল্যাণমন্ত্র বিঘোষিত আজি দেশে দেশে
ডঙ্কা শৃঙ্গ বৃংহণে হ্রেষায়।
তাতকল্প লোকনাথ কণ্ঠে আজি সঁপিনু তোমার
ঐক্যবন্ধসূত্রে গাঁথা একাবলী গজমুক্তা-হার।

মরণের অর্ঘ্য

তুলসীর হার

শুনালে প্রেমের বাণী হে প্রেমিকজন-চিত্তাধিপ-
দ্বেষদ্বন্দ্ব করিয়াছ দূর,
সপ্তদ্বীপে মিলাইয়া রচিয়াছ এক নবদ্বীপ
ভ্রান্তিপুর হলো শান্তিপুর।
প্রেমের ঠাকুর তুমি কণ্ঠে আজি পরাম্থ তোমার
আলিঙ্গনসূত্রে গাঁথা তুলসীর কঙ্কালের হার।

পদ্মবীজ-হার

বাণীর সেবকগণ ওগো শিল্পী ওগো কবিবর,
গীতে, কাব্যে, গঠনে, রঞ্জনে,
যে গৌরব যে বৈভব বিতরেছ মরতে অমর
নবস্রষ্টা বিশ্বমনে মনে।
তোমাদের কণ্ঠে লহ জয়মাল্য এ অর্ঘ্য আমার,
বাণীর চরণ-পদ্মবীজে রচা হার—উপহার।

মরণের নিবেদন

জীবন হয়েছে ধন্য তোমাদের শ্রীচরণ চুমে,
গৃহে তার কুবেরের ধন।
যশের মাণিক্যে আর প্রেমহেমে ভক্তির কুসুমে
মাল্য গেঁথে করেছে অর্পণ।
লুণ্ঠনে করেছ নিঃস্ব, এ ভাণ্ডার শুধু অস্থিসার,
লহ কণ্ঠে পরাজিত মরণের অস্থি-উপহার।

জীবন-সংগ্রাম

কে বলে মরণ জয়ী ? জীবনের বিজয়-বিস্তার,
হের কবি বিশ্ব ভরি', শোন' তার জয়-জয়কার।
সর্ব্বত্র রুধিয়া দ্বার মৃত্যু রহে আগুলিয়া পথ,
কোথা সে বারিতে পারে জীবনের বৈজয়ন্ত-রথ ?
মানব-পতঙ্গ-কীট-পশুপক্ষি-বীজাণুর রূপে,
অথবা শৈবাল-গুল্ম-তরুলতা-মাঝে চুপে চুপে,
জীবনই বিজয়ী শেষে। রুদ্র করি শূল-সংহরণ,
ফুলে বিমণ্ডিত করে বার বার স্রষ্টারি চরণ।

বন্যা আসে,—স'রে যায়—বাড়ে তায় শস্যেরই সম্ভার,
তটিনীর কূলে কূলে কীর্ণ হয় শ্যামল প্রসার।
ঝঞ্ঝা আসে,—ভাঙে শাখা—ভগ্নক্ষতে সহস্র অঙ্কুর,
ছুটে আসে;—ঝরে ফল,—ছিন্ন করে প্রশাখা প্রচুর,
নব নব জন্মে তরু। করে রুদ্র অশনি হুঙ্কার
শত শত মরে তায় প্রাণ পায় হাজার হাজার।

জ্বলে বনে দাবানল—দহি' তারে বিরচে সাহারা,
ভস্মরস পেয়ে তায় ধূলিলীন আছিল যাহারা,
তাহারা গহনতর রচে বন বিজয় উল্লাসে।
মরুরে বিজয় করি মরুকুঞ্জ শ্যাম হাসি হাসে,
খর্জ্জুর-পত্রের ধ্বজা তুলি উচ্চে। উষ্ট্রযূথ ধায়
সগর্ব্বে লাঞ্ছিত করি মরুবক্ষ চরণের ঘায়।

জীবন-সংগ্রাম

নিদাঘপ্রারম্ভে তার জয়যাত্রা তুষার-মণ্ডলে,
শ্যামলে ভরিয়া দিতে প্রাণহীন নীরক্ত ধবলে,
হেমন্তেও তার শক্তি হিমতলে রহে প্রতীক্ষায়,
পাণ্ডুর শৈবালরূপে, বল্গামৃগ সে সন্ধান পায়
ক্ষুরাঘাতে হিমশিলা ভাঙি, করি বল আহরণ,
তুষার-কুটীরবাসিগণে পুন সে করে ভরণ।

লক্ষ লক্ষ যুগ ধরি রক্তকীট আপনার হাড়ে
জীবনের জয়স্তম্ভ গড়ি তুলে মরণ-পাথারে
তিলে তিলে। বজ্রক্ষত তরুবক্ষে, নব শ্যামলতা
পল্লবী প্রলেপ দিয়া পুষ্পস্পর্শে মৃত্যুভয়ব্যথা
দূর করে। শুষ্ক মূলে বল্মীকেরা পাতিছে সংসার ;
মরণের শূলদণ্ড ভরি জাগে মঞ্জরী-সম্ভার।

হিমার্ত্ত মরণপুরে বসন্তের শোন' জয়ধ্বনি,
বাঁচায় সন্তাপমৃতে বরষার বিশল্যকরণী।
ফলের কঙ্কালে ভরা মর্ম্মরিত ফুলের শ্মশানে
জীবন নিমগ্ন থাকে শবাসনে কল্যাণ-ধ্যেয়ানে।
চরণে মরণ হানি' রচে নর পথ চলিবার
দূর্ব্বার দুর্দ্ধার সেনা ক্রমে তারে করে অধিকার
যুঝিয়া ধূলির সনে। প্রাণরোধী উত্থান অঙ্গন
তৃণগুল্ম বাহিনীতে আক্রমণ করিছে জীবন।
জীবনের গতি রুধি' গড়ে নর শিলার সোপান,
জলগর্ভ হ'তে উঠি জীবনের শ্যাম অভিযান

নিজবর্ণে রঞ্জে তারে গ্রাস করি। ভূপঞ্জর জিনি
দীর্ণ করি অঙ্গ তার অসিলতা জাগে বিজয়িনী।

ধরার পঞ্জর দিয়া রচি পুন জীবনপিঞ্জর,
অট্টালিকা হর্ম্ম্য আদি নানা নামে ডাকে তারে নর,
লতাগুল্মে লূতাচক্রে পারাবত পেচক ইন্দুরে
জীবন বেড়িয়া তারে ক্রমে ক্রমে বসে সেথা জুড়ে'।
জীবনে বরণ করে শিলাময় জড়ের মন্দির
অশ্বথ-বটের মূলে সরীসৃপে মণ্ডিয়া শরীর।
শ্মশানের চর্ম্ম-শৃঙ্গ-স্নায়ুশিরা-করোটি-কঙ্কালে,
জীবন সঙ্গীত রচে, জীবলোক নাচে তালে তালে।
কীটের শ্মশান হ'তে আনি সূক্ষ্ম কোষসূত্রজাল
অলক্ত-রুধির ধারা, আনি শঙ্খ প্রবাল-কঙ্কাল
সমুদ্র-শ্মশান হ'তে, নারীরে সে করে শোভাবতী,
মরণেরই অর্ঘ্যে সেজে হিন্দু-সতী হলো আয়ুষ্মতী।

মৃগের শ্মশান হ'তে মৃগমদ করি আহরণ
কস্তুরী-ভৈরব রসে মরণেরে জিনিল জীবন।
তুলসীকঙ্কালে ভক্ত ধরে কণ্ঠে মরণের স্মৃতি,
হরিনামধ্বনি তায় জয় করে তার মৃত্যু-ভীতি!
শ্মশানের ভীষণতা নির্জ্জনতা ঘুচায় জীবন,
করোটির রন্ধ্রমুখে প্রেমগীতি গাহে সমীরণ,
শকুনি কুক্কুর ফেরু মহানন্দে মহোৎসব করে,
কোটি-কোটি কৃমিকীট কঙ্কালের কুহরে কুহরে,

জীবন-সংগ্রাম

মজ্জায় জীবন ধরে। ছিন্ন জীর্ণ কন্থাখানি জুড়ে',
হাজার তূলার বীজ ভ'রে উঠে হাজার অঙ্কুরে।
অনামিকা লতা এসে দগ্ধ বংশখণ্ডেরে জড়ায়,
চিতার অঙ্গার লুপ্ত ছত্রিকার অঙ্গপীনতায়।

মৃত্যুরোগ? তারো মাঝে হেরি মোরা জীবনেরই জয়,
সে যে লক্ষ প্রাণময় বীজাণুরে করেছে আশ্রয়!
মরণের জটাজূট পরিপূর্ণ মৎকুণে উৎকুণে,
সরীসৃপে ভরা ঝুলি,—অস্থি তার জরাজীর্ণ ঘুণে।

ভ্রান্ত মোরা ভয় পাই মরণের আপাত প্রসারে,
শতের মরণ দেখি,—দেখি না যে লক্ষ জিনে তারে।
জীবন তপস্যা করে নব বলসঞ্চয়ের তরে,
তাই তারে হেরিনাক অবিরামই যুঝিতে সমরে।
শবাসনে বসি যবে করিছে সে শ্মশানে সাধনা
ভাবি বুঝি নির্জ্জিত সে মরণেরি করে আরাধনা।
রূপ হ'তে রূপান্তরে যখনই সে করিছে প্রয়াণ
পরাজয় হলো ভাবি দুঃখ তাপে হই মুহ্যমান।
মানবাত্মা যায় যবে মৃত্যুপথে মৃত্যুহীন লোকে।
মরণ করিল গ্রাস মোরা ভাবি,—কাঁদি তাই শোকে।

পুটপাকে

ঝাঁ-ঝাঁ করে খররৌদ্র নিদাঘের রুদ্র দ্বিপ্রহর
দগ্ধ, তপ্ত, পিপাসার্ত্ত, শ্বসিতেছে বিশ্বচরাচর।
অনিল অনলরূপে আনে দূর প্রলয়-সংবাদ,
মাঝে মাঝে শুনি চিল চাতকের তীব্র আর্ত্তনাদ,
বিমোহিনী মরীচিকা নৃত্য করে প্রান্তরে আকুলি'
অশ্বত্থ তপস্যা করে তার মাঝে ঊর্দ্ধবাহু তুলি।

সহসা জাগিয়া উঠি নিদ্রালস আরক্ত নয়ানে
বাতায়ন ফাঁক করি চাহিলাম এ বিশ্বের পানে।
হেরিলাম জনপ্রাণী কেহ নাই পথে বা প্রান্তরে
দিগন্ত পড়ে না চোখে সমাচ্ছন্ন ধূলি ঝঞ্ঝাস্তরে।
অর্দ্ধমহানিদ্রাগত চরাচর অনল-শয্যায়
গৃহখানি যেন মোর দাবানলে পাখীর কুলায়।
মুদিলাম বাতায়ন মুদিলাম জ্বলন্ত নয়ন,
জ্বলন্ত আবেশে দেহে অর্দ্ধনিদ্রা অর্দ্ধজাগরণ
অপূর্ব্ব অশান্তি আর্ত্তি অস্বস্তিতে শয্যায় লুটাই।
এই বিশ্বে একা আমি ? কোনখানে জনপ্রাণী নাই ?
একি দণ্ড নির্ব্বাসন ? চলিয়াছে মোরে বুকে ধরি
অনল-সিন্ধুর বুকে বুঝি ছায়া-তিমিরের তরী।
আমাকে একেলা ফেলি চারিদিকে জ্বালিয়া অনল
কোথা গেল নরনারী পশুপক্ষী—ছাড়ি ধরাতল ?

পুটপাকে

খর্জ্জুর বৃক্ষের তলে আমি যেন মরু-কুঞ্জে বসি,
নিদ্রিত উষ্ট্রের দেহে পৃষ্ঠ রাখি কাতরে নিশ্বসি
চাহিতেছি মরুপানে। দীর্ঘপথ করি অতিক্রম
উৎসমূলে ঘুচাতেছি দুইদণ্ড পিপাসিত শ্রম,
এলায়ে পড়েছে অঙ্গ, আসে ঘুম নয়ন ঢুলায়ে
চমকি জাগিয়া উঠি। শান্তি কোথা কণ্টককুলায়ে ?
পড়িয়া আসিছে বেলা পুরোভাগে দীর্ঘ মরুপথ,
চারিদিকে হাহা করে তাপদগ্ধ বালুকা-জগৎ।
নয়নে জানায় ব্যথা দৃষ্টি ফিরে, যায়নাক দেখা
কোনদিকে দিক্‌শেষ লোকালয় কিংবা শ্যামরেখা।
এখনি ছুটিতে হবে, বিশ্রামের নাহি অবসর
পার হ'য়ে যেতে হবে অই মৃগতৃষ্ণিকাসাগর।
বেলায় বেলায় মোর মরুযাত্রা হবে কিগো শেষ ?
কোথায় আশ্রয় পাব হায় তার নাহিক নির্দ্দেশ।
কিংবা ঘন অন্ধকার রৌদ্রদাহ হতে রুদ্রতর
ঘুরাইবে সারা রাত্রি তাই ভাবি কাঁপিছে অন্তর।
ঘনীভূত মরীচিকা কেন্দ্রীভূত যথা মরুদেশ
তথায় বিশ্রাম কোথা ? কোথা স্বস্তি ? নাই সুখলেশ
ভাবি এই লক্ষ্যহারা জীবনের ভবিষ্যের কথা
বিশ্রামের পুটপাকে পাই যেন অন্তর্গূঢ় ব্যথা।

কৃপাকুণ্ঠিতা

এনেছিলাম অর্ঘ্য তোমার শ্রীচরণে,
তুমি আমায় তুলে নিলে সিংহাসনে।
কর্‌লে একি সবার মাঝে   মরি যে সঙ্কোচে লাজে,
অযোগ্যারে কর্‌লে আদর অকারণে।

আমি ছিলাম সবার কাছে ছারকপালী,
সব হ'তে দীন ছিল আমার অর্ঘ্য-ডালি।
দল হ'তে তাই ছিলাম সরে'   মুখটি ঢেকে দুয়ার ধরে'
কই নি কথা সাহস ক'রে তোমার সনে।

সঙ্গিনীরা রঙ্গভরে অবিরত
ধূপে দীপে পুষ্পে পূজা কর্‌ল কত।
কত কথাই কইল সবে   তোমার সাথে কলরবে।
আমি তোমায় পূজতেছিলাম মনে মনে।

তুমি আমায় করবে দয়া ? স্বপ্নাতীত !
বিস্ময়ে তাই দৃষ্টি সবার উচ্চকিত।
পান-সুপারি-ধূপধুনা-খই   পড়ছে খ'সে হাত হ'তে ঐ,
আমার পানে দৃষ্টি হানে বিষ-নয়নে।

তোমার এমন আদর পেয়ে ফির্‌লে ঘরে,
লজ্জা দেবে হিংসাভরে আপন পরে।
হাজার প্রশ্নে হায় কি কব ?   এ দয়া নয়, দণ্ড তব।
প্রাণ যাবে যে বিষরসনার সাপের বনে।

উর্ব্বসী

মনে মানুষ কি না ভাবে, কত কি যে
ভেবেছি তা স্মরতে লাজ আজ পাই যে নিজে।
কে জানে ছাই এমন ক'রে   বাঁধবে তুমি বাহুর ডোরে।
জান্‌বে তুমি যা ছিল মোর সংগোপনে।

উর্ব্বসী

হে চিরতরুণী শ্যামা বিশ্বমনোমোহিনী সুন্দরী,
অয়ি উর্ব্বী,—অয়ি গুর্ব্বী, কবি তোমা বলেছে উর্ব্বসী।
ব্যোমলোক-সভাতলে ঘূর্ণ-নৃত্যে চপলা অপ্সরী—
বনশ্রী-কুন্তলা গিরি-পয়োধরা ইন্দ্রের প্রেয়সী।
মিত্রবরুণেরে তুমি যজ্ঞস্থলে মোহিলে চকিতে,
দোঁহার আসঙ্গ লভি কবে তুমি হইলে উর্ব্বরা,
আদি মহামানবের জন্ম হ'ল তোমার কুক্ষিতে।
অগস্ত্য-বশিষ্ঠরূপে, সেই হ'তে হ'লে বসুন্ধরা।
অনার্য্যের উপদ্রবে কবে তুমি কাঁদিলে কাতরে,
উদ্ধারিল আর্য্যবীর, বীরভোগ্যা তুমি সেই হ'তে।
কত বীর বীরধর্ম্ম পাসরিল তব মোহ-ঘোরে,
কত তপস্বীর তপ ভেসে গেল তব মায়া-স্রোতে।
কত কেশী হ'ল হত—এল গেল কত পুরূরবা,
শাশ্বতশ্রী তুমি আছ চিরশ্যামা চিরমহোৎসবা।

খেলায় হারা

খেলায় হারা,—হাস্‌ছ শুনে ? যত হেলাই করো,
তুচ্ছ তাতে হয়না ব্যথা—ওর যে খেলাই বড়।
ঐ ব্যথাটির মাঝে যে নেই ভাণ কি অভিনয়,
ব্যথা ব্যথাই,—খেলার আগুন দয় না কি হৃদয় ?
ঝুঁটার হাটের দোকানপাটে ঐটুকু যে খাঁটি,
ফুল্ল উহার বাল্যবুকের একটি দলই মাটী।
জীবন যাহার খেলায় গড়া তার ও পরাজয়
কপোত-বুকে শরের মতই,—হেলার কথা নয়।
জড়িয়ে আছে খেলার লতা তোমার সকল কাজে,
কাজের ছায়া মাত্র নাহি, তাহার খেলার মাঝে।
তোমার কাজের চেয়েও খাঁটী তাহার খেলাই বড়,
খেলায় হেলা ক'রে কাজী কিসের বড়াই কর ?
ফিরলে ছেলে মায়ের কোলে খেলায় পেয়ে লাজ,
হেলায় প'ড়ে থাকে মায়ের সন্ধ্যা-বেলার কাজ।
তুমি হেসে উড়াচ্ছ ভাই, জগন্মাতার প্রাণে
সরল শিশুর হারার ব্যথা খাঁড়ার আঘাত হানে।
সমব্যথী লীলাময়ের চোখ করে ছলছল,
তাঁহার বিরাট খেলাপাতী হঠাৎ বি-শৃঙ্খল।
মহামায়া অশ্রু তাহার মুছান গভীর ঘুমে,
স্বপ্নে তারে জিতিয়ে দিয়ে সান্ত্বনা দেন চুমে।

রাঙ্গা চুড়ি

পিতা আসিলেন বাড়ী রাঙ্গা চুড়ি, রাঙ্গা শাড়ী
আনিলেন মেয়েটির তরে,
সেই চুড়ি পরি' হাতে সে আজ হরষে মাতে,
দেখায়ে বেড়ায় ঘরে ঘরে।
শানাই শুনিয়া কানে পূজার মণ্ডপ পানে
ছুটে যেতে পড়িল ধূলায়,
আঘাতে কাচের চুড়ি একেবারে হ'ল গুঁড়ি,
চেয়ে দেখে, একি হায় হায়।
উঠিবে না ধূলা ঝাড়ি' ফিরিতে চাহে না বাড়ী
কাঁদে শুধু গলা ছাড়ি দিয়া;
ভাঙ্গা চুড়ি বারবার জোড়া দেয়, হাহাকার
করে পথে লুটিয়া লুটিয়া!
পিতা আসি তুলে বুকে বলে, চুমা দিয়ে মুখে,
"গেছে যাক, ভারি এর দাম।"
থামে না ক কোন মতে তবু খুকী শুয়ে পথে
ফুঁপে ফুঁপে কাঁদে অবিরাম।
ব্যথা কি বুঝিবে তারা সব জিনিসের যারা
দাম কষে টাকায় আনায়?
দ রদের ধন হেন যত তুচ্ছ হোক কেন,
মিলিবে কি রূপায় সোনায়?

সমগ্র বালিকাপ্রাণ চুড়ি সনে খান খান
বল' কেবা দিবে দাম তার ?
এমন পূজার দিনে সেই রাঙা চুড়ি বিনে
তার যে গো ভুবন আঁধার।

শেষ

দিনটা হইল শেষ। রবি গেল পাটে
পাঠশালে পাঠ শেষ ছুটী সবাকার,
মাঠে শেষ সেঁচা-কোঁড়া, বেচাকেনা হাটে
তটে শেষ তটিনীর খেয়া-পারাপার।
ঘাটে শেষ ঘট ভরা কাঁকণের তান,
গোঠে শেষ গোধনের দিনান্ত-ভোজন,
বট বিম্বে শেষ বনবিহগের গান,
বাটে শেষ হাটুরের ব্যস্ত বিচরণ।
ফোটা শেষ মালতীর বনে উপবনে,
মঠে শেষ আরতির নিক্কণ মধুর,
ঝাঁটে পাটে গৃহকাজ কুটীর-প্রাঙ্গণে,
হাঁটা শেষ করি পান্থ করে ক্লান্তি দূর।
এই সর্ব্ব শেষ মাঝে উদাস সন্ধ্যায়
জীবনের শেষ, সেও উঁকি দিয়ে যায়।

সমাপ্ত